আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা



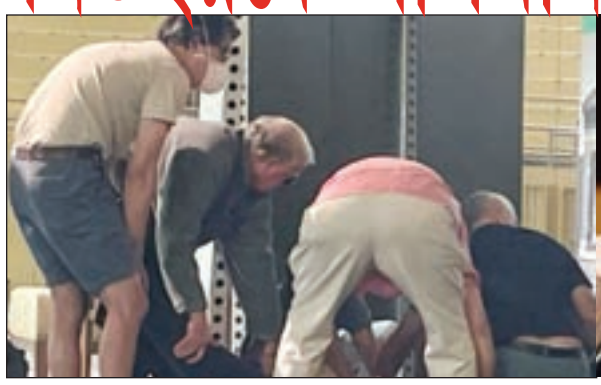
ঢাকা ডেস্ক: গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪৬ || সোমবার || শ্রাবন ২৯ || ১৪২৯ || মুহররম ১৭ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 46 || 15 August || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নিউইয়র্কে সালমান রুশদির ওপর হামলা





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস'-এর রচয়িতা ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক সালমান রুশদির ওপর হামলা হয়েছে। শুক্রবার নিউইয়র্কের একটি মঞ্চে বক্তব্য দেওয়ার সময় তাঁর ওপর এ হামলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, চৌতাকুয়া ইনস্টিটিউশনের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছিলেন সাবেক এই বুকার পুরস্কার বিজয়ী। এ সময় তাঁরা এক ব্যক্তিকে মঞ্চে দৌড়াতে দেখেছেন। ওই ব্যক্তি রশিদির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ছলে ছুরিকাঘাত করেছিলেন। পুলিশ ছুরিকাঘাতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ঘটনার পরপরই রুশদিকে সহায়তা করতে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

জনসন অ্যান্ড জনসন 'বেবি পাউডার' বিক্রি বন্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এবার বিশ্ববাজারে 'বেবি পাউডার' বিক্রি বন্ধের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

পারমাণবিক অস্ত্রের গোপন নথি খুঁজতে ট্রাম্পের বাসায় তল্লাশি: ওয়াশিংটন পোস্ট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পারমাণবিক অস্ত্রের অতি গোপনীয় নথির খোঁজেই যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লোরিডার বাসায় তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। গত বছরের জানুয়ারীতে দায়িত্ব শেষে হোয়াইট হাউস ছাড়ার সময় ট্রাম্প অবৈধভাবে নথিপত্র সরিয়ে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



বিভিন্ন সংগঠনের দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী
১৫ আগষ্ট সোমবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শোকাবহ ১৫ আগষ্ট সোমবার। ১৯৭৫ সালের এ মাসেই একদল বিপথগামী সেনা সদস্য হত্যা করে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। দিনটি বাঙালী জাতির ইতিহাসে কলঙ্কিত একটি অধ্যায়। শোকের এ মাসটি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলো। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কালরাতে ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি, তারা বঙ্গবন্ধুর (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

সিলেট থেকে সরাসরি ফ্লাইট যাবে নিউইয়র্কে : বিমান প্রতিমন্ত্রী
অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা বেহেশতে আছি: পররাষ্ট্রমন্ত্রী



ঢাকা ডেস্ক: বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষ বেহেশতে আছেন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

এফবিআইয়ের ভবনে ঢোকার চেষ্টা
পুলিশের গুলিতে অস্ত্রধারী নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনসিনাটি শহরে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের ভবনে অনুপ্রবেশের চেষ্টার পর এক অস্ত্রধারী ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। পুলিশ বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটি শহরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় একটি ভুট্টাখেতে বৃহস্পতিবার পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলির একপর্যায়ে তিনি নিহত হন। পুলিশ বলছে, সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি এফবিআইয়ের ভিজিটর স্ক্রিনিং কেন্দে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

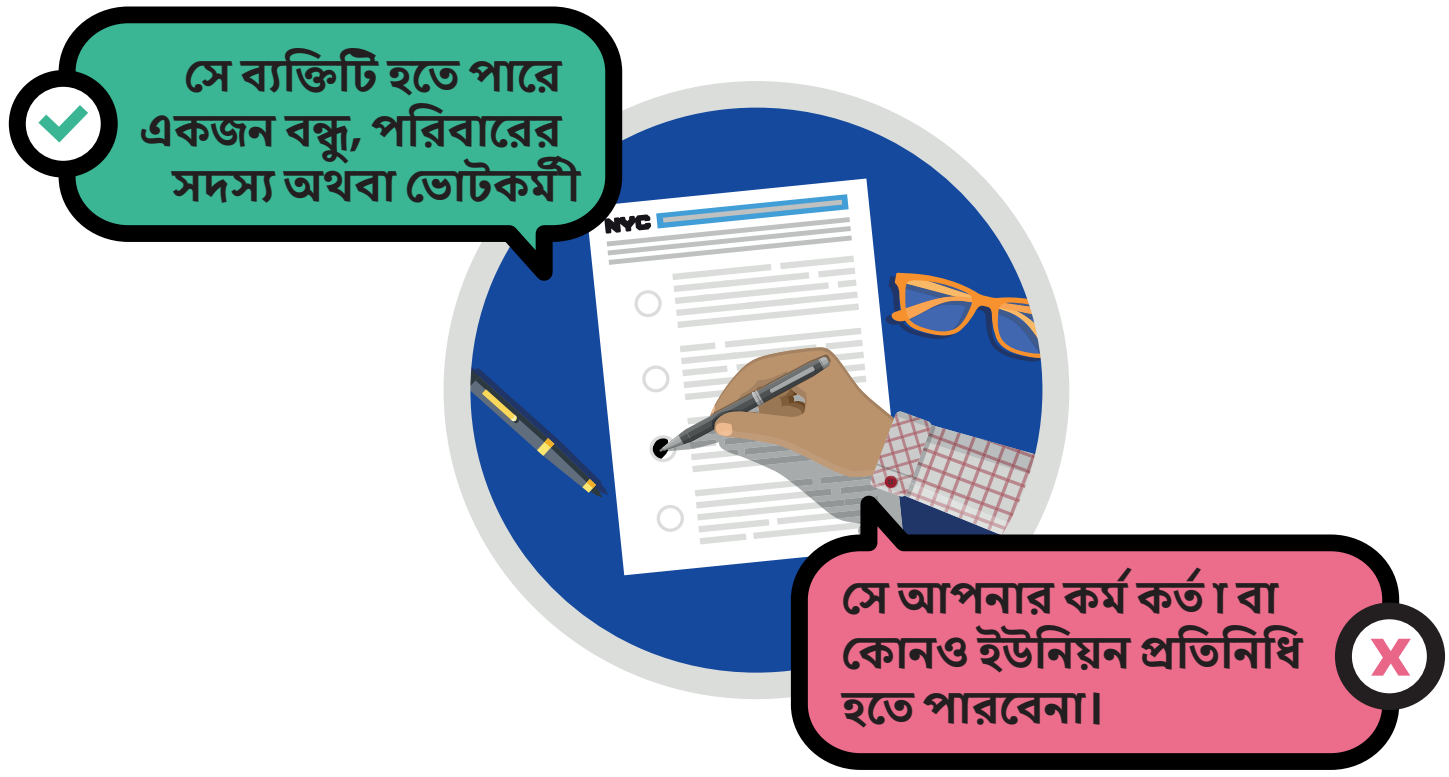
AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

আপনার নিজের ভাষায় ভোট দেওয়ার অধিকার আছে

ভোটিং বু থে আপনি একজন অনু বাদক নিয়ে আসতে পারেন



আগস্ট প্রাইমারী

রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বু ধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
7	8	9	10	11	12	13 আগাম ভোট দেবার প্রথম দিন
14	15	16	17	18	19	20
21 আগাম ভোট দেবার শেষ দিন	22	23 ভোটের দিন	24	25	26	27

দ্য সিভিক এঙ্গেজমেন্ট কমিশন অনু বাদক রাখবেন নির্ব াচিত কিছু ভাষায় ভোটের স্থানে

আরও জানার জন্য
participate.nyc.gov তে যান

NYC Civic Engagement Commission

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 15 // 2022

গুরুতর অসুস্থ কিম জং উন, দক্ষিণ কোরিয়াকে 'ভিলেন' বানালেন প্রেসিডেন্টের বোন



ঢাকা, ১২ আগস্ট : গুরুতর অসুস্থ কিম জং উন। উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বোন কিম ইয়ো জং বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন। সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া কোভিড সংক্রমণের ধাক্কাতেই প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছেন কিম। এই খবর দেয়ার পাশাপাশি তাদের দেশে করোনা ছড়ানোর জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে দায়ী করেছেন কিমের বোন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তার হুঙ্কার, তিনি দক্ষিণ কোরিয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন! আন্তর্জাতিক (বাকি অংশ ৯ পাতায়)



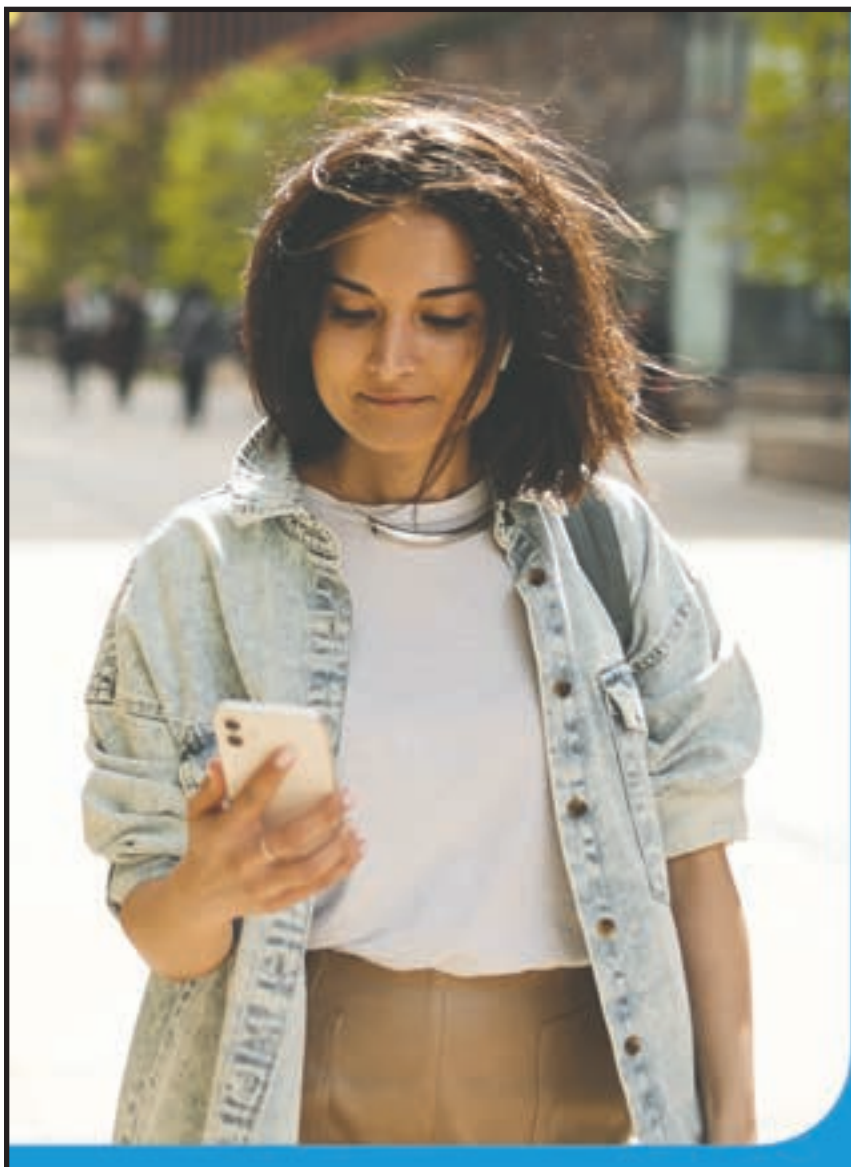


কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

কমিটির সভাপতি শাহ আলাউদ্দিনের সভাপতিতে ও সাধারন সম্পাদক জাবেদ আহমদের পরিচালনায় সভার শুরুতে কমিটির পক্ষ থেকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের ফুল দিয়ে বরন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা ও এসোসিয়েশনের প্রতিষ্টাতা সভাপতি আবুল কালাম, উপদেষ্টা ও কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের (অবঃ) প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম, উপদেষ্টা ও ভাটেরা স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ (অবঃ) মোঃ নজরুল ইসলাম, উপদেষ্টা ও এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মোশাহিদ জে রাশেদ, উপদেষ্টা ও এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপতি এম এ চৌধুরী শফি, কার্যকরি কমিটির সহ সভাপতি এফ এম মালিক, সহ সাঃ সম্পাদক মাসুক আহমদ সুজন, কোষাধ্যক্ষ ওবায়দুর রহমান কামাল, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শামীম, প্রচার সম্পাদক (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে
conEd.com/BillHelp এ যান এবং
আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন

conEdison



Looking to start a cannabis-related business in NYC?

The NYC Department of Small Business Services (SBS) is here to help:



ASSESS BUSINESS NEEDS



CONNECT TO NO-COST RESOURCES



EXPLAIN GOVERNMENT RULES



CONNECT YOU TO FUNDING

Visit

nyc.gov/cannabis

or 888-SBS-4NYC
(888-727-4692)

NYC Small Business Services | careers businesses neighborhoods

Get the facts on New York State's cannabis law and licenses at **cannabis.ny.gov.**

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

শোকাবহ ১৫ আগষ্ট

বঙ্গবন্ধু কোনো দলের নন, সমগ্র জাতির

১৫ আগষ্ট। ১৯৭৫ সালের এই দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার দিন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা নবীন রাষ্ট্রটির অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। তবু এই বিয়োগান্ত ঘটনায় জাতির অস্তিত্ব ও মননে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখনো পুরো উপশম করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড বাংলাদেশকে এর মৌলনীতি ও প্রত্যয় থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ১৫ আগষ্ট এখন সরকারিভাবে 'জাতীয় শোক দিবস'। প্রতিবছর ১৫ আগষ্টে আমাদের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। এই দিনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার-পরিজনসহ ১৫ আগষ্টে নিহত সবার স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই, সবার আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি।

অনেক বাধা-বিপত্তির পর দেরিতে হলেও ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকান্ডের বিচার হয়েছে। খুনিদের অধিকাংশের দন্ড কার্যকর করার মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জাতি গ্লানি-নমুক্ত হয়েছে। এখনো যারা পলাতক রয়েছে, তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি কার্যকর করার মধ্য দিয়ে এই পর্বটির ইতি টানা প্রয়োজন; যদিও বিগত প্রায় এক দশকেও এ ব্যাপারে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি। পলাতক দন্ডিতদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আইনের আওতায় নেয়ার ব্যাপারে দাবী আর বক্তৃতা-বিবৃতি-ই লক্ষনীয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন একটি সুখী-সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন। দেশের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান ও সাধনা। বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর অসীম সাহসী নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে যে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়, তার প্রধান প্রেরণাও ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে যখন বঙ্গবন্ধু নতুন করে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন, তখনই দেশি-বিদেশী চক্রান্তকারীরা ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই ষড়যন্ত্র কেবল ব্যক্তি মুজিবের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও তাঁর আদর্শের বিরুদ্ধে। দুঃখজনকভাবে ষড়যন্ত্রকারীরা দুই ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে।

এবারের জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমরা মনে করি, তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে- সুখী, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক, দূর্নীতি ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার বাস্তব রূপ দেওয়া। এমন একটি দেশ গড়ে তোলা, যেখানে স্বাধীনতার মূল চেতনা বাস্তবায়িত হবে এবং ধর্মগোত্রনির্বিশেষে সব মানুষ সম-অধিকার ভোগ করবে। গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সেই কাজটি করা সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল নিয়ে সমালোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অনন্য ও সাহসী ভূমিকা অস্বীকার করা বাংলাদেশকে অস্বীকার করারই শামিল। তাই, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই মহান স্থপতিকে আমাদের স্মরণ করতে হবে জাতীয়ভাবে, সব সংকীর্ণতা ও দলীয় গন্ডির বাইরে গিয়ে। আর এজন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকেই প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে- 'বঙ্গবন্ধু কোনো দলের নন, সমগ্র জাতির'।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংকট নিয়ে নানামুখী বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংকট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আরোপিত; যার শুরু রাষ্ট্রের স্থপতিকে হত্যার মধ্য দিয়ে; লাখো শহীদের রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধকে আঘাত করার মধ্য দিয়ে।

একাত্তরের ইতিহাসের প্রতি বৈরিতা ও পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডের ঘটনা দুটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রার মৌলিক প্রতিবন্ধক। এটিও মনে করার কারণ আছে- একাত্তরের পরাজিতরাই খোলস বদলে পঁচাত্তরের কুশীলব হয়েছিল। তারা ভেবেছিল, রাষ্ট্রপিতার হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের সব অর্জন ধূলিসাৎ করা সম্ভব হবে। শেষ পর্যন্ত সে আশা পূরণ হয়নি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ইতিহাস ও বাঙালির অন্তর্নিহিত শক্তি যূথবদ্ধভাবে প্রত্যাঘাত করেছে। সাময়িকভাবে হলেও একাত্তর ও পঁচাত্তরের কুশীলবরা পর্যুদস্ত হয়েছে; বাংলাদেশ আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে। নানা সংকট ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে জাতি। বাংলাদেশের নতুন নাগরিকরা আজ সমাজ নিয়ন্ত্রণ করছেন; জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা ও খেলাধুলায় অবাক করা সাফল্য বয়ে আনছেন। কিন্তু এই নতুন নাগরিকদের একটি তাৎপর্যময় অংশের মন থেকে মৌলিক কিছু প্রশ্ন আজও দূর করা সম্ভব হয়নি বলে আমার ধারণা। কারণ, এরা আজও ধর্মীয় উগ্রবাদ ও ধর্মান্ধতার হাতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গ্রাস করার চেষ্টা দেখছে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০- এ সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয়েছে অবৈধ সেনাপতি শাসক কিংবা তাদের গড়া নব্য রাজনীতিবিদের হাতে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে সাম্প্রদায়িকতাকে বিতাড়ন করা হয়েছিল; তাকে এ সময় নতুন করে জাগিয়ে তোলা করা হয়েছে। ১৯৭৫-পরবর্তী শাসকদের হাতে রাষ্ট্রের স্থপতি চরমভাবে উপেক্ষিত ও অপমানিত হয়েছেন। উপেক্ষিত হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, চেতনা ও আদর্শ। ফলে গজিয়েছে নানা পরগাছা। এরই ফলে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি খুঁটি গেড়ে বসেছে; তারা ধনেজনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সবই করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে, যাতে ব্যর্থ হয় এই জনপদের জনগণতান্ত্রিক উদার সংস্কৃতি ও লাখো মানুষের আত্মদানের মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী সফল আন্দোলনের পর থেকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক নবযাত্রা শুরু হয়। কিন্তু সে যাত্রাও মসৃণ হয়নি। বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক বিকাশ। এর প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের বিচার প্রশ্নে; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন ও ইতিহাস সংরক্ষণ প্রশ্নে; বাঙালীর অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার প্রশ্নে প্রতিপক্ষ হিসেবে অবস্থান নিয়েছে সেনাপতি-রাজনীতিবিদ ও তাদের সৃষ্ট দলগুলো। এরা ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করে গেছে বঙ্গবন্ধুকে; এমনকি মুক্তিযুদ্ধকে। আঘাত হেনেছে বাঙালির সেক্যুলার সমাজশক্তিকে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এই বৈরিতায় জাতি বিভক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং লাভবান হয়নি তারাও, যারা ইতিহাস হত্যার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। অনস্বীকার্য, এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের যাত্রাপথ কন্টকাকীর্ণ ও জনগোষ্ঠী উত্তরোত্তর বিভাজিত হয়েছে। এরে ফলে সংকট গ্রাস করেছে সমাজকে। কিন্তু ইতিহাসের নিজের যে শক্তি আছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। শত প্রতিবন্ধকতার পরও ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বাংলাদেশের জাতির পিতার হত্যাকান্ডের বিচার হয়েছে, যদিও তা ঠেকানোর সব চেষ্টা করা হয়েছিল। এমনকি বিচার ঠেকানো যায়নি একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী তস্করদেরও।

অতএব দেরিতে হলেও ইতিহাসের অমোঘ সত্যশক্তি মূর্খতার দুয়ারে আঘাত করে জাগিয়ে দিতে চেয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর নিরন্তর বিষবাষ্প ছড়ানোর পরও নতুন প্রজন্মের বৃহৎ অংশ আজ মুক্তিযুদ্ধের অবিকৃত ইতিহাসের প্রতি আস্থাশীল। নতুন নাগরিকদের মনোজাগতিক এই উত্থান ইতিহাসের

শোকাবহ আগস্ট

ইতিহাস বৈরিতার অবসান জরুরি

হারুন হাবীব

আরেক আশীর্বাদ। এর পরও সত্য এই- আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই।

বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সে কারণেই নতুন উপলব্ধি আসা বাঞ্ছনীয়। পুরোনো ব্যর্থতা ও কলংক থেকে বেরিয়ে ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ করা জরুরি। আমার বিশ্বাস, উপলব্ধির এই ধারাটি সূচনা করে রাজনীতিতে সমূহ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব। এ উপলব্ধির মূল শর্ত- অতীতের ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে নিঃশর্তভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ঐতিহাসিক মহিমায় গ্রহণ; তাঁর হত্যাকারীদের বিচারকে সমর্থন; মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিকৃত ইতিহাসকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠান এবং একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী তস্করদের ঐতিহাসিক বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করা, যা জাতীয় ঐকমত্যের মৌল শর্ত। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সরকারের সমালোচনা বা বিরোধিতা অপরাধ কিছু নয়। অপরাধ হচ্ছে, সরকারের বিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িক সমাজশক্তিকে প্রশ্রয়; জাতির পিতাকে অবজ্ঞা; জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উপেক্ষা; বিতর্কিত এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারীদের সঙ্গে আঁতাত করে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা ও ইতিহাসের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা।

আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, জাতীয় সমঝোতার প্রধানতম শর্ত হচ্ছে- নিঃশর্ত এবং পরিপূর্ণ সততা ও আবেগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রহণ; একই সঙ্গে জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধকে বুকে ধারণ করা। যতদিন না এ কাজটি করা সম্ভব হবে, ততদিন সংকট জিইয়ে থাকবে; জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে।



আগস্টের ১৫ তারিখ জাতির পিতার হত্যাবার্ষিকী পালিত হয় প্রতি বছর; পালিত হয় জাতীয় শোক দিবস। শুধু আওয়ামী লীগ নয়; নানা মত-পথ থেকে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়, যা ইতিহাসের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। লক্ষ্য করার বিষয়, বেশ কিছু দল ও গোষ্ঠী আজও জাতীয় ঐক্যের সঠিক উপলব্ধিতে আসতে পারেনি। পারলে ঐক্যের পথে বড় বাধাটি দূর করা সম্ভব হতো। সবাইকে পূর্ণ উপলব্ধিতে বুঝতে হবে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ কোনো দলের নন। ইতিহাসের পরিক্রমায় তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপিতা, জাতির পিতা; বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি এবং যা ইতিহাসের অলঙ্ঘনীয় সত্য।

বঙ্গবন্ধুর যাঁরা দলগত অনুসারী, তাঁদেরও উচিত হবে জাতির পিতাকে গন্ডিবদ্ধ না করে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই শুদ্ধতম ও শ্রেষ্ঠতম নেতাকে সর্বজনীন করা। তাঁর আদর্শকে সত্যিকার মর্মে উপলব্ধি ও বেগবান করা। কাজেই মূলে ফিরে যেতে হবে। নির্মোহভাবে সংকটের সমাধান খুঁজতে হবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে আমরা শুধু উত্তরোত্তর সংকটেই জর্জরিত হবো।

ক্রমাগত আঘাতে দীর্ঘকাল পর্যুদস্ত থাকলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক শক্তি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। তারা তাদের ব্যর্থতা, বিভেদ ও আত্মতুষ্টির প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছে। দিন যত যাবে, ততই মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু- আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অপ্রতিরুদ্ধ হবেন; আজ যা তার চেয়েও অনেক বেশি।

কোনো সরকার, ক্ষমতাশীন দল বা জোটের কার্যক্রমের সমালোচনা বা সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। সে কারণে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশে সরকারবিরোধীদের স্বাধীন কার্যক্রম জরুরি। এ ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সমন্বয়ে যে রাজনৈতিক মোর্চা, তারা রাষ্ট্রের মৌলিক ইতিহাস ও চেতনার প্রতিপক্ষ; প্রতিপক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের।

সে কারণেই বলি, রাজনৈতিক যুদ্ধের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধকে এগিয়ে নিতে হবে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের চর্চাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জেতার জন্য প্রয়োজন আদর্শিক যোদ্ধা তৈরি করা। ভুলে গেলে চলবে না- অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার শত্রুরা প্রাথমিকভাবে পরাজিত হলেও তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে নেমেছে। কাজেই আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই। আমার বড় দুঃখ হয় যখন দেখি আদর্শিক রাজনীতির ক্রমান্বয়ে পতন ঘটছে; রাজনীতি শুধুই স্লোগানসর্বস্ব হয়ে উঠছে, যা হয়তো সাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম, কিন্তু বৃহৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নয়।

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ফজর	৪.৪৩	৪.৪৪	৪.৪৫	৪.৪৭	৪.৪৮	৪.৪৯	৪.৫২
সূর্যোদয়	৬.০৪	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১১
জোহর	০১.০০	০১.০০	০১.০০	০১.০০	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯
আসর	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬
মাগরিব	৭.৫৪	৭.৫৩	৭.৫১	৭.৫০	৭.৪৯	৭.৪৭	৭.৪৬
এশা	৯.১৭	৯.১৫	৯.১৩	৯.১১	৯.১০	৯.০৮	৯.০৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

প্রতিহিংসার রাজনীতি



সামিয়া রহমান

মনে করুন আপনি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। ধরেই নিন না, আপনি কোনো গণমাধ্যমেই চাকরি করেন। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদের ব্যক্তিবর্গ আপনার প্রতি ভয়াবহ প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিষ্ঠানের নানারকম আইনগত বিধিবিধানের জন্য সরাসরি আপনার চাকরি খাওয়ার ক্ষমতা নেই শীর্ষ পদের ওই ব্যক্তিদের। ব্যক্তিগত কারণে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ত্যক্তবিরক্তে অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আগাম চিঠি দিয়ে তাদের জানিয়ে দিলেন যে ১ এপ্রিল থেকে যেন আপনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠান পরের মাসে তাদের বোর্ড মিটিংয়ে সেটা মেনেও নেয়। কিন্তু ঘটনার পাঁচ মাস পর আকাশ থেকে টপকে হঠাৎ করে আপনার প্রতিষ্ঠান জানায়, আপনার আর্লি রিটায়ারমেন্ট তারা গ্রহণ করেছে তবে যখন থেকে আপনি নিজে রিটায়ারমেন্ট চেয়েছেন সেই তখন থেকে নয়, বরং গত বছর থেকে। আর গত বছর থেকে আপনার বেতন-ভাতাদি যা পেয়েছেন সেই সাড়ে ১১ লাখ টাকা যেন প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেওয়া হয়। নইলে প্রতিষ্ঠান আপনাকে হুমকি দিয়ে জানায় তারা মামলা করবে! সভ্য দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের আচরণ কি এমন হতে পারে? ক্ষমতার অহংকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি কারও বাপদাদার সম্পত্তি আজ? কোন মুল্লুকে বাস করি আমরা? একটি প্রতিষ্ঠান কি হারতে পারে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি কারও কাছে হেরে যেতে পারে? দুঃখজনক হলেও সত্যি, ৪ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাছে মামলায় হেরে যাওয়ার পর পত্রিকার হেডলাইন হয়েছিল তা-ই। আমি আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হারেনি, হেরেছে কতিপয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি যারা ষড়যন্ত্র করে মানুষ ফাঁসানোর কাজে নিয়োজিত। অন্তত আমার ক্ষেত্রে আদালতের রায়ে তো তা-ই প্রমাণিত।

ছয়টা বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ব্যক্তিরা আমার নামে নানা গল্প বানিয়ে বছরের পর বছর গণমাধ্যমে বিক্রি করেছেন। আমাকে তাঁরা হুমকিধমকির মধ্যে রেখেছিলেন ক্রমাগত। আমি চাকরি না ছাড়লে, আমি গণমাধ্যমে বক্তব্য দিলে আমার ক্ষতি করবেন এমন প্রচন্ড চাপের মধ্যে বছরের পর বছর আমি ছিলাম। একটা মিথ্যাকে বারবার সত্যি বলে প্রচারণা করার গোয়েবলসীয় নীতিতে তাঁরা ছয় বছর সফলও হয়েছিলেন, কারণ তাঁরাই ক্ষমতাধর, তাঁরাই বিচারক এবং তাঁরাই গণমাধ্যমের তথ্যের প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল আদালতে গেলে আমি ন্যায়বিচার পাব। কারণ আদালত প্রমাণ দেখবেন, প্রতিহিংসা নয়। শেষ পর্যন্ত ৪ আগস্ট উচ্চ আদালতের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে আমার বিরুদ্ধে নেওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অবৈধ এবং আমার পদ ও সব সুযোগ-সুবিধা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যে লেখাটিতে আমি জড়িত ছিলাম না, আমার স্বাক্ষর ছিল না সেই লেখাটি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে তাঁরা ষড়যন্ত্র করে গেছেন বছরের পর বছর। শিকাগো ইউনিভার্সিটি ও শিকাগো প্রেসের নাম করে মিথ্যা ফেক চিঠি তৈরি করে আমার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন তদন্ত শুরু করে ২০১৭ সালে। শিকাগো ইউনিভার্সিটি ও শিকাগো প্রেস বারবার জানিয়েছে তারা আজ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো চিঠি দেয়নি। অ্যালেক্স মার্টিন বলে তাদের প্রতিষ্ঠানে কেউ কখনো চাকরি করেনি, এটা ফেক, যা আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে। সিআইডির ভাষ্যমতে, এ চিঠি প্রিন্ট হয়েছে প্রো-ভিসির অফিস থেকে। হাস্যকর বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় বলেছিল তারা ইমেইলে এ চিঠি পেয়েছিল, কিন্তু ইমেইলের কোনো সফট্ কপি তারা আদালতকে দেখাতে পারেনি। আর আদালতে তো প্রমাণিত হয়েছেই এটি মিথ্যা, ফেক চিঠি। প্রভাষক সৈয়দ মাহফুজুল হক মারজান নিজেই তাঁর স্বীকারোক্তিতে লিখেছিলেন, তিনিই জমা দিয়েছেন, তিনিই স্বাক্ষর করেছেন, তিনিই রিভিউ করেছেন। আমার কাছ থেকে লেখা জমা নেওয়ার বা রিভিউ করার কোনো স্বাক্ষরের প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। কারণ আমি এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। মারজানের এ স্বীকারোক্তিও কিন্তু একবারের জন্যও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন গণমাধ্যমে প্রকাশ করেনি। একবারের জন্যও প্রকাশ করেনি যে আমার কাছ থেকে তারা কোনো লেখা পায়নি এবং ডিন অফিস থেকেও কোনো লেখা আমার কাছে রিভিউ করার জন্য আসেনি। ট্রাইব্যুনাল কিন্তু আমার বিরুদ্ধে রায় দেননি। অথচ বর্তমান উপাচার্য গণমাধ্যমে বলেছিলেন, ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সামিয়া রহমানের পদাবনতি। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্তই দেননি। কতটা গোয়েবলসীয় প্রচারণা! ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, প্লেজারিজম হয়নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শাস্তি দিল। কীসের ভিত্তিতে? এমনকি ট্রাইব্যুনালের রায়ের কপি পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে দিতে চায়নি মাসের পর মাস, পাছে সত্যি প্রমাণ হয়ে যায়। আদালতের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তারা দিতে বাধ্য হয়। আর আজ তো সবই আদালতে প্রমাণিত। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী করব? তাই না! কিন্তু মজার বিষয় হলো, ৪ আগস্ট মামলায় হেরে বর্তমান প্রশাসন ৮ আগস্ট আমার কাছে টাকা দাবি করে একটা ইমেইল পাঠায়। যে ইমেইল ৮ আগস্ট পাঠানো কিন্তু এর ভিতরে ব্যাক ডেটে হাতে লেখা '৩ আগস্ট'। মামলায় হেরে গিয়ে কি এখন এই প্রতিহিংসা?



প্রশাসন এখন নানা কথা বলছে, যেমন বলেছে গত ছয় বছর। যার সম্পূর্ণটাই মিথ্যা, প্রতিহিংসায় ভরপুর। আদালত তো আজ প্রমাণ করেই দিলেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসিনি। আমার বাবা, চাচা, শ্বশুর বা ক্ষমতাধর পরিচিত রাজনীতিকের সূত্রেও যোগদান করিনি। অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে দুবার স্বর্ণপদক পেয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলাম। দলীয়করণের রাজনীতি বোধহয় তখনো এত প্রবল ছিল না বলেই সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছিলাম। গণমাধ্যমেও জায়গা করে নিয়েছিলাম নিজের যোগ্যতায়, কাউকে তেল দিয়ে নয়। ছয়টা বছর ধরে ক্রমাগত বলেছি আমি অন্যায় করিনি। আদালত তার প্রমাণ দিয়েছেন।

২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে সন্তানের অসুস্থতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালের এই প্রশাসনের লিখিত অনুমতি নিয়েই ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত আমি অর্জিত ছুটিতে ছিলাম। সন্তানের সুস্থতার জন্য তার পাশে এ মুহূর্তে আমার থাকা আমার জীবনের চেয়েও প্রয়োজন ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এ বছর ফেব্রুয়ারীতে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম যেন মানবতার খাতিরে হলেও তারা আমাকে বিনা বেতনে আরও কিছুদিন ছুটি দেন। অবশ্য এই প্রশাসনের কাছে মানবতা বিষয়টি নেহায়েতই অসম্ভব, বিশেষ করে আমি সামিয়া রহমানের ক্ষেত্রে। তাই যথারীতি তারা ৩১ মার্চের পর আর ছুটি মঞ্জুর করেননি। যেহেতু ৩১ মার্চ, ২০২২ আমার অর্জিত ছুটির অনুমতি শেষ, তাই লিখিত চিঠি দিয়ে ১ এপ্রিল, ২০২২ থেকে বাধ্য হয়েই আমি আর্লি রিটায়ারমেন্ট চাই। পাঠক খেয়াল করুন, রিটায়ারমেন্ট আমি চেয়েছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়। তাই যখন আমি চাইব পদত্যাগ করতে, তখন থেকে তারা সেটি কার্যকর করবেন। কারণ চাকরি ছাড়ার অধিকার সবার আছে। আর চাকরি ছাড়ার ক্ষেত্রে আমি কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করিনি। সন্তানের পাশে থাকার জন্য বাধ্য হয়ে চেয়েছি আর্লি রিটায়ারমেন্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমার কোনো দেনা নেই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমার পাওনা আছে।

প্রশাসন এখন নানা কথা বলছে, যেমন বলেছে গত ছয় বছর। যার সম্পূর্ণটাই মিথ্যা, প্রতিহিংসায় ভরপুর। আদালত তো আজ প্রমাণ করেই দিলেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসিনি। আমার বাবা, চাচা, শ্বশুর বা ক্ষমতাধর পরিচিত রাজনীতিকের সূত্রেও যোগদান করিনি। অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে দুবার স্বর্ণপদক পেয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলাম। দলীয়করণের রাজনীতি বোধহয় তখনো এত প্রবল ছিল না বলেই সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছিলাম। গণমাধ্যমেও জায়গা করে নিয়েছিলাম নিজের যোগ্যতায়, কাউকে তেল দিয়ে নয়। ছয়টা বছর ধরে ক্রমাগত বলেছি আমি অন্যায় করিনি। আদালত তার প্রমাণ দিয়েছেন। অথচ তখন ক্ষমতাধর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অঙ্গুলিহেলনে কেউ বিশ্বাস করেনি আমাকে। আজ মামলায় হেরে গিয়ে আবারও শুরু হলো প্রতিহিংসার রাজনীতি। মানুষ ভুলে যায় ক্ষমতা তাদের অন্ধ করে। সর্বোচ্চ শক্তিমান ভাবতে ধারণা দেয়। কিন্তু ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। আদালত আছেন, আইন আছে। সেই আদালতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য। আদালতের এ সত্য মেনে নিতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো আপত্তি। আদালতে লড়াই করেছি। করে যাব। সৃষ্টিকর্তা বলে তো একজন আছেন। তিনিই ন্যায়বিচার করবেন। হয়তো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একদিন এই নষ্ট শিক্ষক-রাজনীতির প্রতিহিংসার অবসান হবে। তখন আমার মতো শিক্ষক যাঁরা কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন, তাঁরা এই নষ্ট শিক্ষক-রাজনীতির প্রতিহিংসার কবল থেকে মুক্ত হবেন।

লেখক: গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

ইউক্রেন রাশিয়ার 'ফুড করিডোর চুক্তি' টেকসই হবে কি?

হামিম উল কবির

রাশিয়া-ইউক্রেন খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তুরস্কে একটি চুক্তি হয়েছে, যেটিকে সবাই ফুড করিডোর চুক্তি হিসেবে অভিহিত করছে। ওই চুক্তির অধীনে খাদ্যশস্য চলাচল ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনটি চালান ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর ছেড়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারীতে ইউক্রেনে রাশিয়ান সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে এর প্রভাব মোটাদাগেই দৃশ্যমান। খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে মিসরসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশে। এর পাশাপাশি, বিশ্ব শান্তির প্রতিও এই খাদ্যাভাব হুমকি হয়ে দেখা দেবে, তা স্পষ্ট করেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশেষকরা বলছেন। জ্বালানি ও খাদ্য সরবরাহেও বিশ্ব অর্থনীতি কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন। অবশ্য কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর থেকেই খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক মন্দা দেখতে শুরু করেছে বিশ্ব সম্প্রদায়।

যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় বিশ্বব্যাপী বিষণ্ণ সম্ভাবনার নানাদিক ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে রাশিয়া অবরুদ্ধ করে ফেলেছে বলে ইউক্রেনের খাদ্য রফতানি বন্ধ হওয়ায় বিশ্বব্যাপী কোটি মানুষের খাদ্যাভাব দেখা দেবে'-এই বার্তাটি জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক ডেভিড বেসলি রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে পৌঁছে দিয়েছেন। অন্য দিকে, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাসও অনুরূপ বার্তা রাশিয়ান প্রেসিডেন্টকে পৌঁছে দিয়েছেন যে, 'বর্ধিত খাদ্যমূল্য বিশ্বের দরিদ্র ও সবচেয়ে ঝুঁকিপুর্ণ দেশগুলোকে বিপর্যস্ত করে ফেলবে।'

ইউক্রেন ও রাশিয়া বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনকারী দেশগুলোর অন্যতম। ইউক্রেনের লাখ লাখ টন শস্য উৎপাদন ও রফতানি ব্যাহত করার মাধ্যমে প্রকৃত খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইউক্রেন ও রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গম উৎপাদনকারী দেশ। ২০২১ সালে ইউক্রেন ৩৩ মিলিয়ন (তিন কোটি ৩০ লাখ) টন গম উৎপাদন করে এবং ২০ মিলিয়ন টন রফতানি করে দেশটি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহৎ গম রফতানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। চলতি বছর যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে গম উৎপাদন ২৩ শতাংশ কমে ২৩ মিলিয়ন টনে নেমে আসবে (গার্ডিয়ানের পূর্বাভাস ৬ মে, ২০২১)। ইউক্রেনের এই গম রফতানির ৯৫ শতাংশই হয়ে থাকে কৃষ্ণসাগর দিয়ে। রাশিয়া-ইউক্রেনের চলতি যুদ্ধের কারণে বিশেষ করে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো খাদ্য ঘাটতিতে পড়েছে। বলা হচ্ছে, ইউরোপের খাদ্যনিরাপত্তাও হুমকির মুখে।

ইউক্রেনের কৃষকরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন, তাদের শস্যক্ষেতে ও ফার্মে এবং ব্যবহৃত মেশিনে রাশিয়ানরা হামলা করেছে। মিকোলাইভের সূর্যমুখী তেল সংরক্ষণাগার, দ্বিতীয় বৃহত্তম শস্য পরিবহন টার্মিনাল এবং একটি শস্য ও অন্যান্য কিছু মজুদ রাখার ভবনটি স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, রাশিয়ান সেনাদের হামলায় এটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত। রাশিয়ান হামলার কারণে ওই টার্মিনালের রফতানি সক্ষমতা কমপক্ষে তিনগুণ হ্রাস পেয়েছে। অন্য দিকে, যুদ্ধ ইউক্রেনের খাদ্য উৎপাদনের খরচও বাড়িয়ে দিয়েছে। এর প্রভাব ক্রেতা দেশগুলোতে পড়তে বাধ্য। রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনিয়ান শস্যের দখলের কারণেও ইউক্রেনের রফতানি ব্যাহত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, অ্যাজভ সাগরের রাশিয়ান বন্দর দিয়ে রাশিয়ানরা প্রচুর ইউক্রেনিয়ান শস্য চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনের বন্দর অবরোধ করে রাখায় দেশটির খাদ্যশস্য রফতানিতে এটি আরেকটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওডেসা বন্দর রাশিয়া দখল করতে না পারলেও বন্দরটি রাশিয়ান সেনারা অবরোধ করে রাখে দীর্ঘদিন। ফলে ইউক্রেনের গম, সূর্যমুখী তেল, বার্লি ও ওট রফতানি বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

যদিও ইতোমধ্যে শস্যভর্তি জাহাজ ইউক্রেনের বন্দর ছেড়ে গেছে, তবু ভবিষ্যতে রাশিয়ান আচরণ কী হয়, তা কেউ বলতে পারে না। কারণ রাশিয়া ইউক্রেনের পতন চায়। সে কারণেই কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনের বন্দর থেকে খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার প্রথম দিনই রাশিয়া বন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। ফলে চুক্তি অনুযায়ী শস্য রফতানির প্রথম দিনই চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে। ভবিষ্যতে রাশিয়া এমন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাবে না, এর গ্যারান্টি কোথায়? কারণ, 'যে করেই হোক, রাশিয়া এই যুদ্ধে জিততে চায়। জিততে না পারলে পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বে তার ইমেজ ভয়ঙ্করভাবে নষ্ট হবে।'

খাদ্যশস্য রফতানির উদ্দেশ্যে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যেন একটি চুক্তি হয় সে জন্য তুরস্ক গত চার মাস ধরে অব্যাহত চেষ্টা করে গেছে। কৃষ্ণসাগরের মাধ্যমে ইউক্রেনের কৃষিপণ্য যেন যেতে পারে সে কারণে তুরস্ক যুদ্ধ শুরু হওয়ার দু'মাস পর থেকেই তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। তুর্কি সরকারের এ প্রচেষ্টায় তারা জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবকে জড়িত করে; জাতিসঙ্ঘ ও তুরস্ক ছিল সে চুক্তির সহযোগী স্বাক্ষরদাতা। শেষ পর্যন্ত ফল দিয়েছে, 'এটি তুরস্কের সফল কূটনীতি'। সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার তো বলেই দিয়েছেন, এ চুক্তি ধরেই ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ হবে। উল্লেখ্য, গেরহার্ড শ্রোয়েডারকে রাশিয়ানদের প্রতি কিছুটা 'নরমপন্থী' জার্মান নেতা হিসেবে দেখা হয়। এ চুক্তি ধরেই ইতোমধ্যে তিনটি সফল চালান ইউক্রেন থেকে বের হয়ে গেছে, তুরস্কে যাওয়ার পর কৃষিপণ্য ও খাদ্যশস্য ভর্তি জাহাজের চালান চেক করে ইউক্রেন ও রাশিয়ানরা যৌথভাবে সার্টিফিকেটও দিয়েছে। তবে এ চুক্তির একটি হতাশাপূর্ণ দিক হলো, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পন্ন এ চুক্তির বৈধতা থাকবে পরবর্তী চার মাস মাত্র। তবে নবায়ন করার একটি সুযোগও রাখা হয়েছে। এই চুক্তিতে রাশিয়ান কৃষিপণ্য রফতানির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত আছে, যদিও প্রথমে ইউক্রেনিয়ান পক্ষ আপত্তি জানিয়েছিল। রাশিয়ার পক্ষ থেকে এই চুক্তি হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার সাথে খাদ্য বিশেষ করে খাদ্যপণ্য, গম ও সারের বিষয়টিও তোলে। শেষত রাশিয়া এবং জাতিসংঘ ও তুরস্কের সাথে আরেকটি পৃথক সমঝোতা (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয় যেন, 'রাশিয়ার খাদ্যপণ্য ও সার রফতানি করা যায় কোনো বাধা ছাড়াই'।

বৈশ্বিক খাদ্যাভাব মেটাতে চতুর্পক্ষীয় চুক্তিটি বিরাট একটি অর্জন হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। কৃষ্ণসাগরের এই নিরাপদ করিডোরটি বিবেচিত হচ্ছে বাধা অপসারণে বিরাট পদক্ষেপ। ইউক্রেন ও রাশিয়ার উভয় পক্ষই যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিটি রক্ষায় সম্মান দেখিয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য প্রয়োজন, এমন দেশগুলোকে সরবরাহ করা যাবে। তবে কিছু ঝুঁকি এখনো রয়েই গেছে। রাশিয়ার পক্ষ থেকে ইউক্রেনের ফার্ম হাউজে এবং শস্যক্ষেতে হামলার ঝুঁকি রয়েই গেছে। রাশিয়া হয়তো যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ইউক্রেনিয়ান কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজেয়াপ্ত করতে পারে। এমন হলে, সামনের দিনগুলোতে ইউক্রেনিয়ান পণ্য সরবরাহ কমে যাবে, এটি নিশ্চিত। কারণ দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধটা এখনো চলমান। যুদ্ধ চলে নিজ নিজ পক্ষের একান্ত পরিকল্পনায়; যদিও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন মনে করছেন, এই চুক্তির আওতায় ইউক্রেন মোট ২৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য রফতানির পরিকল্পনা করেছে। অপর পক্ষে, রাশিয়া এ বছরের শেষ নাগাদ কৃষ্ণসাগরের নতুন এই নিরাপদ করিডোর দিয়ে ৫০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্য রফতানি করতে পারবে।

যুদ্ধকালে অবরোধ করা, বন্দরে মাইন পুঁতে রাখা, সবই বৈধ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও যুদ্ধরত পক্ষগুলোকে কিছু শর্তও পালন করতে হয়। এটি করতে হয় বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করার জন্য, বেসামরিক নয় আবার যুদ্ধবাজ নয়, 'এমন মানুষও যুদ্ধের আওতামুক্ত থাকে'। বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা করা যায় না। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সব ধরনের যুদ্ধপক্ষকেই জেনেভা কনভেনশন (জেনেভা কনভেনশন ১ আর্টিকেল ৬৩; জেনেভা কনভেনশন ২ আর্টিকেল ৬২; জেনেভা কনভেনশন ৩, আর্টিকেল ১৪২; জেনেভা কনভেনশন ৪, আর্টিকেল ১৫৮) মেনে চলতে হয়। এই কনভেনশন অনুসারে, 'সব পক্ষই বেসামরিক মানুষদের সুরক্ষা দিতে বাধ্য'। আবার ১৯০৭ সালে দ্য হেগ কনভেনশনেও (নং ৮) সব পক্ষকেই শান্তিপূর্ণ জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তায় সম্ভাব্য সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। দ্য হেগ কনভেনশন মানাও বাধ্যতামূলক। কিছু দিন আগে ইউক্রেন, রাশিয়া, তুরস্ক ও জাতিসঙ্ঘের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। তা সব পক্ষকেই যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। কারণ সব পক্ষের জন্য এই দলিল আইনগতভাবে মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইউক্রেনিয়ান ও রাশিয়ান বন্দর ছেড়ে যাওয়া পণ্যবাহী জাহাজগুলোর নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব চারপক্ষেরই। সব পক্ষকেই এই বোঝাপড়ার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, 'তা থেকে বিরত থাকতে হবে'।

> ***যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় বিশ্বব্যাপী বিষণ্ণ সম্ভাবনার নানাদিক ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে রাশিয়া অবরুদ্ধ করে ফেলেছে বলে ইউক্রেনের খাদ্য রফতানি বন্ধ হওয়ায় বিশ্বব্যাপী কোটি মানুষের খাদ্যাভাব দেখা দেবে'-এই বার্তাটি জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক ডেভিড বেসলি রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে পৌঁছে দিয়েছেন।***

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্বে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলমান কোন ফ্রেঞ্চাইজীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ২বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

গুরুতর অসুস্থ কিম জং উন,

(৩ পাতার পর)

সংবাদমাধ্যম 'ব্লুমবার্গে'র সূত্রে জানা যাচ্ছে, কিমের বোনের অভিযোগ, দক্ষিণ কোরিয়ার 'কাঠপুতুল'রা বেলুনের মাধ্যমে লিফলেটে ভরে 'নোংরা পদার্থ' সীমান্ত পার করে উত্তর কোরিয়ায় পাঠাচ্ছে। কিম ইয়ো জংয়ের এভাবে নিজের ভাইয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মন্তব্য করার বিষয়টি খুবই বিরল। কেননা উত্তর কোরিয়া কখনোই তাদের সর্বাধিনায়ককে নিয়ে মুখ খোলে না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কেন তাহলে এই নিয়ে মুখ খুললেন কিমের বোন? মনে করা হচ্ছে, এর পিছনে আসল কারণ দেশের জনগণের প্রতি তিনি কতটা উদ্বিগ্ন তা বোঝানো। উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ সূত্রে জানা যাচ্ছে,কিম ইয়ো জং জানাচ্ছেন, তার অসুস্থ ভাই দেশবাসীকে নিয়ে এতই উদ্বিগ্ন যে এক মুহূর্তও সেই অর্থে শুতে পারছেন না তিনি। উত্তর কোরিয়ায় করোনা সংক্রমণকে 'জ্বর' বলে চালানো হচ্ছে। কিমের বোন অবশ্য এটা পরিষ্কার করেননি, তার ভাইয়ের জ্বরটিও দেশজুড়ে চলতে থাকা অসুস্থতারই অংশ কি না।

তবে বুধবারই কিম কোভিডের বিরুদ্ধে 'বিরাট জয়' ঘোষণা করেছেন। দু'সপ্তাহ ধরে দেশে কোনো করোনা সংক্রমণ ঘটেনি বলে দাবি করেছে উত্তর কোরিয়ার প্রশাসন। তারপরই বুধবার এই মহামারীর বিরুদ্ধে 'বিরাট জয়' ঘোষণা করেছেন একনায়ক। কিন্তু এবার জানা গেল, খোদ কিমই অসুস্থ।

অতিরিক্ত ওজন ও ধূমপান করার বদভ্যাস রয়েছে কিমের। যেহেতু তার পরিবারে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে, তাই তার শরীরের দিকে বিশেষ নজর রয়েছে চিকিৎসকের।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম 'ব্লুমবার্গে'র সূত্রে জানা যাচ্ছে, কিমের বোনের অভিযোগ, দক্ষিণ কোরিয়ার 'কাঠপুতুল'রা বেলুনের মাধ্যমে লিফলেটে ভরে 'নোংরা পদার্থ' সীমান্ত পার করে উত্তর কোরিয়ায় পাঠাচ্ছে। কিম ইয়ো জংয়ের এভাবে নিজের ভাইয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মন্তব্য করার বিষয়টি খুবই বিরল। কেননা উত্তর কোরিয়া কখনোই তাদের সর্বাধিনায়ককে নিয়ে মুখ খোলে না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কেন তাহলে এই নিয়ে মুখ খুললেন কিমের বোন? মনে করা হচ্ছে, এর পিছনে আসল কারণ দেশের জনগণের প্রতি তিনি কতটা উদ্বিগ্ন তা বোঝানো। উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ সূত্রে জানা যাচ্ছে,কিম ইয়ো জং জানাচ্ছেন, তার অসুস্থ ভাই দেশবাসীকে নিয়ে এতই উদ্বিগ্ন যে এক মুহূর্তও সেই অর্থে শুতে পারছেন না তিনি। উত্তর কোরিয়ায় করোনা সংক্রমণকে 'জ্বর' বলে চালানো হচ্ছে। কিমের বোন অবশ্য এটা পরিষ্কার করেননি, তার ভাইয়ের জ্বরটিও দেশজুড়ে চলতে থাকা অসুস্থতারই অংশ কি না।

তবে বুধবারই কিম কোভিডের বিরুদ্ধে 'বিরাট জয়' ঘোষণা করেছেন। দু'সপ্তাহ ধরে দেশে কোনো করোনা সংক্রমণ ঘটেনি বলে দাবি করেছে উত্তর কোরিয়ার প্রশাসন। তারপরই বুধবার এই মহামারীর বিরুদ্ধে 'বিরাট জয়' ঘোষণা করেছেন একনায়ক। কিন্তু এবার জানা গেল, খোদ কিমই অসুস্থ।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Purchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে ইকবাল হাসানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী আমি একটি দোকানে কাজ করতাম। আমার জানা ছিলো না যে আমি দোকানের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত নয় এমন জিনিস সেখানে বিক্রি হয়। একদিন বিক্রির জন্য অনুমতি নেই সেই জিনিস বিক্রির দায়ে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছিলো। এই বিষয়টি নিয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন আছি। কারণ আমি এদেশের নিয়ম কানুন সম্পর্কে তেমন কিছু জানিনা।

এখন আমি আপনার কাছে থেকে জানতে আগ্রহী যে এই অবস্থায় আমি আমার সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারব কিনা? আর আমার কেসের সেটেলমেন্টের আগে প্রয়োজনে আমি এদেশের বাইরে যেতে পারব কিনা? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ইকবাল হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার কেস সেটেল হবার আগেই আপনি যদি এদেশের বাইরে যান তবে কাস্টমস এবং বর্ডার প্রটেকশন ইন্সপেকশটর আপনাকে গ্রেফতার হবার বিষয়ে প্রশ্ন পারে। এ কথাটি আপনার স্মরণে রাখা দরকার। আইন অনুযায়ী কেউ যদি ক্রিসিনাল হিসেবে সনাক্ত হয় এবং তার এ সম্পর্কে ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে তবে এদেশের গভর্নমেন্ট তাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। অবৈধ জিনিষ রাখা এবং বিক্রির দায়ে কনভিকটেড হলে এ জন্যে সিটিজেনশীপ পেতে অনেক সময় লাগতে পারে বলে আমাদের ধারণা।

তবে আপনি আপনার গ্রেফতার হবআর ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেন নাই। ইমিগ্রেশন এবং এইসব বিষয়ে নির্দিষ্ট করে অর্থাৎ সুস্পষ্ট করে প্রশ্ন করে উত্তর দেযা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনার প্রশ্নটি সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট করে উল্লেখ করলে তবে সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশনাল এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন। তবে এদেশ ছেড়ে বাইরে ছেড়ে বাইরে যাবার আগে আপনার বেস সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে সবকিছু অবহিত হবেন। এই সাথে আরো একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে আপনার কেস সেটেল হবার আগেই যদি আপনাকে এদেশের বাএর যেতেই হয় তবে যাবার আগেই আপনার কেসের কাগপজত্র আনবেন এবং সেগুলো সাথে নেবেন।

আর আপনার বিরুদ্ধে কোন ক্রাইম রেকর্ড থাকলে তার জন্য আপনার অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। সেকারণে এদেশের বাইরে যাওয়অ থেকে বিরত থাকা শ্রেয়। এ ব্যাপারে আপনার কেস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা নিয়ে পরবর্তি পদক্ষে গ্রহণ করা উত্তম।

নিউইয়র্ক থেকে মারুফ হাসানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস এর



সিটিজেন। আমি এখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করছি। আমার পরিবারের আমি একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সেকারণে আমাকে সংসার চালাতে হিম-শিম খেতে হয় বলে আমি অন্যের সাথে বাসা শেয়ার করে থাকি। কারণ আগেই উল্লেখ করেছি যে পরিবারে আমি একমাত্র উপাজনকারী। আমার পরিবারের এই অবস্থা থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে ফুড স্ট্যাম্পের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছে। এই ব্যাপারে আমার পরিষ্কার ভাবে তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা নেই বলে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। আমার এই অবস্থায় আমি ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করতে পারি কিনা? এবং ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণের জন্যে আমাকে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখিন হতে হবে কিনা? কোন প্রকার অসুবিধা হবার সম্ভাবনা থাকলে সেগুলো কেমন। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

মারুফ হায়দারের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি ফুড স্ট্যাম্পের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। সংসারে আপনি একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলে অন্যের সাথে বাসা শেয়ার করে থাকেন।

আপনার জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করছি যে প্রয়োজনে ইউএস সিটিজেনরা ফুড স্ট্যাম্পসহ অন্যান্য যেসব সুবিধার জন্য উপযোগী সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন। ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণের একটি অসুবিধা হচ্ছে এই ধরনের সুবিধা গ্রহ-নকারীরা প্রয়োজনে তাদের পরিবারের সদস্যদের এদেশে আনবার জন্য আবেদন করতে পারেন না। আপনার যদি ভবিষ্যতে এর ধরনের কারো জন্যে আবেদন করার পরিকল্পনা থাকে তবে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ নেবেন।

এ ব্যাপারে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে, স্টেটের বেনি-ফিট অপিস থেকে জেনে নিতে পারেন যে আপনি যেসব সুবিধা নিতে চাচ্ছেন সে ব্যাপারে কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। আর সমস্যার সম্ভাবনা সেগুলো কোন কোন ধরনের।

স্টেটের পাবলিক এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসে ইমিগ্র্যান্ট এবং নন ইমিগ্র্যান্ট বেনিফিটের তালিকা রয়েছে। সেখান থেকেও প্রয়োজনে আপনি সহযোগিতা নিতে পারেন। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক আর তাহলো যে যে প্রয়োজনে যে কোন চূড়ন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেয়া ভালো।

আপনার এই প্রশ্নের মতো প্রশ্ন আমরা আগে প্রায়শই পেয়ে থাকি এবং তার উত্তর প্রকাশিত হয়। আপনারা নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়লে তা থেকে আপনার প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউ-ইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সংঘাতে সরু দড়ির ওপর হাঁটছেন এরদোয়ান

নিকোলা মিকোভিচ

ইউক্রেন যুদ্ধ যতই তীব্র হচ্ছে, তুরস্ক ততই রাশিয়া ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসাবে হাজির হচ্ছে। এ ধরনের বিদেশনীতি শুধু কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে নয়, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ ককেশাসেও আঙ্কারার ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করছে।

গত সপ্তাহে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে রাশিয়ার সোচি শহরে একটি রিসোর্টে বৈঠকে বসেন। এর মাত্র ১৭ দিন আগে তেহরানে দুই নেতার মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল। খবরে প্রকাশ, এরদোয়ান সেখানে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' পরিচালনার ক্ষেত্রে রাশিয়া ও ইরানের 'সবুজ সংকেত' পেয়েছেন। সোচির আলোচ্যসূচিতেও যুদ্ধে বিধ্বস্ত সিরিয়া একটি বিষয় হিসাবে ছিল। চার ঘণ্টার বৈঠক শেষে দুই প্রেসিডেন্ট যৌথ বিবৃতিতে বলেন, 'আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটি আন্তরিক, অকপট ও বিশ্বস্ত সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া' প্রয়োজন। 'রাজনৈতিক ঐক্য এবং সিরিয়ার ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার গুরুত্বের ওপরও জোর দেন তাঁরা।

যৌথ এ বিবৃতির মানে কী? তুরস্ক সিরিয়াতে আর হামলা করবে না। তুরস্কের সীমানাসংলগ্ন সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত নিরপেক্ষ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা থেকে সরে আসবে। সভার আগে ক্রেমলিন সিরিয়াকে 'অস্থিতিশীল' না করার আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে সিরিয়ার রাজনৈতিক অখণ্ডতা বিপদগ্রস্ত হয়, সে ধরনের কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার কথাও বলে। উত্তর সিরিয়াতে কুর্দি নিয়ন্ত্রিত সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সিরিয়া প্রধান নিরাপত্তা হুমকি বলে মনে করে। অন্যদিকে রাশিয়া সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

এ পরিস্থিতিতে তুরস্ক এখন কী করতে পারে? সিরিয়াকে সরাসরি অস্থিতিশীল করার পরিবর্তে তুরস্ক এখন অপরোক্ষভাবে ককেশাস অঞ্চলে মস্কোর নামমাত্র মিত্র আর্মেনিয়াকে অস্থিতিশীল করতে পারে। আজারবাইজানের অশান্ত এলাকা নাগোর্ন-কারাবাখকে ঘিরে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান উত্তেজনা সম্প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ওই অঞ্চলে দুই হাজারের বেশি রাশিয়ান শান্তিরক্ষী সেনা মোতায়েন রয়েছে।

আজারবাইজানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, আর্মেনিয়াভিত্তিক সেনারা লাচিন জেলায় আজারবাইজানের সেনা অবস্থান লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছে। ওই স্থানটি রাশিয়ার শান্তিরক্ষীদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এ ঘটনার পর তেল ও গ্যাসসমৃদ্ধ আজারবাইজান পার্বত্য ওই অঞ্চলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে আঙ্কারা এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রগুলোর একটি। এরপরও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তুরস্ক উল্লেখযোগ্য মাত্রায় স্বাধিকার দেখিয়ে যাবে। একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে একটি বাস্তবসম্মত মৈত্রীও বজায় রেখে চলবে। তুরস্কের এই অবস্থানের কারণে অন্তত স্বল্প মেয়াদের জন্য মস্কো ওই অঞ্চলে অনিবার্যভাবেই আঞ্চলিক ক্রীড়নক হিসেবে থাকছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ক্রেমলিন মধ্যপ্রাচ্য, ককেশাস ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে ভূরাজনৈতিকভাবে তুরস্কের অধস্তন অংশীদার হয়ে যাবে।

মস্কো এখন ইউক্রেন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এ অবস্থায় দক্ষিণ ককেশীয় অঞ্চলে কোনো উত্তেজনা ছড়ালে মস্কো কোনো অবস্থাতেই আর্মেনিয়াকে সহযোগিতা করতে পারবে না। অন্যদিকে আজারবাইজানকে খুব শক্তভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে তুরস্ক। ২০২১ সালে তুরস্ক ও আর্মেনিয়ার মধ্যে একটি জোট গঠিত হয়। নাগোর্ন-কারাবাখের সমাধান না হওয়া উত্তেজনাকে ক্রেমলিনের ওপর চাপ সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে পারে আঙ্কারা।

তুরস্কের দিক থেকে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে তাতে বেরিয়ে আসবে সিরিয়া ও দক্ষিণ ককেশাসে ক্রেমলিনের অবস্থান কতটা নাজুক। একই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে, দুই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব টিকিয়ে রাখার জন্য মস্কোর জন্য কতটা কঠিন এখন।

প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বে রাশিয়া যখন ক্রমাগত একঘরে হচ্ছে, এরদোয়ানকে ততই পুতিনের ওপর কর্তৃত্ব করতে দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর 'বন্ধুবেশী শত্রুকে' বড় ছাড় দিতে বাধ্য হতে পারেন। অন্যদিকে এরদোয়ান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সুবিধা আদায়ের উপায় হিসেবে পুতিনকে ব্যবহার করতে পারেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বারবার বলে আসছেন, পুতিন তাঁকে রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে একটা সামরিক ড্রোন কারখানা করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

যাহোক তুরস্কের বায়কার কোম্পানি (অত্যাধুনিক মনুষ্যবিহীন আকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান) রাশিয়াকে বায়রাক্টার ড্রোন সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইউক্রেন এই ড্রোন রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সোচিতে পুতিন-এরদোয়ান বৈঠকে ড্রোন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে বিবৃতিতে জানিয়েছেন। যদিও এর আগে তিনি বলেছিলেন, দুই নেতার মধ্যে সামরিক প্রযুক্তি সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

তুরস্ক ও রাশিয়ার শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে বায়রাক্টার ড্রোন নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। কিন্তু এরদোয়ান এর মধ্য দিয়ে সম্ভবত ওয়াশিংটনকে একটা বার্তা দিতে চায়। সেটা হলো, উত্তর সিরিয়ার কুর্দি নিয়ন্ত্রিত পিপলস'স ডিফেন্স ইউনিটের সঙ্গে যুদ্ধে বাধা দেওয়া হলে আমরা রাশিয়াকে ড্রোন বিক্রি করব অথবা মস্কোর সঙ্গে যৌথভাবে ড্রোন নির্মাণে কোম্পানি খুলব।

এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে সেটা ন্যাটোর সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কে বিরাট প্রভাব পড়বে। ২০১৯ সালে রাশিয়ার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কেনায় এমনিতেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন কোনো উত্তেজনায় জড়িয়ে পড়া এরদোয়ানের পছন্দ না-ও হতে পারে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে জোটগত মৈত্রী এবং মস্কোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্পর্ক–এ রকম ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে চাইতে পারেন এরদোয়ান।

ন্যাটোর অন্য সদস্যদের মতো রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার পথে যায়নি আঙ্কারা। আবার রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনাও বন্ধ করেনি। এ ছাড়া রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী আলেক্সান্দার নোভাক জানিয়েছেন, পুতিন ও এরদোয়ান বৈঠকে তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে রুবলে প্রাকৃতিক গ্যাস কিনতে সম্মত হয়েছে। বুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার ভেতরেই রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান রস অ্যাটম সম্প্রতি তুরস্কের মেরসিন প্রদেশে ২০০০ কোটি ডলারে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ৫০০ কোটি ডলার ভর্তুকি দিয়েছে। ২০২৩ সাল নাগাদ এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে তুরস্কের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদিত হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে আঙ্কারা এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রগুলোর একটি। এরপরও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তুরস্ক উল্লেখযোগ্য মাত্রায় স্বাধিকার দেখিয়ে যাবে। একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে একটি বাস্তবসম্মত মৈত্রীও বজায় রেখে চলবে। তুরস্কের এই অবস্থানের কারণে অন্তত স্বল্প মেয়াদের জন্য মস্কো ওই অঞ্চলে অনিবার্যভাবেই আঞ্চলিক ক্রীড়নক হিসেবে থাকছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ক্রেমলিন মধ্যপ্রাচ্য, ককেশাস ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে ভূরাজনৈতিকভাবে তুরস্কের অধস্তন অংশীদার হয়ে যাবে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

● নিকোলা মিকোভিচ রাশিয়া, বেলারুশ ও ইউক্রেনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সার্বীয় বিশেষ

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart

Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury

Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সাক্ষাৎকার : ড. আহসান এইচ মনসুর

সুদের হার বেঁধে রেখে মূল্যস্ফীতি কমবে না

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সাইফুর রহমান তপন



ড. আহসান এইচ মনসুর পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক এবং ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ থেকে অবসর গ্রহণের আগে তিনি সংস্থাটিতে আড়াই দশকের অধিক সময় কর্মরত ছিলেন। আইএমএফে দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলোতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮২ সালে কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিও লন্ডন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৭ সালে কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর ১৯৭৬ সালে একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

প্রশ্ন : আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি-ব্যবস্থাপনা একটু এলোমেলো দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কী?

আহসান এইচ মনসুর: সামগ্রিক অর্থনীতির যে ধারাবাহিকতা ছিল; যেটা এখনও আছে বলে মনে করি, তার মূলে রয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয় কমবেশি রক্ষণশীল। সামগ্রিক ফিসক্যাল ম্যানেজমেন্ট তারা করে এবং যেভাবেই হোক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজেটের ঘাটতি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা মোটামুটি ভালোভাবে করে আসছে গত ২০-২৫ বছর ধরে। এর কারণটা হলো, তারা বিভিন্ন সময়ে আইএমএফের পরামর্শ গ্রহণ করছিল; বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেও ছিল। এসব কারণে একটা রক্ষণশীল সংস্কৃতি তারা গড়ে তুলতে পেরেছে, যেটা এখনও চলমান। তবে এ সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আছে, রাজনৈতিক পর্যায়ে নেই। আর ইদানীং এর কিছুটা ক্ষয় হয়েছে বলে মনে হয়। ওই সংস্কৃতির কারণেই সরকার ব্যাপকভাবে ঋণ নেয়নি; ব্যাপকভাবে টাকা ছাপানো হয়নি; ব্যাপকভাবে খোলাবাজার থেকে বিদেশি ঋণও নেয়নি। যখনই রাজস্বে ঘাটতি হয়েছে, তখনই ব্যয় কমানো হয়েছে।

প্রশ্ন : বাজেট ঘাটতি তো প্রতিবছরই দেখা যায়।

আহসান মনসুর: প্রতিবছরই রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে, যা বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু বাজেট ঘাটতি জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশের আশপাশে রেখেছে। খেয়াল করবেন, ভালো বছরগুলোতে বাজেট ঘাটতি ৩, সাড়ে ৩, ৪ শতাংশ- এ রকম ছিল; ৫ শতাংশ অতিক্রম করতে দেয়নি। যখন থেকে তা ৫ শতাংশ অতিক্রম করতে শুরু করেছে, তখনই সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা একটু নড়বড়ে হতে শুরু করেছে। ফিসক্যাল ব্যবস্থাপনাকে আমি বলি সামগ্রিক অর্থনীতির নোঙর। ম্যাক্রো স্ট্যাবিলিটি শুরু হয় প্রধানত ফিসক্যাল স্ট্যাবিলিটি থেকে। এখানে আরেকটা বিষয় কাজ করে, তাহলো বিদেশি ঋণ; সেটা পাবলিক হতে পারে, প্রাইভেটও হতে পারে। আর ফিসক্যাল পলিসি যখন ঢিলে হয়ে যায়, তখন মনিটারি পলিসিও ঢিলে হয়ে যায়। কারণ সরকারের যখন টাকা দরকার হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর তারা চাপ দেয় এবং টাকা ছাপানোর পরিমাণ বেড়ে যায়। যতই বলা হোক কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীন- তা খুব কম দেশেই কাজ করে।

প্রশ্ন : ফিসক্যাল ব্যবস্থাপনা এখনও মোটামুটি ভালো থাকলে এখনকার অর্থনৈতিক সংকটের কারণ কী?

আহসান মনসুর: সমস্যটা মূলত রাজস্ব আহরণে। সেখানে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ সবসময়ই কম রাজস্ব আদায় করে। যখন প্রথম ভ্যাট চালু হলো ১৯৯১ সালে; আমাদের রাজস্ব আহরণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এটা ৭-৮ বছর ভালো ছিল। কিন্তু যে কোনো সংস্কারকে টিকিয়ে রাখতে হলে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয়; না করলে এটা আস্তে আস্তে কম কার্যকর হয়ে যায়। ১৯৯১ সালের পর আমাদের কর নীতি ও প্রশাসনে কোনো বড় সংস্কার হয়নি। এটা ভ্যাটের ক্ষেত্রে হয়নি, আয়করে হয়নি; কাস্টমসেও হয়নি। ভ্যাটের ক্ষেত্রে একটা আইন হয়েছিল ২০১২ সালে; এর সঙ্গে আমিও যুক্ত ছিলাম। কিন্তু ২০১৮-১৯ সালের দিকে যখন ওই আইন বাস্তবায়নে যায়, তখন এটাকে অনেক পরিবর্তন করে পুরোপুরি নষ্ট করে দেওয়া হয়। যে কারণে এ থেকে কোনো সুফল বাংলাদেশ পায়নি।

প্রশ্ন : আইনটা পরিবর্তন করতে হলো কেন?

আহসান মনসুর: ২০১২ সালে যেভাবে আইনটা করা হয়েছিল, সেটা কর প্রশাসনের বর্তমানের জিওগ্রাফিক্যাল ভিত্তির পরিবর্তে ফাংশনাল ভিত্তিতে করার কথা ছিল। অর্থাৎ একটা ডিপার্টমেন্ট শুধু নিবন্ধন দেখবে; কর্মকর্তারা শুধু নিবন্ধনই দেখবেন; যিনি অডিট ও ইন্সপেকশন দেখবেন তিনি অন্য কিছুতে নাক গলাবেন না; আরেকজন দেখবেন রিটার্ন প্রোসেসিং ঠিক আছে কিনা। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের কর কর্মকর্তারা এ পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন; কেন করেছেন তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। এখন মাঠ পর্যায়ের কর কর্মকর্তারা অনেকটা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। করদাতার প্রতিটা কার্যক্রম একজনই তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এত ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ের কর কর্মকর্তা ছাড়তে চান না। বিশ্বের বহু দেশের কর প্রশাসন ফাংশনাল লাইনে চলে গেছে; আমরা পড়ে আছি প্রাচীন ধারায়, যা প্রবর্তন করা হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে। আমরা বলেছিলাম, ট্যাক্স পলিসির জন্য একটা আলাদা বিভাগ করা হোক, এনবিআরের সঙ্গে যার কোনো সরাসরি সম্পর্ক থাকবে না। এনবিআর শুধু কর প্রশাসন দেখবে। কর নীতি দেখবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নতুন কর বিভাগ। এই পৃথককরণের সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে জনগণের সঙ্গে করদাতাদের প্রত্যক্ষ দেখা-সাক্ষাতের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। সব যোগাযোগ হবে চিঠিপত্র বা ই-মেইলের মাধ্যমে; করদাতাকে কর প্রশাসন চিনবেই না। এগুলো হচ্ছে সাধারণ মৌলিক সংস্কার। এখন কর কর্মকর্তাদের একমাত্র কাজ হলো, লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কর আদায় এবং তার মাধ্যমে করদাতার ওপর অযাচিত চাপ প্রয়োগ করা। অর্থাৎ কর সেবার মৌলিক দায়িত্বটা থেকে তারা সরে এসেছিল।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন, বর্তমান সংকটের জমিনটা আগেই তৈরি হয়ে ছিল?

আহসান মনসুর: এতক্ষণ যা বলা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে, একদিকে কঠোর ফিসক্যাল ব্যয় ব্যবস্থাপনা, আরেকদিকে রাজস্বের ব্যাপক ঘাটতি। ফলে বাজেটের আকার ছোট হচ্ছে। যেখানে আমার শিক্ষা খাতে জি-ডিপির ৪ শতাংশ ব্যয় করা উচিত, সেখানে দিতে পারছি মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে ৩ থেকে ৫ শতাংশ দরকার, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে মাত্র শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। সামাজিক বেষ্টনীতে দরকারমতো দিতে পারছি না; এগুলোতে কাটছাঁট হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মান যতটা ভালো হওয়া উচিত ছিল ততটা ভালো হচ্ছে না। মূল কারণটা হচ্ছে রাজস্ব ঘাটতি। এটা সরকারকে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে নিয়ে যাচ্ছে এবং গেছে। যে কারণে একটু ব্যয় করতে গেলেই সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এগুলো হলো কাঠামোগত সমস্যা। এগুলোর কারণেই যে বর্তমান সংকট তৈরি হয়েছে, তা বলছি না। যা বলতে চাইছি তা হলো, এগুলোর কারণে সংকটটা ঠিকমতো মোকাবিলা করা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সম্ভবত আর্থিক খাতের অব্যবস্থাপনা...।

আহসান মনসুর: দেশের আর্থিক খাত কিন্তু শক্তিশালী হচ্ছিল। ২০১০ সালের আর্থিক খাতের রিপোর্ট যদি ২০০১ সাল বা তারও আগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি; বিশাল পরিবর্তন- ইতিবাচক পরিবর্তন। বিএনপির দ্বিতীয় সরকারের সময় অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের হাতে আর্থিক খাতের কাঠামোগত পরিবর্তন অনেক হয়েছিল। অনেক আবেদন সত্ত্বেও তখন কোনো নতুন ব্যাংক লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। কিন্তু ২০১০-এর পর ঢাকনাটা উঠে যায়। ব্যাংকগুলোর অবস্থা ভালো ছিল যখন সরকারের সদিচ্ছা ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে চাপের মধ্যে রেখে খারাপ ঋণ কমিয়ে ১৩-১৪ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছিল, যা ইতোমধ্যে আবার বেড়ে ৩৫-৩৬ শতাংশে উঠে গেছে। ব্যাংকিং খাতের স্বাস্থ্য আমরা মাপি রিটার্ন অন ইকুইটি দিয়ে। ওই সময় তা ছিল ২৪-২৬ শতাংশ, এখন কমে মাত্র সাড়ে ৪-৫ শতাংশ; রিটার্ন অন অ্যাসেট ছিল ১ দশমিক ৮ শতাংশ, এখন কমে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ। এগুলো এক দিনে হয়নি; ক্রমান্বয়ে হয়েছে। সরকার এখন সুদের হার বেঁধে রেখেছে। এভাবে মূল্যস্ফীতি কমবে না।

প্রশ্ন : কীভাবে কমতে পারত?

আহসান মনসুর: আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে। ২০১২ সালে সুদের হার ১৩ শতাংশে বেঁধে দেওয়া ছিল। মুদ্রার বিনিময় হার ডলারের বিপরীতে বেঁধে দেওয়া ছিল ৬৯ টাকায়। তখন বেসরকারি ঋণের প্রবাহ ২৫ শতাংশে পৌঁছে গেল এবং আমদানি ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল; যদিও সংকট পর্যায়ে যায়নি। তার আগেই এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ড. এএমএ মুহিত ও গভর্নর ড. আতিউর রহমান সুদের হারের নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে এবং একই সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করে। এই কার্যকর ব্যবস্থার কারণে বাজারে দ্রুত স্থিরতা এসেছিল। এই পরিবর্তন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারতাম; কিন্তু শিক্ষা নিই নাই।

প্রশ্ন : শিক্ষা নিলে কী করা যেত?

আহসান মনসুর: যদি সুদের হারে দেওয়া সীমা না থাকত; বিনিময় হার বাজারনির্ভর থাকত তাহলে এই চলমান সমস্যা এত বড় ও দীর্ঘস্থায়ী হতো না। প্রতিবছর ডলারে ২-৩ টাকা করে ছাড় দিলে তা বেড়ে বেড়ে হয়তো আজকের পর্যায়ে আসত। কিন্তু অর্থনীতি এবং বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তা সয়ে নিতে পারত। এখনকার মতো প্রচনমব প্রতিঘাত সহ্য করতে হতো না। যেমন আমাদের সরকারি বৈদেশিক ঋণ শুধু বিনিময় হারের কারণে টাকার অঙ্কে ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা বেড়ে গেছে। বেসরকারি ঋণ ২৫ বিলিয়ন ডলার; টাকার পরিমাণে তা বেড়েছে ৬৫ হাজার কোটি টাকা। ব্যক্তি খাতের পক্ষে এ ৬৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত শোধ করা কি সহজে সম্ভব? কিন্তু ডলার যদি ২ টাকা করে বাড়ত প্রতিবছর তাহলে ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন- তাঁরা কি বিদেশি ঋণ নেবেন, না দেশি উৎস থেকে। সরকার কৃত্রিমভাবে ডলারের দাম কমিয়ে রাখার কারণে অনেক ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান ঋণের ফাঁদে পড়ে গেল। উপরন্তু এই ২৫ বিলিয়নের ১৫ বিলিয়ন ডলার এ বছরই শোধ করতে হবে। আমাদের অনেক করপোরেট হাউসেরই এ ধরনের বিদেশি ঋণ আছে। কোত্থেকে দেবে তারা এত টাকা, যদি রোল ওভার করতে না পারে? আবার টাকা নিয়ে এসে যদি করপোরেট হাউসগুলো বলে, ডলার দেন; সেন্ট্রাল ব্যাংক না দিতে পারলে বদনামটা কার হবে? আরেকটা বিষয়, ১৫ বিলিয়ন হয়তো রোল ওভার করার চেষ্টা হবে, কিন্তু এ বছর তা কঠিন হবে। কারণ ডলার সব আমেরিকার দিকে চলে যাচ্ছে সুদের হার সেখানে বেশি বলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিদেশিরা বিনিয়োগ করেছিল যখন তাদের দেশে সুদের হার ছিল শূন্যের কোঠায়। আর এখন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার বাড়ায় ঋণ পরিশোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ডলার ফেরত নিয়ে আমেরিকায় খাটাবে। ফলে রোল ওভার করাও কঠিন হবে বা উচ্চ মূল্য দিতে হবে।

প্রশ্ন : ডলারের সংকট তো হয়েছে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়ায়।

আহসান মনসুর: আমেরিকা সুদের হার বাড়িয়েছে তাদের ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য। তার ফলে ডলার এখন আগের চেয়ে দামি হয়ে গেছে। আমেরিকা সুদের হার বাড়ানোয় বাংলাদেশ ছাড়া অন্য প্রায় সব দেশেই সুদের হার বেড়ে গেছে। কিন্তু আমরা একই জায়গায় রয়ে গেছি। এখানে সুদের হার সেই ৬ ও ৯ শতাংশেই রয়ে গেছে। এর মূল্য কি দিতে হবে না? এখন মুদ্রানীতি ও বিনিময় হারের সমস্যা একসঙ্গে হয়েছে; একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা যাবে না। একটা হলো, আমাদের আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে। সেটা না কমালে রিজার্ভের আরও পতন হবে। তাই আমদানি কমিয়ে লেনদেনের ভারসাম্য কমিয়ে আনা হচ্ছে। সরকার মনে করে, ৯ শতাংশ সুদের কারণে ব্যক্তি খাতে সুদের হার কমেছে এবং বিনিয়োগ বেড়েছে। আসলে সুদের হার কম ছিল বিশ্বপরিস্থিতির কারণে। দুনিয়াব্যাপী সুদের হার তখন কম থাকার কারণে উদীয়মান বাজারগুলোতে সবাই টাকা ঢালতে চেয়েছে ৩ থেকে ৪ শতাংশ সুদের আশায়। এখন পরিস্থিতি উল্টো হয়ে গেছে। অতএব ওই ডলার স্রোত কমে গেছে বা উল্টোমুখী হয়েছে।

প্রশ্ন : অনেকে বলছেন, সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে যাবে।

আহসান মনসুর: আমি মনে করি, সরকার এ মুহূর্তে ডলার সংকট কাটাতে সুদের হার বাড়াতে পারে। ডলার রেট স্থির হলে সুদের হার আবার কমাতে পারবে। এ মুহূর্তে টাকাকে সাপোর্ট দেওয়া দরকার, কিন্তু সেটা সরকার দিতে পারছে না। পৃথিবীর সব উন্নয়নশীল দেশই তাদের মুদ্রাকে সুদের হার বাড়িয়ে সাপোর্ট দিচ্ছে। তবে আমরা কেন বসে আছি?

প্রশ্ন : সরকার তো বলছে, ডলারের এ সংকট থেকে আমরা অচিরেই বেরিয়ে আসব।

আহসান এইচ মনসুর: হ্যাঁ, বেরিয়ে আসবে এক সময়, কিন্তু কখন- তা এখনও পরিস্কার নয় এবং এর ক্ষত কি মুছে যাবে? যুদ্ধবিরতি হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করব না? ধরুন ১০৮ বা ১১০ টাকায় ডলার স্থির হলো। কিন্তু এর প্রভাবে ঋণের বৃদ্ধি কতটুকু হবে, তা আমি আগে বলেছি। সেটা সামাল দেব কীভাবে? সরকার বাড়তি এক লাখ ৮০ হাজার কোটি রাজস্ব থেকে কীভাবে দেবে? বেসরকারি খাত ওই ঋণের বাড়তি টাকাটা কোথা থেকে আনবে? এর দায় কে নেবে? ভারত ও আমরা কিন্তু একই পথে ছিলাম। ওরা ঠিকই অল্প অল্প করে ডলারের দাম ও সুদের হার বাড়িয়েছে। ফলে আজকে বিশ্ববাজারের ধাক্কা ওরা সামাল দিতে পারছে ভালোভাবে। ওদের মতো করলে আমরা হয়তো ৯৫ টাকায় ডলারের মূল্য স্থিতি করতে পারতাম।

প্রশ্ন : সরকার আইএমএফের ঋণের ব্যাপারে ঢাকঢাক গুড়গুড় করছে কেন?

আহসান মনসুর: সরকারের ইচ্ছা হয়তো সবকিছু যেমন আছে তেমন রেখে দেওয়া- সুদের হারের সীমা তুলব না; বিনিময় হার বেঁধে রাখব; বাজেট ছোট হলেও রাজস্ব যা আসছে আসুক। সে কারণে সরকার দেখার চেষ্টা করছে আইএমএফের ঋণের সঙ্গে শর্ত কী দেয়; যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে নেবে, না হলে নেবে না। তবে এ কথা স্বীকার করব, অতি সম্প্রতি জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার একটি বড় ইতিবাচক সংকেত দিচ্ছে আইএমএফ ও বিশ্বকে। সরকার আইএমএফের সঙ্গে ভবিষ্যতের দর কষাকষির ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক শর্তকে মেনে তার ইচ্ছার গুরুত্বের প্রমাণ দিয়েছে।

প্রশ্ন : কিন্তু সরকারকে তো ফরেন কারেন্সি নিতে হবে।

আহসান এইচ মনসুর: না, একেবারে যে নিতে হবে, তেমন বলা যায় না। বাজেট ব্যবস্থাপনায় একটু অসুবিধা হবে। এ বছর ১১ বিলিয়ন ডলার লাগবে নিট বিদেশি ঋণ খাতে; বিদেশি ঋণ পরিশোধের বিষয় ধরলে আরও আড়াই বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত লাগবে। বাজেটে অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রাক্কলিত করা হয়েছে এক লাখ ছয় হাজার কোটি টাকা। এগুলোর জন্য অবশ্যই সরকারকে রেকর্ড পরিমাণ ঋণ নিতে হবে। তবে সরকার চাচ্ছে যতটা সম্ভব শর্ত এড়িয়ে তা পেতে। গত বছর বাংলাদেশ কয়েক বিলিয়ন ডলার পেয়েছে কভিড-১৯-এর কারণে কোনো শর্ত ছাড়া। এ বছর তেমনটা হবে বলে মনে হয় না। সরকার কিছুদিন আগ পর্যন্ত মনে করেছে, সবকিছু যেভাবে চলছিল সেভাবেই আমরা বিকশিত হতে থাকব; কোনো সংস্কার লাগবে না। এক ধরনের আত্মতুষ্টিতে ছিল। আমরা আশা করি, সরকার এই আত্মতুষ্টির অবস্থা থেকে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচিতে হাত দিক, যা বহুদিন ধরে থমকে আছে। স্থায়ী সংস্কারের মাধ্যমেই বর্তমান অবস্থা থেকে টেকসইভাবে আমরা বের হয়ে আসব এবং আবার দৃঢ় পায়ে উন্নয়নের সোপানে এগিয়ে যেতে পারবে বাংলাদেশ।

বৈশ্বিক উষ্ণতা, সত্য যেখানে ত্রাস

অনলাইন থেকেঃ চরম আবহাওয়া নিরূপণ বিষয়ক চার শতাধিক সমীক্ষার একটি নতুন ডাটাবেইস তৈরি করে একটি অপরিহার্য কাজ সম্পন্ন করেছেন বিজ্ঞানীরা। এ ধরনের পৃথক সমীক্ষাগুলোকে একত্র করার কর্মযজ্ঞটিকে নীতিনির্ধারণ ও প্রচার কার্যক্রমে আলোড়ন তৈরি করা উচিত। বিজ্ঞানীদের এই কাজের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট যে তীব্র তাপপ্রবাহ, সামুদ্রিক ঝড়, খরা ও বন্যা–সব কিছুর পেছনে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ভূমিকা ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। এই গ্রিনহাউস গ্যাসই সূর্যতাপ আটকে রাখার ফাঁদ তৈরি করে এবং আবহাওয়া ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে। এ অবস্থায় বিজ্ঞানীদের কর্মযজ্ঞটি উদ্বেগজনক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের পরিণতির মাত্রাকেও চিহ্নিত করেছে।

একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন প্রথম নিরূপণ সমীক্ষা প্রকাশিত হয় তখন বৈশ্বিক উষ্ণতার বাস্তবিক প্রভাবগুলোর সঙ্গে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সম্পর্ক নির্ণয় করা বেশি কঠিন কাজ ছিল। ক্রববর্ধমান গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা যে এখন এ বিষয়ে আমরা অনেক জানতে পারছি। এর সুবাদেই আমরা জানতে পেরেছি, গত গ্রীষ্মে উত্তর-পশ্চিম কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড গড়া 'তাপ গম্বুজ' তৈরির বিষয়টি মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ২০১৮ সালে উত্তর গোলার্ধ জুড়ে এবং ২০১৬ সালে এশিয়ায় তাপপ্রবাহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

২০২০ সালে সাইবেরিয়ায় দাবানলের পেছনে ৮০ শতাংশের বেশি ভূমিকা বৈশ্বিক উষ্ণতার। আর সামুদ্রিক তাপপ্রবাহের ৯০ শতাংশই মানবসৃষ্ট। প্রতিটি মহাদেশেই বর্ধিত মৃত্যুহার সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানীদের হিসাবে গরমের কারণে প্রতিবছর এক লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। ২০১২-১৪ সালের ক্যালিফোর্নিয়ার খরা ও ফিলিপাইনের সুপার টাইফুন হাইয়ানের অন্যতম কারণও ছিল উষ্ণায়ন। চরম আবহাওয়া নিয়ে চীনে গবেষণা করা হয়েছে; কিন্তু আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় গবেষণা হয়েছে খুবই কম। দেখা গেছে, বিশ্বের যে অংশগুলো সবচেয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়েছে, এ সম্পর্কে তারাই ধারণা অর্জন ও সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে পিছিয়ে।

'সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর' কথাটি জন কিটস ২০০ বছর আগে লিখেছিলেন। এটিকে যদি আমরা জলবায়ু প্রসঙ্গে নিয়ে আসি, তাহলে সত্যকে আজ ত্রাস বলে মনে হতে পারে। তবে আশার বিষয় হলো জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, জাতিসংঘের সাবেক জলবায়ু প্রধান ক্রিশ্চিয়ানা ফিগুরেস এবং কপ-২৬-এর প্রেসিডেন্ট অলক শর্মাসহ বিজ্ঞানী ও নেতারা একটি বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে এই বাস্তবতা আমাদের মোকাবেলা করতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বিপর্যয়কর ও দুঃখজনক পরিণতি এড়ানোর জন্য এটাই একমাত্র উপায়। 'হটহাউস আর্থ' নামে জলবায়ুবিষয়ক একটি নতুন বইয়ে অধ্যাপক বিল ম্যাকগুইর বলেছেন, আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি যখন বিপদগুলোকে ছোট করে দেখানোর বিষয়টিকে 'জলবায়ু তোষণ' হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

কার্বন নির্গমনের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার মতোই চলমান জলবায়ু সংকটের বিষয়ে মনোভাব ও অভিজ্ঞতাকে একইভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে না। বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে বৈশ্বিক দক্ষিণের (গ্লোবাল সাউথ) কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নিত্যদিনের সংগ্রামে লিপ্ত। এর অর্থ এই নয় যে তারা বৈশ্বিক উষ্ণতা বুঝতে পারে না; বরং জীবিকা নির্বাহকারী কৃষক ও জেলেরা অন্য যে কারো চেয়ে বেশি পরিমাণে পরিবেশগত ক্ষতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করছে। তাই বৈশ্বিক উষ্ণতার সবচেয়ে খারাপ প্রভাব থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি সুরক্ষিত পশ্চিমা সরকার, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিদের উচিত এ ক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষ সুবিধাভোগী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া।

মিসরে অনুষ্ঠেয় এই বছরের কপ-২৭ দ্রুত এগিয়ে আসছে। সম্মেলন সামনে রেখে পশ্চিমা সরকারগুলোর উচিত উন্নয়নশীল বিশ্বকে সবুজ রূপান্তরে সক্ষম করে তুলতে জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি মেনে চলা। জলবায়ু নিরূপণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কেবল কী ঘটছে সে সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করা নয়, বরং যা এখনো ঘটেনি সে সম্পর্কে প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করা। এখনো ক্রমবর্ধমান নির্গমন ছাড়াও সবচেয়ে উদ্বেগজনক বৈশ্বিক প্রবণতা হচ্ছে, আমরা ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণায়নের গতিতেই রয়েছি। এটি একটি অপ্রত্যাশিত গতি, যা এর মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। যেহেতু আমরা জানি যে এক ডিগ্রি উষ্ণায়নের প্রভাব কী, তাই এটি বলা অতিরঞ্জিত নয় যে এই আবর্তনে থাকা কেবল আত্মঘাতীই নয়, বরং খুনিও। তবে বিকল্প ব্যবস্থা এখনো আছে এবং এ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার চেয়ে কখনোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে না। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন মিস ফিগুরেস। এই সপ্তাহে তিনি 'বিশ্বকে 'আলোর দিকে দৌড়ানোর' আহ্বান করেছেন। জলবায়ু নিরূপণ বিজ্ঞানীদের গবেষণার উদ্বেগজনক ফলাফল হতাশার জন্ম দিতে পারে, কিন্তু সংকল্প ও আশাকে ধূলিসাৎ করা উচিত নয়।

সূত্র : সম্পাদকীয়, দ্য গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ভাষান্তরিত

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

১৫ অগাস্ট ১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কলঙ্কিত সেই ভোর

“তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?”

সাজিদুল হক ও মঈনুল হক চৌধুরী

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ভোরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যিনি উপরোক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বাংলাদেশের তখনকার রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর যাদেরকে তিনি ওই প্রশ্ন করেছিলেন, তারা তারই দেশের সেনাবাহিনীর সদস্য, মাঝারি পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তাও ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার কথা শেষ করতে পারেননি; তার আগেই ঘাতকের বুলেট কেড়ে নেয় জাতির পিতার প্রাণ, যার নেতৃত্বে মাত্র চার বছর আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে জঘন্য সেই হত্যাযজ্ঞে বঙ্গবন্ধু পরিবারের শিশু থেকে শুরু করে অন্তঃসত্ত্বা নারীও সেদিন রেহাই পায়নি।

ঘাতকদের প্রস্তুতি

অন্য দিনের মত সেদিনও রাত ৮টার দিকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে ফেরেন বঙ্গবন্ধু। তিনি জানতেন না, সেনাবাহিনীর একদল কর্মকর্তা ও সৈনিক তখন কীসের প্রস্তুতি শুরু করেছে।

১৪ অগাস্ট সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের যানবাহনগুলো সচল হয়ে ওঠে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণের একটি ইউনিট থেকে ১০৫ মিলিমিটার কামানগুলোকে ভারী ট্রাক দিয়ে টেনে কুর্মিটোলায় নির্মাণাধীন বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয় নিয়মিত নৈশ প্রশিক্ষণের জন্য। রাত ১০টার দিকে সেনানিবাসের উত্তর প্রান্ত থেকে বেঙ্গল ল্যান্সারের টি-৫৪ ট্যাংকগুলো ইউনিট থেকে বেরিয়ে পড়ে। এয়ারপোর্টে ১৮টি কামান ও ২৮টি ট্যাংক একত্রিত হয়।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ বজলুল হুদা, মেজর শাহরিয়ার রশিদ, মেজর আজিজ পাশা, মেজর রাশেদ চৌধুরী প্রমুখ সেখানে জড়ো হন।

১৫ অগাষ্ট প্রথম প্রহরে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান অফিসারদের নির্দেশ দেন, বিমানবন্দরের কাছে হেড কোয়ার্টারে স্কোয়াড্রন অফিসে মিলিত হতে হবে।

১৫ অগাস্ট ১৯৭৫ : পিতাকে হত্যার কলঙ্কিত সেই ভোর

অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন ফারুক। তিনিই অফিসারদের অপারেশনের পরিকল্পনা জানান। প্রধান টার্গেট ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি। সরাসরি আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় সেখানে। সিদ্ধান্ত হয়, ওই বাড়িকে ঘিরে দুটো বৃত্ত তৈরি করা হবে। ভেতরের বৃত্তের সদস্যরা সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আক্রমণ করবে। বাইরে থেকে রক্ষীবাহিনী বা ভেতর থেকে সেনাবাহিনীর কোনো আক্রমণ এলে তা ঠেকানোর দায়িত্বে থাকবে বাইরের বৃত্তের সদস্যদের। বাইরের বৃত্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর নূর ও মেজর হুদাকে।

ঠিক হয়, তারা ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোড, সোবাহানবাগ মসজিদ এবং ৩২ নম্বর ব্রিজে রোড ব্লক করবে। বঙ্গবন্ধুর বাসায় আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ধানমন্ডিতে শেখ ফজলুল হক মণি এবং আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসাতেও আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়।

ডালিমকে বঙ্গবন্ধুর বাসায় আক্রমণের সময় উপস্থিত থাকতে বলেন মেজর ফারুক। কিন্তু ‘পূর্ব সম্পর্কের অজুহাতে’ ডালিম বঙ্গবন্ধুর বাসায় আক্রমণে না গিয়ে সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণের দায়িত্ব নেন। ভারী মেশিনগান বসানো দ্রুতগতির একটি জিপে রওনা দেন ডালিম। সঙ্গে এক প্লাটুন সৈন্যসহ একটি বড় ট্রাক।

শেখ মণির বাসায় আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয় রিসালদার মোসলেমউদ্দিন খানকে। তার সঙ্গে দেওয়া হয় দুই প্লাটুন সৈন্য। এক কোম্পানি সেনাসহ রেডিও স্টেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ও নিউ মার্কেট এলাকার দায়িত্বে থাকেন মেজর শাহরিয়ার। পিলখানায় বিডিআরের তরফ থেকে কোনো ধরনের আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার দায়িত্বও ওই গ্রুপকে দেওয়া হয়। ২৮টি ট্যাংক নিয়ে শেরে বাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীকে প্রতিহত করার দায়িত্ব নেন মেজর ফারুক নিজে। সেসব ট্যাংকে গোলা না থাকলেও মেশিনগানে প্রচুর গুলি ছিল।

মেজর এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আক্রমণের জন্য ১২টি ট্রাকে সাড়ে তিনশ সাধারণ সৈনিককে তৈরি করা হয়। সরাসরি আক্রমণে মেজর রশিদের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তার দায়িত্ব ছিল হত্যাকান্ড পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়া এবং সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমন্বয় করা। তার নেতৃত্বে থাকা ১৮টি কামানে গোলা ভর্তি করে যুদ্ধাবস্থার জন্য তৈরি রাখা হয়। কামানগুলো রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টার এবং বঙ্গবন্ধুর বাসার দিকে তাক করা হয়। একটি ১০৫ এমএম হাউইটজার কামান রাখা হয় আর্টিলারির মেজর মহিউদ্দিনের অধীনে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির উল্টো দিকে লেকের পাড়ে। দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পর সবাইকে তাজা বুলেট দেওয়া হয়। ঘাতকের দল বিমানবন্দর এলাকা থেকে ভোররাত ৪টার দিকে ধানমন্ডির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

ফারুকের নেতৃত্বে ২৮টি ট্যাংক বিমানবন্দর সড়কে বনানীর এমপি (মিলিটারি পুলিশ) চেকপোস্ট দিয়ে সেনানিবাসের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে ফজরের আজান পড়ে যায়। ফারুক তার ট্যাংক নিয়ে ৪৬ ব্রিগেড ইউনিটের লাইনের একেবারে ভেতর দিয়ে বাইপাস সড়ক ধরে সেনাসিবাসের প্রধান সড়কে চলে আসেন।

ঢাকা সেনানিবাসে সে সময়ে বিমানবাহিনীর যে হেলিপ্যাড ছিল, তার ঠিক উল্টো দিকের একটি গেইট দিয়ে বিমানবন্দরের (পুরনো বিমানবন্দর) ভেতর ঢুকে পড়েন তিনি। এ সময় ফারুককে অনুসরণ করছিল দুটি ট্যাংক। বাকি ট্যাংকগুলো পথ হারিয়ে জাহাঙ্গীর গেইট দিয়ে ফার্মগেইটের দিকে এগোতে থাকে। ফারুক এয়ারপোর্টের পশ্চিম দিকের দেয়াল ভেঙে রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের সামনে উপস্থিত হন।

ভোর সোয়া ৫টার দিকে মেজর ডালিম ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিনের নেতৃত্বে আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ মণির বাসায় আক্রমণ হয়। শেখ মণি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে হত্যা করে ঘাতকরা। প্রাণে বেঁচে যান শেখ মণির ছেলে শেখ ফজলে শামস পরশ ও শেখ ফজলে নূর তাপস।

ডালিমের নেতৃত্বে হত্যা করা হয় আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ১৪ বছর বয়সী মেয়ে বেবী, ১২ বছরের ছেলে আরিফ, চার বছরের নাতি বাবু (আবুল হাসনাত আবদুল্লার ছেলে), ভাতিজা শহীদ সেরনিয়াবাত, ভাগ্নে আবদুল নইম খান রিন্টু (আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমুর খালাতো ভাই), তিন অতিথি এবং চারজন গৃহকর্মীকে।

১৫ অগাষ্ট, ভয়াল সেই ভোর

আনমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটি আক্রান্ত হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মীয় ও মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাতের হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে যান। যে ঘরে বঙ্গবন্ধু ছিলেন, তার বাইরের বারান্দায় ঘুমিয়েছিল বাসার কর্মচারী মো. সেলিম (আব্দুল) ও আব্দুর রহমান শেখ (রমা)। উপর থেকেই বঙ্গবন্ধু নিচতলায় তার ব্যক্তিগত সহকারী এ এফ এম মহিতুল ইসলামকে টেলিফোন করে বলেন, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করেছে। জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করতে হবে। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে কোনো সাড়া না পেয়ে মহিতুল গণভবন (তৎকালীন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়) এক্সচেঞ্জে চেষ্টা করতে থাকেন। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির রক্ষীরা বিউগল বাজিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শুরু করা মাত্র বাড়ির দিকে দক্ষিণ দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ শুরু হয়।

একটু পরেই বঙ্গবন্ধু তার ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। ঘুম থেকে ওঠেন গৃহকর্মী আব্দুল আর রমা। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কথায় রমা নিচে নেমে মূল ফটকের বাইরে গিয়ে দেখেন, সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য গুলি করতে করতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। রমা বাড়ির ভেতরে ফিরে দেখেন, লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধু নিচতলায় নামছেন।

দোতলায় গিয়ে দেখেন, বেগম মুজিব আতঙ্কিত অবস্থায় ছোটাছুটি করছেন। রমা আর দোতলায় দাঁড়িয়ে না থেকে তিনতলায় চলে যান এবং বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা কামালকে ঘুম থেকে তোলেন।

ঘটনা শুনে শার্ট-প্যান্ট পড়ে নিচতলায় নামেন শেখ কামাল। সুলতানা



কামাল আসেন দোতলা পর্যন্ত। রমা দোতলায় শেখ জামাল ও তার স্ত্রীকেও ঘুম থেকে তোলেন। জামা-কাপড় পরে শেখ জামাল তার স্ত্রীকে নিয়ে দোতলায় ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কক্ষে যান। ওদিকে গোলাগুলির মধ্যে অভ্যর্থনা কক্ষে বঙ্গবন্ধুর সামনেই বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে থাকেন মহিতুল।

পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও গণভবন এক্সচেঞ্জে চেষ্টার এক পর্যায়ে রিসিভার নিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেন, “আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি ...”। বঙ্গবন্ধু তার কথা শেষ করতে পারেননি।

একঝাঁক গুলি জানালার কাচ ভেঙে অফিসের দেয়ালে লাগে। কাচের এক টুকরোয় মহিতুলের ডান হাতের কনুই জখম হয়। ওই জানালা দিয়ে গুলি আসতেই থাকে। বঙ্গবন্ধু টেবিলের পাশে শুয়ে পড়েন এবং মহিতুলের হাত ধরে কাছে টেনে শুইয়ে দেন।

এর মধ্যেই গৃহকর্মী আব্দুলকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে তার পাঞ্জাবি ও চশমা পাঠিয়ে দেন ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। কিছুক্ষণ পর গুলি থেমে গেলে বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে আব্দুলের হাত থেকে পাঞ্জাবি আর চশমা নিয়ে পরেন। নিচতলার ওই ঘর থেকে বারান্দায় বের হয়ে বঙ্গবন্ধু পাহারায় থাকা সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বলেন, “এতো গুলি হচ্ছে, তোমরা কী করছ?” এ কথা বলে বঙ্গবন্ধু দোতলায় চলে যান।

‘আমি শেখ মুজিবের ছেলে’

বঙ্গবন্ধু উপরে উঠতে না উঠতেই শেখ কামাল নিচে নেমে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেন, “আর্মি আর পুলিশ ভাইয়েরা, আপনারা আমার সঙ্গে আসেন।” এ সময় শেখ কামালের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান মহিতুল ইসলাম ও পুলিশের ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট (ডিএসপি) নুরুল ইসলাম খান। ঠিক তখনই মেজর নূর, মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার) এবং ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা সৈন্যদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢোকে। গেটের ভেতর ঢুকেই তারা ‘হ্যান্ডস আপ’ বলে চিৎকার করতে থাকে। মহিতুল ইসলামকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে যান নুরুল ইসলাম খান। কোনো কথা না বলেই শেখ কামালের পায়ে গুলি করেন বজলুল হুদা। নিজেকে বাঁচাতে লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েন শেখ কামাল। মহিতুলকে বলতে থাকেন, “আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল। আপনি ওদেরকে বলেন।”

মহিতুল ঘাতকদের বলেন, “উনি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল।” এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বজলুল হুদা তার হাতের অস্ত্র দিয়ে শেখ কামালের ওপর ব্রাশফায়ার করেন। সঙ্গে সঙ্গে মারা যান শেখ কামাল। এর মধ্যে একটা গুলি মহিতুলের হাঁটুতে, আরেকটা নুরুল ইসলামের পায়ে লাগে। এ অবস্থাতেই মহিতুলকে টেনে নুরুল ইসলাম তার কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে তারা দেখেন, পুলিশের বিশেষ শাখার এক সদস্য দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। অস্ত্রটা তার পায়ের কাছে পড়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে ওই ঘরে ঢুকে বজলুল হুদা সবাইকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলেন।

‘আই অ্যাম ডুয়িং সামথিং’

ভবনের নিচে কী হচ্ছে তার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দোতলায় তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ফোনে তার সামরিক সচিব কর্নেল জামিলউদ্দিনকে পান। তিনি তাকে বলেন, “জামিল, তুমি তাড়াতাড়ি আসো। আর্মির লোকরা আমার বাসা অ্যাটাক করেছে। সফিউল্লাহকে ফোর্স পাঠাতে বল।”

তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহকেও ফোন করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি তাকে বলেন, “সফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে, কামালকে (শেখ কামাল) বোধ হয় মেরে ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।”

জবাবে সফিউল্লাহ বলেন, “আই অ্যাম ডুয়িং সামথিং। ক্যান ইউ গেট আউট অফ দ্য হাউজ?”

বঙ্গবন্ধুর ফোন পাওয়ার পর কর্নেল জামিল তার ব্যক্তিগত লাল রঙের গাড়িটি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন গাড়িচালক আয়েনউদ্দিন মোল্লা। কিন্তু পথেই সোবহানবাগ মসজিদের কাছে তাকে গুলি করে হত্যা করে ঘাতকরা। পালিয়ে বেঁচে যান আয়েনউদ্দিন।

এদিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেইটের সামনে মহিতুল, নুরুল ইসলাম, আব্দুল মতিন, পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্যসহ অন্য সদস্যদের সারি বেঁধে দাঁড় করানো হয়। ঘাতকদের একজন পুলিশের বিশেষ শাখার এক সদস্যকে গুলি করলে তিনি পড়ে যান। এরপর ঘাতকরা গুলি করতে করতে ওপরে চলে যায়। তারা শেখ জামালের ঘরের বাথরুমে আশ্রয় নেওয়া গৃহকর্মী আব্দুলকে গুলি করে। হাতে ও পেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থাতে তিনি সিঁড়ির পাশে গিয়ে হেলান দিয়ে বসে থাকেন।

রক্তে ভেসে যায় সিঁড়ি

বঙ্গবন্ধুর ঘরে তিনি ছাড়াও ছিলেন স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, ছেলে শেখ জামাল ও শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ জামালের স্ত্রী পারভীন জামাল রোজী।

ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ঘরের বাইরে অবস্থান নেয়। গোলাগুলি থামলে বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই ঘাতকরা তাকে ঘিরে ধরে। মেজর মহিউদ্দিন ও তার সঙ্গের সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে নিচে নিয়ে যেতে থাকে। ঘাতকদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, “তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?”

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের কাছে মহিউদ্দিন ঘাবড়ে যান।

বঙ্গবন্ধু বলেন, “তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি, কী করবি-বেয়াদবি করছিস কেন?”

এ সময় নিচতলা ও দোতলায় সিঁড়ির মাঝামাঝিতে অবস্থান নেয় বজলুল হুদা ও নূর। বঙ্গবন্ধুকে নিচে নিয়ে আসার সময় নূর কিছু একটা বললে মহিউদ্দিন সরে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে বজলুল হুদা ও নূর তাদের স্টেনগান দিয়ে গুলি করেন ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধুর বুকে ও পেটে ১৮টি গুলি লাগে। নিথর দেহ পড়ে থাকে সিঁড়ির মধ্যে। সারা সিঁড়ি ভেসে যায় রক্তে।

‘আমাকে এখানেই মেরে ফেল’

বঙ্গবন্ধুর পেছন পেছন রমাও যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘাতকরা তাকে ঘরের মধ্যে চলে যেতে বলে। এর মধ্যে দোতলায় শেখ রেহানার (তখন বিদেশে) ঘরে থাকা তার চাচা শেখ নাসের ওই কক্ষে যান। তার হাতেও ছিল গুলির ক্ষত।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে রমাইপ্রথম জানান, বঙ্গবন্ধুকে গুলি করা হয়েছে। এ সময় ওই ঘরের বাথরুমে আশ্রয় নেন ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, সুলতানা কামাল, রোজী জামাল, শেখ নাসের ও রমা। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে নিচে নেমে এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

এর পরপরই মেজর আজিজ পাশা ও রিসালদার মোসলেউদ্দিন তাদের সৈন্যদলসহ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢোকেন। আজিজ পাশা তার সৈন্যদের নিয়ে দোতলায় চলে যান। তারা বঙ্গবন্ধুর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা দরজায় গুলি করেন। ফজিলাতুন্নেছা মুজিব তখন দরজা খুলে দেন এবং ঘরের মধ্যে যারা আছেন, তাদের হত্যা না করার অনুরোধ করেন। কিন্তু ঘাতকরা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও রমাকে নিচে নিয়ে আসতে থাকে। সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার স্ত্রী। চিৎকার করে বলেন, “আমি যাব না, আমাকে এখানেই মেরে ফেল।”

রক্তক্ষরণে বিবর্ণ সুলতানা কামালের মুখ

ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নিচে নামতে অস্বীকৃতি জানালে ঘাতকরা শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও রমাকে নিচে নিয়ে যায়। আর ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে তার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর ঘরে আগে থেকেই ছিলেন শেখ জামাল, সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল। ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ সবাইকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে আজিজ পাশা ও রিসালদার মোসলেউদ্দিন। ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নিথর দেহটি ঘরের দরজায় পড়ে থাকে। বাঁ দিকে পড়ে থাকে শেখ জামালের মৃতদেহ। রোজী জামালের মুখে গুলি লাগে। রক্তক্ষরণে বিবর্ণ হয়ে যায় সুলতানা কামালের মুখ।

‘ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো?’

শেখ নাসের, শেখ রাসেল আর রমাকে এরপর নিচে নিয়ে লাইনে দাঁড় করানো হয়। এ সময় শেখ নাসের ঘাতকদের উদ্দেশে বলেন, “আমি তো রাজনীতি করি না। কোনো রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাই।” এরপর এক ঘাতক শেখ নাসেরকে বলে, “ঠিক আছে। আপনাকে কিছু বলব না। আপনি ওই ঘরে গিয়ে বসেন।” এই বলে তাকে অফিসের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমে নিয়ে গুলি করে। শেখ নাসের ‘পানি পানি’ বলে গোঙাতে থাকেন। তখন শেখ নাসেরের ওপর আরেক দফা গুলিবর্ষণ হয়।

১১ বছরের শেখ রাসেল লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথমে রমাকে এবং পরে মহিতুল ইসলামকে জড়িয়ে ধরে বলে, “ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো?”

মহিতুল জবাব দেন, “না ভাইয়া, তোমাকে মারবে না।”

এ সময় শেখ রাসেল তার মায়ের কাছে যেতে চাইলে আজিজ পাশা তাকে জোর করে মহিতুলের কাছ থেকে নিয়ে দোতলায় নিয়ে যেতে বলেন। আজিজ পাশার কথামত এক হাবিলদার শেখ রাসেলকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। রাসেলের চোখ বেরিয়ে যায়। মাথার পেছনের অংশ থেঁতলে যায়। দেহটি পড়ে থাকে সুলতানা কামালের পাশে। এই হত্যাযজ্ঞে ঘরের মেঝেতে রক্তের মোটা স্তর পড়ে যায়। এর মাঝেই লুটপাট চালায় ঘাতকের দল।

বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সেদিন তার দুই মেয়ে ছিলেন না। বড় মেয়ে শেখ হাসিনা স্বামীর সঙ্গে জার্মানিতে ছিলেন। ছোট বোন শেখ রেহানাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন তারা।

দাফন

পরদিন ঢাকার স্টেশন কমান্ডার আব্দুল হামিদ বঙ্গবন্ধুর লাশ ছাড়া ১৫ আগস্টে নিহতদের সবার লাশ দাফন করেন। আব্দুল হামিদ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে কফিনে নিহতদের লাশ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে শেখ মণি ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতের পরিবারের সদস্যদের লাশ সংগ্রহ করে বনানী গোরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা করেন।

বনানী কবরস্থানে সারিবদ্ধ কবরের মধ্যে প্রথমটি শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের, দ্বিতীয়টি শেখ নাসেরের, এরপর শেখ কামাল, সুলতানা কামাল, শেখ জামাল, রোজী জামাল, শেখ রাসেল, ১৩ নম্বরটি শেখ মণির, ১৪ নম্বরটি আরজু মণির, ১৭ নম্বরটি সেরনিয়াবাতের। আর বাকি কবরগুলো সেদিন ওই তিন বাড়িতে যারা নিহত হন, তাদের।

১৬ অগাস্ট সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে বঙ্গবন্ধুর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় টুঙ্গীপাড়ায়। সেখানে তাকে দাফন করা হয় তার বাবার কবরের পাশে। সেনাবাহিনীর ওই হেলিকপ্টারের পাইলট ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শমশের আলী।

বিচার

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর নানা ঘটনার পরিক্রমায় ক্ষমতায় বসেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। তার আমলে এই হত্যাকান্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। জারি করা হয় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফেরে। ওই বছর ১২ নভেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। পরে ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ইসলাম। পথ খোলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের। বিচার শুরু হলেও বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় যাওয়ার পর ফের শ্লথ হয়ে যায় মামলার গতি। ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকার তখনকার জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল এ মামলার রায়ে আবদুল মাজেদসহ ১৫ জন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে মৃত্যুদন্ড দেন। ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল হাই কোর্টের রায়ে ১২ আসামির মৃত্যুদন্ডাদেশ বহাল থাকে। তাদের মধ্যে আসামি আজিজ পাশা ২০০২ সালে পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়েতে মারা যান।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর চূড়ান্ত রায়ে হাই কোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলে পাঁচ আসামি রিভিউ আবেদন করেন। তা খারিজ হয়ে যাওয়ার পর ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারী ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আসামি সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, মহিউদ্দিন আহমদ (ল্যান্সার), এ কে বজলুল হুদা ও এ কে এম মহিউদ্দিনের (আর্টিলারি) মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। তার প্রায় ১০ বছর পর গত বছরের ৭ এপ্রিল ভোরে পলাতক ৬ জনের একজন ৭২ বছর বয়সি মাজেদকে ঢাকার গাবতলী থেকে গ্রেপ্তারের কথা জানায় সরকার। তখন গোয়েন্দারা বলেছিলে, মাজেদ এতদিন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পালিয়েছিলেন, করোনাভাইরাস মহামারীর সময় দেশে ফেরেন।

পলাতক মাজেদের আপিলের সুযোগ ছিল না। তবে রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি প্রাণভিক্ষার চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তা নাকচ হওয়ার পর কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২০২০ সালের ১২ এপ্রিল তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

তবে দন্ডিত পাঁচ খুনি এখনও বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছেন। রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে এবং নূর চৌধুরীর কানাডায় আছেন। তাদের ফিরিয়ে আনতে সরকারের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সরকারের সাড়া মেলেনি। আর রশিদ, ডালিম ও মোসলেম উদ্দিন কোথায় আছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য এখনও জানতে পারেনি সরকার।

তথ্যসূত্র: বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় এ এফ এম মহিতুল ইসলাম, আব্দুর রহমান শেখ (রমা), মো. সেলিম (আব্দুল), অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মো. কুদ্দুস শিকদার, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল হামিদ, সাবেক সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ, আয়েনউদ্দিন মোল্লা (সোবহানবাগে নিহত বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিলউদ্দিনের গাড়িচালক) এর সাক্ষ্য এবং অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল হামিদের বই ‘তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা’ এবং বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

প্রাথমিক নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
কংগ্রেশনাল এবং স্টেট সিনেট পদের জন্য প্রাথমিক নির্বাচন ২৩ অগাস্ট, ২০২২

নিম্নে উলেখ করা অফিস এবং পদের জন্য সকল দলীয় প্রার্থীদের তালিকা (পরিবর্তন হতে পারে):

নিউ ইয়র্ক কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে নিউ ইয়র্ক কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১০ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Mondaire L. Jones
Jo Anne Simon
Peter J. Gleason
Yan Xiong
Daniel Goldman
Jimmy Li
Maud Maron
Bill de Blasio
Elizabeth Holtzman
Yuh Line Niou
Carlina Rivera
Quanda Francis
Brian Robinson

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১২ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Carolyn B. Maloney
Ashmi Sheth
Jerrold L. Nadler
Suraj Patel

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Francisco A. Spies
Adriano Espaillat
Michael Hano

স্টেট সিনেটর ২৬ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Andrew S. Gounardes
David Yassky

স্টেট সিনেটর ২৭ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Brian Kavanagh
Danyela Souza Egorov
Vittoria Fariello

স্টেট সিনেটর ৩০ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Shana G. Harmongoff
Cordell Cleare

স্টেট সিনেটর ৩১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Robert Jackson
Ruben Dario Vargas
Francesca M. Castellanos
Angel I. Vasquez

স্টেট সিনেটর ৪৭ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Maria Danzilo
Brad M. Hoylman

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Francoise Olivas
Kristen S. Gonzalez
Elizabeth S. Crowley
Nomiki Konst
Michael D. Corbett

ব্রঙ্কস কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে ব্রনক্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Francisco A. Spies
Adriano Espaillat
Michael Hano

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৬ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Vedat Gashi
Jamaal Bowman
Catherine F. Parker
Mark Jaffe

স্টেট সিনেটর ৩১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Robert Jackson
Ruben Dario Vargas
Francesca M. Castellanos
Angel I. Vasquez

স্টেট সিনেটর ৩৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
J. Gustavo Rivera
Miguelina Camilo

স্টেট সিনেটর ৩৪ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Christian M. Amato
John Perez
Nathalia Fernandez

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৪ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Tina Forte
Desi Joseph Cuellar

কিংস কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কিংস কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৭ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Paperboy Love Prince
Nydia M. Velazquez

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৮ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Hakeem S. Jeffries
Queen Johnson

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১০ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Mondaire L. Jones
Jo Anne Simon
Peter J. Gleason
Yan Xiong
Daniel Goldman
Jimmy Li
Maud Maron
Bill de Blasio
Elizabeth Holtzman
Yuh Line Niou
Carlina Rivera
Quanda Francis
Brian Robinson

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Max N. Rose
Brittany Ramos Debarros
Komi Agoda Koussema

স্টেট সিনেটর ১৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Joseph P. Addabbo Jr.
Albert Baldeo
Japneet Singh

স্টেট সিনেটর ২১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Kevin S. Parker
David Alexis
Kaegan Marie Mays Williams

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Bianca Rajpersaud
Jessica Scarcella Spanton
Sarah Blas
Rajiv S. Gowda

স্টেট সিনেটর ২৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Jabari Brisport
Renee Holmes
Conrad B. Tillard

স্টেট সিনেটর ২৬ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Andrew S. Gounardes
David Yassky

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Francoise Olivas
Kristen S. Gonzalez
Elizabeth S. Crowley
Nomiki Konst
Michael D. Corbett

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Nicole Malliotakis
John Matland

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Joseph L. Tirone Jr.
Sergey Fedorov

কুইন্স কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Jon Kaiman
Robert P. Zimmerman
Joshua Alexander Lafazan
Reema Rasool
Melanie D'Arrigo

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৭ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Paperboy Love Prince
Nydia M. Velazquez

স্টেট সিনেটর ১৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Joseph P. Addabbo Jr.
Albert Baldeo
Japneet Singh

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Francoise Olivas
Kristen S. Gonzalez
Elizabeth S. Crowley
Nomiki Konst
Michael D. Corbett

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৪ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Tina Forte
Desi Joseph Cuellar

প্রাথমিক নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
কংগ্রেশনাল এবং স্টেট সিনেট পদের জন্য প্রাথমিক নির্বাচন ২৩ অগাস্ট, ২০২২

নিম্নে উলেখ করা অফিস এবং পদের জন্য সকল দলীয় প্রার্থীদের তালিকা (পরিবর্তন হতে পারে):

রিচমন্ড কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে রিচমন্ড কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Max N. Rose
Brittany Ramos Debarros
Komi Agoda Koussema

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Bianca Rajpersaud
Jessica Scarcella Spanton
Sarah Blas
Rajiv S. Gowda

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Nicole Malliotakis
John Matland

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
Joseph L. Tirone Jr.
Sergey Fedorov

আপনার এই নির্বাচনে ভোট দেয়ার যোগ্যতা আছে কি না জানতে, কিংবা ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে আমাদের ওয়েব সাইট: nyc.pollsitelocator.com দেখুন।

অথবা, কল করুন:

টোল ফ্রি: (866) 868-3692
টিটিওয়াই: (212) 487-5496

আমাদের ওয়েব সাইট
nyc.pollsitelocator.com এ
আপনার ব্যালটের নমুনা দেখতে পারবেন

Or scan the QR code with your Smartphone or tablet **nyc.pollsitelocator.com**

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে,
nyc.electiondayworker.com
মাধ্যমে আবেদন করুন।

THE BOARD OF ELECTIONS
IN THE CITY OF NEW YORK
Executive Office, 32 Broadway, 7th Floor
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস
Rodney L. Pepe-Souvenir-প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun -সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane

প্রাথমিক নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
কংগ্রেশনাল এবং স্টেট সিনেট পদের জন্য প্রাথমিক নির্বাচন

ভোটকেন্দ্র সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২

আপনি ভোট দেয়ার যোগ্য কি না জানার জন্য,
আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে কিংবা একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, অনুগ্রহ করে
ওয়েব সাইট: **FINDMYPOLLSITE.VOTE.NYC** দেখুন

অথবা, কল করুন টোল ফ্রি: **(866) 868-3692** ● টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**

নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করতে চাইলে আমাদের ওয়েব সাইট **nyc.electiondayworker.com** এর মাধ্যমে আবেদন করুন।

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Rodney L. Pepe-Souvenir – প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane

প্রাথমিক নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
কংগ্রেশনাল এবং স্টেট সিনেট পদের জন্য প্রাথমিক নির্বাচন
২৩ অগাস্ট, ২০২২

(পরিবর্তন হতে পারে)

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে নিউ ইয়র্ক কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১০ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১২ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৬ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৭ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩০ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৪৭ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে ব্রঙ্কস কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৬ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৩৪ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৪ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কিংস কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৭ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৮ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১০ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ১৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২১ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৬ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি ৭ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ১৫ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ৫৯ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১৪ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে রিচমন্ড কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ অগাস্ট, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি

কংগ্রেস প্রতিনিধি ১১ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর ২৩ নম্বর সিনেটরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

আপনার এই নির্বাচনে ভোট দেয়ার যোগ্যতা আছে কি না জানতে, কিংবা ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে কিংবা

একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েব সাইট:

nyc.pollsitelocator.com দেখুন।

অথবা, কল করুন:

টোল ফ্রি: (৮৬৬) ৮৬৮-৩৬৯২

টিটিওয়াই: (২১২) ৪৮৭-৫৪৯৬

একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, আমাদের ওয়েবসাইট **www.nyc.pollsitelocator.com দেখুন**।

অথবা আপনার ফোন কিংবা ট্যাবলেটে এই **QR code** টি স্ক্যান করুন

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে, **nyc.electiondayworker.com** মাধ্যমে আবেদন করুন।

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Rodney L. Pepe-Souvenir- প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane





কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

(৩ পাতার পর)

এনামুল ইসলাম খান, মহিলা সম্পাদিকা মাহমুদা ইসলাম রুমা, ক্রীড়া ও সমাজ কল্যান সম্পাদক মুজিবুর রহমান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নুরুননাহার হাসান লুচি, সদস্য বদরুল ইসলাম মিন্টু , মঈনুর রহমান সুয়েব, আলতাফ হোসেন ও লুৎফুর রহমান প্রমুখ ।

গত ৫ জুন প্রবাসী কুলাউড়াবাসী বিপুল ভোটের ব্যবধানে আলাউদ্দিন - জাবেদ পরিষদ বিজয়ী করায় বক্তারা ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন আগামী ১৪ আগষ্ট বার্ষিক বনভোজন সুন্দর ও সফল করতে এবং ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন । এছাড়াও সম্প্রতি কুলাউড়ায় বন্যা দূর্গত এলাকায় দ্রুত সময়ের মধ্যে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ বিতরন করায় কমিটিকে ধন্যবাদ জানান ।বক্তারা আরোও বলেন বিগত কমিটির নিকট থেকে দায়িত্য গ্রহন ও হিসাব নিকাশ হস্থান্তরের বিষয়টি স্বচ্ছতার জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনে অডিটের মাধ্যমে হলেও প্রবাসী কুলাউড়াবাসীর সম্মুখে প্রকাশ করা প্রয়োজন ।

উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা হলেন সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল জলিল, সাবেক উপদেষ্টা ডা: মুজিবুর রহমান, কুলাউড়া সরকারি নবীন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক (অব:) আব্দুল মোক্তাদির, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মহি উদ্দিন, এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক ও সাবেক উপদেষ্টা সিরাজ উদ্দিন আহমদ , বাংলাদেশ কৃষি বিভাগের উপ পরিচালক (অব:) মো: তজমুল আলী । প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । পরে তিনি সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন । এরপর বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন তিনি ।

প্রধানমন্ত্রী তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে জাতির পিতা এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডের অন্যান্য শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন । শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি দেশের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয় । এ সময় বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ও শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা উপস্থিত ছিলেন । গত ২৫ জুন সেতু উদ্বোধনের পর দ্বিতীয়বারের মতো পদ্মা সেতু পার হয়ে সড়কপথে সকাল সাড়ে ১০টায় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী ।

পারমাণবিক অস্ত্রের গোপন নথি খুঁজতে

(প্রথম পাতার পর)

নিয়েছেন কি না, সেই তদন্তেরই অংশ হিসেবে এই তল্লাশি চালানো হয় । বিচার বিভাগ মনে করছে, এসব নথিপত্রের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কিছু অতি গোপনীয় নথি রয়েছে ।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই তল্লাশি অভিযানের অনুমোদন দিয়েছেন । তল্লাশিকালে জব্দ করা সামগ্রীগুলোর একটি সম্পাদিত রসিদও প্রকাশ করতে চায় বিচার বিভাগ ।

গারল্যান্ড বলেন, তল্লাশির বিষয়টি সাবেক প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জনসম্মুখে নিশ্চিত করা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট জনস্বার্থের প্রেক্ষাপটে পরোয়ানাটি প্রকাশ করার অনুরোধ জানিয়েছে বিচার বিভাগ/ সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, ট্রাম্পের ওই আবাসনে তল্লাশি অভিযানে এফবিআই প্রায় ১০টি বাক্স উদ্ধার করেছে । অবশ্য তল্লাশির সময় ফ্লোরিডায় ছিলেন না ট্রাম্প ।



সম্মানীত প্রবাসী কুলাউড়াবাসী, আস্সালামু আলাইকুম/আদাব,

আগামী ১৪ আগষ্ট ২০২২, রবিবার কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর বাৎসরিক বনভোজন ও মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবাসী কুলাউড়াবাসী সহ সকলে সপরিবারে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণক্রমে

মোহাম্মদ এফ মালিক (মুরাদ)	বদরুল ইসলাম (মিন্টু)	মাসুক আহমদ সুজন	লুৎফুর রহমান
আহবায়ক	যুগ্ম-আহবায়ক	সদস্য সচিব	যুগ্ম সচিব
৩৪৭-৪৭৯-৭৯১৫	৭১৮-৪২৭-৫৪৬৪	৩৪৭-৮৩২-৬৯৮৬	৯১৭-২১৫-২১৯৪

বনভোজন পরিচালনা কমিটি

সদস্যবৃন্দঃ মোঃ আব্দুল বাকী, আব্দুল মুক্তাদির (তোফায়েল), নূরুল আম্বিয়া, মোঃ এ.হাসান (বাচ্চির), জামাল উদ্দিন (লিটন), আবু এস দেলওয়ার (জিন্নু), হারুনুর রশিদ (হারুন), খন্দকার আব্দুল বাকী, গোলাম ইস্পাহানী চৌধুরী মাসুম, সৈয়দ খালেদ আলী, আব্দুল লতিফ খান, আলমগীর কবীর শামীম, মোঃ লেবু মিয়া (মেম্বর), এমদাদ চৌধুরী (দিপু), মিসবাউর রহমান এনাম, মাহবুবুর রহমান (জুয়েল), আব্দুল মুক্তাদির মুক্তার, মামুনুর রশিদ (মামুন), আবদুল্লাহ আল মাসুদ, আনিস ইসলাম (আজিম), বিপ্লব রয়, নব্দলাল দে, মনজু চক্রবর্তী, রুবেল আহমেদ, সৈয়দ রুহুল ইসলাম, আফাজুর রহমান চৌধুরী (ফাহাদ), সৈয়দ মুস্তাকিম, ফয়হানুল ইসলাম লিটু, সৈয়দ নাসের, এ.কে.এম. রুবেল, চৌধুরী মুমিত (তানিম), হাবিবুর রহমান (চিনু), হেলাল আহমেদ মোঃ সবুজ সিদ্দিকী, খালেদ আহমেদ, তাবেক আহমেদ, বাপ্পু তালুকদার, নজরুল ইসলাম (মুমিন), রহিমুন নেসা খাতুন রুহি, হিরুমীর আলম রুমন, মাইদুল ইসলাম (মুহিদ), আব্দুস সালাম, আজিজুর হক স্বপন, আব্দুস সামাদ, রেদওয়ান হোসেন, শাহ জালাল আহমেদ (সাজ), মতিউর রহমান খান (মিঠিক), মুহিব রহমান মোহন, মোজাফ্ফর আহমদ নবীন, অলিউর রহমান জাবেদ, সুমন আহমদ, আশরাফ খান সুমন, সইদুল ইসলাম বাচ্চু, সামসুল ইসলাম, মোঃ শাহজাহান মিয়া, নিজাম উদ্দিন মৃধা, তাজুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন, শাহীন আহমদ, আবু জাহাঙ্গীর ও খালেদ খান।

উপদেষ্টা পরিষদ

আবুল কালাম, মোঃ আব্দুল জলিল, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ নজরুল ইসলাম, ডাঃ মুজিবুর রহমান, মোঃ আব্দুল মোক্তাদীর, মশাহিদ জে. রাশেদ, মহি উদ্দিন, মোঃ এ.এম. চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ ও মোঃ তজমুল আলী।

কার্যকরি পরিষদ

মোহাম্মদ এফ মালিক (মুরাদ), মোঃ মাসুক আহমদ (সুজন), মোঃ ওবায়দুর রহমান (কামাল), শেখ শামীম আহমেদ, এনামুল ইসলাম খান, মুজিবুর রহমান, নুরুন নাহার হাসান (লুসি), মাহমুদা ইসলাম (রুমা), বদরুল ইসলাম (মিন্টু), মোঃ মঈনুর রহমান (সুয়েব), মোঃ আলতাফ হোসেন, ইমরুল হোসেন জেবুল ও লুৎফুর রহমান।

শাহ্ আলাউদ্দিন	প্রচারেঃ এনামুল ইসলাম খাঁন	জাবেদ আহমেদ
সভাপতি	৩৪৭-৬৯১-৭৮৪৬	সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-৫৯২-৬৪৩০		৬৪৬-৬৪৫-৫৪০১

আর্থিক সংকট : সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা প্রয়োজন

নিরঞ্জন রায়

বাংলাদেশ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেই দেশের কিছু বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বা থিংকট্যাংক এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) সরকারকে নানা রকম পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে থাকে। বিদেশি সংস্থাগুলোর পরামর্শ বা সুপারিশ অবশ্য একটু ভিন্ন। কারণ তারা আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মতো আগ বাড়িয়ে সব কিছুতে বক্তব্য দেয় না। তাদের পরামর্শের জায়গা খুবই সুস্পষ্ট ও বিষয়ভিত্তিক।

সাধারণত সরকার যখন তাদের কাছে কোনো রকম সাহায্য-সহযোগিতার জন্য দ্বারস্থ হয়, ঠিক তখনই এই সংস্থাগুলো তাদের পরামর্শ বা শর্তগুলো সরকারের কাছে উপস্থাপন করে এবং সরকার সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এতে সাময়িক কিছু সুবিধা পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী ফল খুব একটা ভালো হয় না। বিশ্বে সৃষ্ট আর্থিক সংকট, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের কিছু বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের আলোচনা বা পরামর্শ দেওয়া এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আইএমএফের পরামর্শ দেওয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। নিজেদের সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও আমেরিকা ইচ্ছা করেই হার্ড কারেন্সি নীতি অনুসরণ করে, যাতে কিছু দেশ সংকটে পড়ে। আর ঠিক তখনই এই সংকট মোকাবেলায় সরকারকে বিচলিত করে আইএমএফের দিকে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের দেশের কিছু বিশেষজ্ঞ সংস্থা ব্যাপক আলোচনা শুরু করে এবং সেই সঙ্গে দিতে থাকে নানা রকম উপদেশ ও পরামর্শ। বিষয়গুলো কাকতালীয় হলেও এর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে, যা হয়তো তথ্য-প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে এই যোগসূত্র বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে ডলারসংকট দেখা দিয়েছে, সেখানেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের কারণে আমেরিকার হার্ড কারেন্সি নীতির ফলে আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে ডলারসংকট। আর ঠিক তখনই সেসব বিশেষজ্ঞ সংস্থা শুরু করে দেয় আলোচনা এবং নানা রকম পরামর্শ দেওয়ার কাজ। আর সেই সঙ্গে আইএমএফও এগিয়ে আসে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য এবং বাজেট সহযোগিতা প্রদানের জন্য ডলারে ঋণ প্রদান করতে সম্মত হয়। সেই সঙ্গে জুড়ে দেয় কয়েকটি শর্ত, যা হয়তো সরকারকে মানতে হবে। আইএমএফ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার এমন সহযোগিতা খুব ব্যাপক হারে লক্ষ করা গেছে গত শতাব্দীর আশির দশকের সামরিক শাসনের সময় এবং এমনকি নব্বইয়ের দশকেও যখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না এবং উন্নয়ন বাজেটের বৃহৎ অংশের বাস্তবায়ন নির্ভর করত আইএমএফ বা দাতা গোষ্ঠীর ঋণ ও অনুদানের ওপর। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আর সে রকম অবস্থা খুব একটা লক্ষ করা যায়নি। কারণ বাংলাদেশ সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে এসেছে অনেক আগেই। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি এখন বেশ মজবুত এবং উন্নতির সূচকগুলো বেশ অগ্রগামী। বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশ এখন বাংলাদেশ। তাই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশকে আবার আইএমএফের দ্বারস্থ হতে হলো এবং তাদের প্রদত্ত শর্তও মানতে হয়েছে। কারণ এবারের সংকট বেশ জটিল এবং এর নিয়ন্ত্রণের কোনো কিছুই বাংলাদেশের হাতে নেই। বাংলাদেশের কাছে যে পরিমাণ রিজার্ভ আছে এবং রিজার্ভের বাইরেও যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমা আছে, তাতে হয়তো এই মুহূর্তে আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ না নিলেও চলত। কিন্তু আশপাশের দু-একটি দেশে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে এবং বিশ্বের সংকট যেভাবে জটিল থেকে আরো জটিল হয়ে উঠছে, তাতে আর্থিক এবং ডলারসংকট যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা কেউ আঁচ করতে পারবে না। আর এ কারণেই অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার হয়তো আগেই আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এবারের ডলারসংকট, সেই সঙ্গে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে যে জটিল অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য দেশের ভেতরের বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে আইএমএফের কাছ থেকে পরামর্শ, উপদেশ ও শর্ত আসবেই। এর অনেক কিছু সরকারকে গ্রহণও হয়তো করতে হবে। তবে এসব বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার আগে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞ অর্থনৈতিক সংস্থা বলে দাবিদার যে প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত সরকারের যেকোনো পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে এবং উপদেশ দিয়ে থাকে, তাদের কোনো পরামর্শ সরকারের আদৌ বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ সেই সংস্থা এরই মধ্যে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। যে পেশাদার সংস্থা রাজনৈতিক বক্তব্যের মতো অনর্গল তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই বলে বেড়ায় যে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে, তাদের সেই কথায় আর যা-ই হোক কোনো পেশাদারি যে নেই, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। দেশ থেকে টাকা পাচার নিশ্চয়ই হয় এবং এটিও একটি বৈশ্বিক সমস্যা। তাই টাকা পাচারের কোনো সংখ্যা উল্লেখ করতে হলে তার সপক্ষে সঠিক তথ্য-প্রমাণ হাজির করতে হবে। তা না করে যখন হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের ঢালাও বক্তব্য কোনো পেশাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়, তখন তাদের পেশাদারি আর থাকে না। এ ছাড়া পদ্মা সেতু নিয়ে তাদের বক্তব্য ও পরামর্শ যে অসার, তা তো এরই মধ্যে প্রমাণিত। তাই এ রকম বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের কোনো আলোচনা বা সুপারিশ সরকারের আমলে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

আইএমএফের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকারকে আইএমএফকে সঙ্গে রাখতেই হবে। বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক, কিন্তু এমন অবস্থানে এখনো যায়নি যে আইএমএফকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারবে। শুধু বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকটি দেশ বাদ দিলে অন্য কোনো দেশের পক্ষেই আইএমএফকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। তবে বাংলাদেশ যে অবস্থানে উপনীত হয়েছে, তাতে আইএমএফসহ যেকোনো বিশ্ব সংস্থার সঙ্গে দর-কষাকষির যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই আগের মতো আইএমএফ যে সিদ্ধান্ত বা শর্ত দেবে, তা-ই হুবহু মেনে নিতে হবে, তেমন অবস্থানে বাংলাদেশ নেই। এ কারণেই বর্তমান ডলারসংকট সমাধানে যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। এর কারণ আইএমএফ আমাদের দেশ বা নির্দিষ্ট কোনো দেশের বিষয় নিয়ে যত না কাজ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে বৈশ্বিক একটা লক্ষ্য সামনে রেখে। তাই আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি সেই বৈশ্বিক লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হয়, তাহলে তাদের দেওয়া প্রেসক্রিপশন ও শর্ত সেভাবে কাজে আসবে না। এ ছাড়া তাদের বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত ও প্রেসক্রিপশন একেবারে তাত্ত্বিক এবং উন্নত বিশ্বের পরিবেশে তৈরি, যা আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় সেভাবে কাজে না-ও আসতে পারে। আমাদের দেশের কৃষক জানে কিভাবে ভালো ফসল ফলাতে হয় এবং কিভাবে তা বিক্রি করতে হয়। তাদের যদি উন্নত বিশ্বের কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলা হয়, তাহলে সেটা খুব একটা কাজে আসবে না, তা সে যত মানসম্পন্ন পদ্ধতিই হোক না কেন। এসব কারণেই আইএমএফের সব প্রেসক্রিপশন বা শর্ত সব সময় আমাদের দেশের জন্য ভালো ফল বয়ে আনতে না-ও পারে। আইএমএফের সব কথাই শুনতে হবে, কিন্তু গ্রহণ করতে হবে ততটুকুই, যতটুকু আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে। আওয়ামী লীগের আগের মেয়াদের শাসনামলে যখন মতিয়া চৌধুরী কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন, তখন আইএমএফ এক ঋণের শর্ত হিসেবে কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহারের কথা বলেছিল। দেশের কৃষি খাতের অবদানের কথা বিবেচনা করে সে সময় আইএমএফের এমন শর্ত গ্রহণ করা হয়নি। সেদিন যদি আইএমএফের শর্ত মেনে কৃষি খাত থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হতো, তাহলে আমাদের কৃষি খাতের যে অভাবনীয় উন্নতি, তা সম্ভব হতো না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বর্তমান ডলারসংকট আমাদের সৃষ্ট নয় এবং এই সংকট যে শিগগিরই কেটে যাবে, তেমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। এই সংকটের মধ্যেই পশ্চিমা বিশ্ব মন্দার কবলে পড়ে গেছে এবং এই মন্দাও কতটা দীর্ঘ হয়, তা-ও অনুমান করা কঠিন। তাই এই সংকট মোকাবেলা করতে হবে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এবং বেশ সময় নিয়ে। একদিকে ডলারের ওপর চাপ কমাতে হবে এবং তার পাশাপাশি ডলার সরবরাহ বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প এই মুহূর্তে নেই। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি পদক্ষেপের আগে প্রথমে বিবেচনায় নিতে হবে যাতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখা যায়। বিদেশি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে এ রকম কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত আছে এই সংকট উত্তরণের পথ।

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে এশিয়ায় উদীয়মান ব্যাঘ্র খ্যাতি পাওয়া কয়েকটি দেশ মারাত্মক ডলারসংকটে পড়েছিল এবং তখন একমাত্র মালয়েশিয়া সেই সংকট ভালোভাবে সামাল দিতে পেরেছিল। কারণ মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বিদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উপেক্ষা করে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বানুমতি ছাড়া দেশের বাইরে একটি ডলারও পাঠানো যাবে না এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর এমন কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য আমেরিকাসহ অনেক পশ্চিমা দেশ তীব্র সমালোচনা করেছিল। কিন্তু মাহাথির মোহাম্মদ সেসব সমালোচনাকে পাত্তা দেননি। কারণ আগে দেশ বাঁচাতে হবে, পরে অন্য কিছু। তাই যে সংকট আমরা সৃষ্টি করিনি, যা সমাধানের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই, উল্টো আমরা যে সংকটের শিকার, সেই সংকট মোকাবেলা করতে হবে অনেক কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে এবং সেই পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণেও থাকতে হবে অতি সতর্ক।

লেখক: সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট এবং ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা



সিলেট থেকে সরাসরি ফ্লাইট যাবে নিউইয়র্কে : বিমান প্রতিমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণবিষয়ক এক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সুখের তুলনা করতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে যাবে, একটি পক্ষ থেকে এমন প্যানিক ছড়ানো হচ্ছে। বাস্তবে এর কোনো ভিত্তি নেই। বৈশ্বিক মন্দায় অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা বেহেশতে আছি। সুইস ব্যাংকের কাছে নতুন করে তথ্য চাওয়া হবে কি না, প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে অর্থপাচার হয়, তাদের কাছে তথ্য চাওয়া হলে তারা তথ্য দিতে চায় না। এটা তাদের মজ্জাগত সমস্যা। অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক সুইস ব্যাংকের কাছে অতীতে ৬৭ জনের নাম উল্লেখ করে চিঠি দিয়ে তথ্য চেয়েছিল। সে সময় তারা শুধু একজনের তথ্য দিয়েছিল। আরও কয়েকবার তথ্য চাওয়া হলেও তাদের রাষ্ট্রদূত বলেছেন তথ্য চাওয়া হয়নি।

অপরদিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন পপ্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী বলেছেন, 'আমরা এতদূর অগ্রসর হয়েছি যে, আগামীতে সিলেট থেকে সরাসরি নিউইয়র্কে ফ্লাইট যাবে।' শুক্রবার সিলেটে ওসমানী বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে এমন কথা বলেন তিনি। বিমান প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে রিজিওনাল হাব হিসেবে ব্যবহার করতে এ বিমানবন্দরে উন্নয়ন কাজ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে রানওয়ে বড় করাসহ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে নতুন টার্মিনাল ভবনের কাজ চলছে।'

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, সিলেট জেলা ও মহনগর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

জনসন অ্যান্ড জনসন 'বেবি পাউডার'

(প্রথম পাতার পর)

ঘোষণা জনসনের বিশ্ববাজারে ২০২৩ সালে শিশুদের ট্যালকযুক্ত পাউডার (বেবি পাউডার) বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে জনসন অ্যান্ড জনসন (জেঅ্যান্ডজে)।

বৃহস্পতিবার ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানটি এ ঘোষণা দেয়। নিরাপদ ব্যবহারসংক্রান্ত ভোক্তাদের হাজারো মামলার মুখে দুই বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যটির বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিল কোম্পানিটি। কোম্পানিটি বলেছে, বৈশ্বিকভাবে চাহিদা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে তারা ভুট্টা থেকে নেওয়া উপাদান কর্নস্টার্চযুক্ত সব ধরনের বেবি পাউডার বিক্রি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা আরও বলেছে, কর্নস্টার্চযুক্ত বেবি পাউডার বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশেই ইতিমধ্যে বিক্রি হয়েছে। জনসন অ্যান্ড জনসনের তৈরি বেবি ট্যালকম পাউডারে অ্যাসবেস্টসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যা ক্যানসারের ঝুঁকি তৈরি করে এমন অভিযোগে করা ভোক্তা ও তাদের স্বজনদের প্রায় ৩৮ হাজার মামলা মোকাবিলা করতে হচ্ছে কোম্পানিটিকে। কার্সিনোজেন নামে পরিচিত উপাদানটি জীবন্ত কোষে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

নিউইয়র্কে সালমান রুশদির ওপর

(প্রথম পাতার পর)

অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজন মঞ্চে ছুটে আসেন। ঘটনাস্থলে থাকা লোকজন হামলাকারীকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। তবে রুশদির অবস্থা বর্তমানে জানা যায়নি।

এদিকে, নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশ ঘোষণা করেছে যে সালমান রুশদির গলায় ছুরিকাঘাতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাকে হেলিকপ্টারে করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হামলাকারী পুলিশ হেফাজতে রয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৫ আগষ্ট সোমবার

(প্রথম পাতার পর)

রক্তের উত্তরাধিকার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। ঘাতকরা সেদিন হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামালকে। আরো দুটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগ্নে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর সহধর্মিণী আরজু মনিকেও।

১৫ আগস্টের ওই হত্যাকান্ড আলোড়ন তুলেছিল সারা বিশ্বে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নোবেল জয়ী পশ্চিম জার্মানীর নেতা উইলি ব্রানডিট বলেন, 'মুজিবকে হত্যার পর বাঙালীদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যে বাঙালী শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে তারা যেকোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ড ছাড়াও এ দেশের জন্য ঘটনাবহুল একটি মাস আগস্ট। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট রাজধানীতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে দলের সভাপতি শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলার ঘটনায় বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা চালায় জঙ্গিরা। এদিকে ১৫ আগষ্ট সোমবার 'জাতীয় শোক দিবস' স্মরণে প্রতিবছরের মতো এবারও জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী ঐদিন দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ঐদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে (৩৭-২২ ৭৩ স্ট্রীট) এই কর্মসূচী পালিত হবে। এই কর্মসূচী সফল করতে মীর নিজামুল হককে আহ্বায়ক, সোহেল গাজী-কে সদস্য সচিব, মইনুল ইসলামকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং আসিফ বারী টুটুলকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক করে একটি কমিটি গ্রহণ করা হয়েছে। কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ এ আজাদ ও আব্দুল হামিদ, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও হাজী এনাম, চেয়ারম্যান মামুন মিয়াজী, চেয়ারপার্সন বিপ্লব সাহা এবং কো চেয়ারপার্সন সাখাওয়াত বিশ্বাস।

'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি ১৫ আগষ্টের কর্মসূচী সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

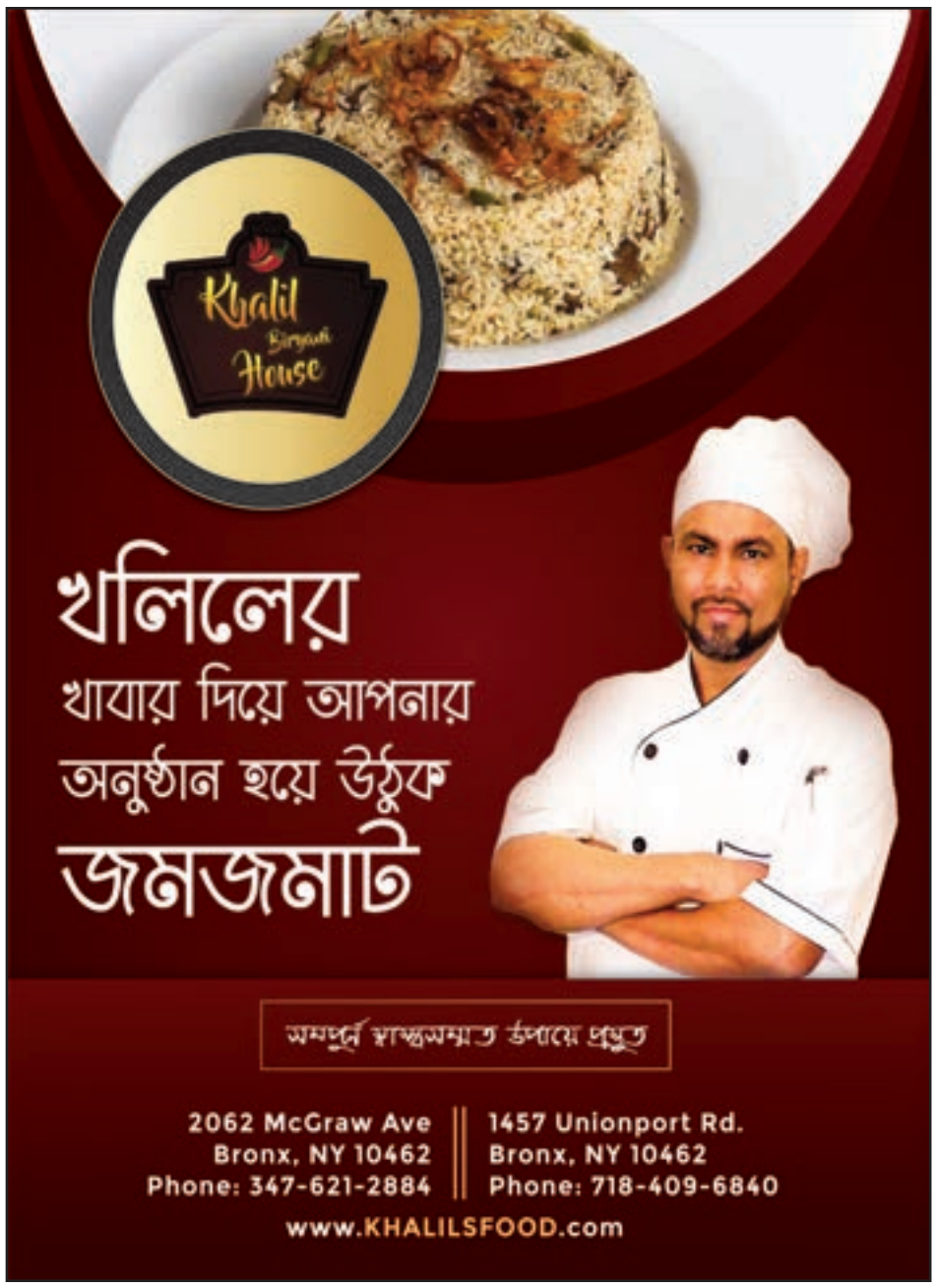
এছাড়াও বাংলাদেশ ক্লাব ইউএসএ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১৫ আগষ্ট সোমবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে (২৭-২২ ৭৩ স্ট্রীট) এই কর্মসূচী চলবে।

'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ ১৩ আগষ্ট শনিবার বিকেল ৭টায় জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজ করে।

পুলিশের গুলিতে অস্ত্রধারী নিহত

(প্রথম পাতার পর)

প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি একটি সাদা গাড়িতে করে ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। ওহাইও অঙ্গরাজ্যের হাইওয়ে টহল পুলিশের মুখপাত্র নাথান ডেনিস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ওই ব্যক্তিকে ধাওয়া করা হয়েছিল। তিনি তখন পুলিশের এক সদস্যকে গুলি করেন। এরপর পুলিশের সঙ্গে ওই সন্দেহভাজনের গোলাগুলি শুরু হয়। একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি নিহত হন। ওই ব্যক্তির নাম রিকি শিফার। তাঁর বয়স ৪২ বছর। তিনি কট্টর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে আগেই হামলা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন রিকি শিফার নামের ওই ব্যক্তি। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ট্রুথ সোশ্যালের প্রতিষ্ঠাতা।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


অগাস্ট মাসের
প্রাথমিক নির্বাচন
ব্যালটে থাকবে:
• ইউনাইটেড স্টেটস হাউস অব রিপ্রেসেন্টেটিভ
• স্টেট সিনেট
অগ্রিম ভোট: ১৩ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট
নির্বাচনের দিন: ২৩ অগাস্ট
নির্বাচনের দিন পর্যন্ত
অপেক্ষা করবেন না।
অগ্রিম ভোট দিন!
• ভোট দেয়ার জন্য আরও নয়টি দিন
• বর্ধিত সময়-সূচী এবং
সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ভোট দেয়ার সুযোগ
• কম সময়ে এবং সহজে চেক ইন করার জন্য
ফাস্ট পাস ট্যাগটি সাথে করে নিয়ে আসুন
আপনার ভোটকেন্দ্র খুঁজে নিন এবং সময়-সূচী জানুন:
VOTE.NYC অথবা 866-VOTE-NYC নম্বরে কল করুন
VOTE NYC
Board of Elections
City of New York



বাবা হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করে যা বললেন রাজ

বিনোদন ডেস্ক: অবশেষে বাবা-মা হয়েছেন অভিনেতা শরিফুল রাজ ও চিত্রনায়িকা পরীমনি। রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে বুধবার তাদের পুত্র সন্তান হয়েছে বলে জানিয়েছেন শরিফুল রাজ।

বাবা হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত রাজ। তিনি বলেন, 'আমার কেমন আনন্দ লাগছে এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। যারা বাবা-মা হয়, কেবল তারাই এটা বুঝবে। বাবা-মা না হলে এই অনুভূতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।'

রাজ বলেন, 'পরী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় ওকে সময় বেশি দেয়ার চেষ্টা করেছি। পরীমণির পাশে সার্বক্ষণিক থাকার চেষ্টা করছি। এই সময়টায় প্রতিটি দিন নতুন নতুন অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছি। অবশেষে আমাদের সন্তান আমাদের কাছে এলো। সবার দোয়া চাই।'

ছেলের নাম কি রাখছেন জানতে চাইলে সদ্য বাবা উত্তরে জানান, মাত্র তো ও এলো একটু রেস্ট নিক। নাম ঠিক করাই আছে। সে নাম আনুষ্ঠানিকভাবেই রাখা হবে।

এ দিকে বাবা হওয়ার পর ভক্তদের সঙ্গে অনন্দের খবরটি শেয়ার করেছেন শরিফুল রাজ। বর-বউ সাজে নিজেদের একটি ছবি পোস্ট করেছেন রাজ। তিনি লিখেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। অভিনন্দন আমার প্রিয় স্ত্রী পরীমণি। আমাদের ছেলে হয়েছে।'

গত বছরের ১৭ অক্টোবর গোপনে একে-অপরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন পরীমণি ও শরিফুল রাজ। তবে খবরটি প্রকাশ্যে এনেছেন এ বছরের ১০ জানুয়ারি। একইদিন ঘোষণা করেন, সন্তান আসছে তাদের ঘরে। এর পর ২২ জানুয়ারি পারিবারিক আয়োজনে বিয়ে সারেন তারা।



পরীমণির ছেলের নাম নিয়ে যা বললেন তসলিমা নাসরিন

বিনোদন ডেস্ক: পুত্রসনমশানের বাবা-মা হয়েছেন আলোচিত তারকা জুটি শরিফুল রাজ ও পরীমণি। ১০ আগস্ট সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নতুন অতিথি রাজ্য'র জন্ম হয়। কোনও লুকোচুরি নয়, ২৪ ঘণ্টা না পোংতেই সনমশানের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন মা পরীমণি। জানালেন নামও।

তবে স্বামীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে পরীমণির ছেলের নাম 'রাজ্য' রাখা পছন্দ হয়নি ভারতে নির্বাসিত বাংলাদেশী লেখক তসলিমা নাসরিনের। বৃহস্পতিবার (১১ আগস্ট) দুপুরে ফেসবুকে এই প্রতিক্রিয়া জানান লেখিকা।

তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, 'স্বামীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে বাচ্চার নাম রাখাটা বিশেষ পছন্দ হয়নি। স্বামীটামীরা আজ আছে, কাল নেই। সন্তান তো চিরদিনের। পরী তার নামের সঙ্গে মিলিয়ে সুন্দর একটি বাংলা নাম রাখতে পারতেন।'

তসলিমা তার পোস্টের শুরুতে অবশ্য পুত্রের ছবি প্রকাশ করায় পরীমণির প্রশংসা করেছেন। লিখেছেন, 'সিনেমার নায়িকারা আজকাল একটা ঢং করে, বাচ্চা হলে বাচ্চার মুখ দেখাবে না, পেছন থেকে বাচ্চাকে দেখাবে, অথবা মুখটা একটা লাভ সাইন দিয়ে ঢেকে দেবে। যখন বাচ্চার মুখ দেখার জন্য লোকে অধীর আগ্রহে বসে থাকবে না, তখন, হয়তো সেটা কয়েক বছর পর, দেখাবে। পরীমণি বাংলাদেশের সিনেমার নায়িকা। তিনি অন্য নায়িকাদের মতো বাচ্চার মুখ না দেখানোর ঢংটা করেননি বলে ভালো লাগলো। প্রথম দিনই বাচ্চার চেহারা দেখিয়ে দিয়েছেন জনগণকে।'

অস্ট্রেলিয়া মাতিয়ে এলেন দোলা

বিনোদন ডেস্ক: গেল মাসের শেষ প্রান্তে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে গিয়েছিলেন এই প্রজন্মের মিষ্টি কণ্ঠের গায়িকা আসিয়া ইসলাম দোলা। মূলত অস্ট্রেলিয়ার একটি বাংলাদেশী অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেই দোলা গিয়েছিলেন।



অস্ট্রেলিয়ার সেই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন শেষে সেখানে এক সপ্তাহ ঘুরে বেড়ান এবং একটি ওয়ার্কশপও করান দোলা। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে এরই মধ্যে দেশে ফিরেছেন তিনি।

দোলা জানান, মঞ্চে তার গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রোতা-দর্শক। দোলা যখন মঞ্চে উঠেন একের পর এক আরও গান গাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ আসতে থাকে। মঞ্চে টানা যে গানগুলো দোলা পরিবেশন করেন, সেগুলো হচ্ছে- 'হাসতে দেখো গাইতে দেখো', 'নিজাম উদ্দিন আউলিয়া', 'সাদা সাদা কালা কালা' ছাড়াও কিছু দেশাত্মবোধক গান ও কিছু হিন্দি গানসহ আরও বেশ কিছু জনপ্রিয় গান।

দোলা বলেন, পুরো আয়োজনটিই ছিল এক কথায় অসাধারণ। রানা ভাই ও রাজীব ভাইয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার কারণেই আমি চমৎকারভাবে পারফরম্যান্স করতে পেরেছি। আর যারা আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তারাও বেশ আন্তরিক ছিলেন। তাদের আতিথেয়তা, তাদের ভালোবাসায় মুগ্ধ আমি। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছি। আমার সংগীতজীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো একটি ট্যুর এটি।

গেল বৈশাখে তার সর্বশেষ মৌলিক গান 'এলোরে বৈশাখ' প্রকাশ হয়। গানটি দোলারই লেখা ও সুর করা। আর-টিভি ফোক স্টেশনের সিজন ফোর-এ দোলা তিনটি গান গেয়েছেন। গান তিনটি হচ্ছে- 'পোষা পাখি',' কৃষ্ণ পক্ষ', ও ' শিরনী খাওয়া'। এরই মধ্যে তার নিজের তিনটি মৌলিক গানও প্রকাশিত হয়েছে। গানগুলো হচ্ছে- 'হেলে দুলে'-লিখেছেন সুদীপ কুমার দীপ, সুর করেছেন লিংকন এবং পুনঃসংগীতায়োজন করেছেন আবিদ কবির, দোলার নিজের কথা ও সুরে 'কাঁচের চুড়ি'-সংগীতায়োজন করেছেন আবিদ কবির এবং 'পারি না সামলাতে' গানটি লিখেছেন সুদীপ কুমার দীপ ও সুর-সংগীত করেছেন নাভেদ পারভেজ। এ ছাড়া তৈরি আছে 'বন্ধু কৃষ্ণ আমি রাধা', গানটি লিখেছেন আহসান শাহ এবং সুর করেছেন এফকে স্বপন, সংগীতায়োজন করেছেন তুহিন আহমেদ। এ ছাড়া অটমুনাল মুনের লেখা ও সুরে আরও একটি গান তৈরি আছে। দোলা নিয়মিত স্টেজ শোতে ব্যস্ত রয়েছেন। স্টেজ শোতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

সাবেক প্রেমিককে নিয়ে বিরক্ত শাকিরা!



বিনোদন ডেস্ক: বেশ কিছুদিন ধরেই কাজের চেয়ে কর ফাঁকির মামলা এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন জনপ্রিয় কলম্বিয়ান পপ গায়িকা শাকিরা। বর্তমানে যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই বিষয়গুলো নিয়ে গণমাধ্যমের নানা প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হচ্ছে তাকে। আর এতেই অনেকটা বিরক্ত এই গায়িকা।

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়, বিচ্ছেদের কয়েক সপ্তাহ না পেরুতেই চুটিয়ে প্রেম করছেন তার সদ্য সাবেক প্রেমিক জেরার্ড পিকে। মাত্র ২৩ বছরের এক ছাত্রীর সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এর আগেও এক ১১ বছর এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন জেরার্ড পিকে। তবে এই জুটি কখনও বিয়ে করেনি, কিন্তু সেই ঘরে সাশা ও মিলান নামের দুটি সন্তানও নাকি রয়েছে। যদিও সেই নারীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন জেরার্ড।

সাবেক প্রেমিকের এমন কীর্তি নিয়ে সম্প্রতি শাকিরার মন্তব্য জানতে চান গণমাধ্যম কর্মীরা। আর এতেই বিরক্ত হন এই গায়িকা। তিনি বলেন, 'জেরার্ড এখন আমার কাছে সাবেক। তার নিজেস্ব জীবন আছে। যত দিন আমাদের সম্পর্ক ছিল, তত দিন তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা সমীচীন ছিল। কিন্তু এখন তার কথা আমার কাছে কেন জানতে চাচ্ছেন? জীবন তার, সে কী করবে না করবে সেটা তার বিষয়। দয়া করে আমার বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

উল্লেখ্য, কলম্বিয়ান এই পপতারকা ২০১০ সালের বিশ্বকাপের থিম সং 'ওয়াকা ওয়াকা' দিয়ে দুনিয়া মাতিয়েছেন তিনি। রাতারাতি তারকা বনে চলে গেছেন। বিশ্বের প্রভাবশালী তারকাদের তালিকায় ওপরের দিকে তার নাম। অথচ সম্প্রতি সেই শাকিরার বিরুদ্ধেই মোটা অঙ্কের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, ৪৫ বছর বয়সী গায়িকা শাকিরাকে প্রসিকিউটররা ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে তার অর্জিত আয়ের ১৪.৫ মিলিয়ন ইউরো স্প্যানিশ ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য তার বিরদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন। বর্তমানে এই মামলা থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের নিয়েও বেশ চিন্তায় আছেন শাকিরা।

ওরা ১১ জনের মুক্তির ৫০ বছর



বিনোদন ডেস্ক: স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন'-এর মুক্তির ৫০ বছরপূর্তি ছিলো ১১ আগষ্ট। ঐতিহাসিক এই চলচ্চিত্রটি এখন বাংলাদেশের সবচাইতে বড় দুর্লভ চলচ্চিত্রের আর্কাইভ চ্যানেল আই আর্কাইভে অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক এ চলচ্চিত্রটির প্রযোজক মাসুদ পারভেজ ওরফে সোহেল রানা। পরিচালক ছিলেন চাষী নজরুল ইসলাম।



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com



Chief Guest & Inaugurator

ABU ZAFAR MAHMOOD

Chairman and CEO
Bangla CDPAP Services Inc
Alegra Home Care Inc

BANGLA CDPAP

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
888-212-3237

"সাত সমুদ্র তের নদী
বাঙালীয়ানা নিরবধি"

7th

BACA

BANGLA CDPAP & ALEGRA
Street Fair 2022

বাংলা সিডিপ্যাপ এন্ড অ্যালেগ্রা
বাংলা মেলা

সিলেটে ও সুনামগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ২২০০ পরিবারে খাবার দিয়েছি, আপনারাও দিন।



আপনজনদের দুর্ভোগ মোকাবিলায় আত্মত্যাগের যোগ্যতা একটি বিরল বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর বিশেষ পুরস্কার। আমরা এই মহা পুরস্কারের অধিকারী হতে চাই।



সিলেট ও সুনামগঞ্জে যোগাযোগ:
কবির মিয়া
০১৭১৯৩২৭৬৪০ (বিকাশ)
লেইক সিটি, আখালি, সিলেট শহর



"দুর্যোগে-দুর্দশা-বিপদে থাকতে হবে এক সাথে। দরদ ও সেবা পরিবার এবং সমাজের নিবিড় বন্ধনের প্রধান প্রমাণ। দরদ ও ভালোবাসাহীন কর্মকান্ডে মনুষ্যত্ব নেই"

"সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন করছি। আপনারাও করুন"







বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক

banglacdpap.com | alegracare.com | 888-212-3237 (Toll Free)

Special Guest

Luis R. Sepulveda
New York State Senator
Marjorie Velazquez
City Councilmember
Karines Reyes
New York State Assemblywoman
Ajmol Hossain Kunu
Former President, Bangladesh Society Inc.
Badrul Hossain Khan
President, Jalalabad Association America Inc.
Ruhul Amin Siddiki
General Secretary, Bangladesh Society Inc.
Mohammed N Mazumder
Master at Law
Abdul Hashim Hasnu
Founder President, BACA
Moinul Islam
General Secretary, Jalalabad Association America Inc
Fokrul Islam Delwar
President, Jamaica Bangladesh Friend society
Abdul Wahid Chowdhury
President, Bangla Bazar Business Association
Sheikh Al Mamum
Principal, Mamun Tutorial
Juhaib Choudhury
Community Activist

Venue:
Waterbury Ave
(Bet, Zerega & Seabury AVe)
Bronx, NY 10462

বিশেষ আকর্ষন

14 AUGUST
Sunday
11 AM to 8 PM

স্টলের জন্য যোগাযোগ:
আব্দুল হাসিম হাসনু
৬৪৬-৫৪১-৮৫৯১
শাহ বদরুজ্জামান রুহেল
৬৪৬-৩৯১-৭৯৬৭
মাকসুদা আহমেদ
৩৪৭-৩৯৩-০৭৬২
মোহাম্মদ সাদী মিন্টু
৭১৮-৮২০-৩৬১৯
শাহ কামাল উদ্দিন
৩৪৭-৯৯৮-৩৮৭৮



Free Kids Ride

স্টল কমিটি
ম্যাগাজিন কমিটি
প্রচার ও যোগাযোগ কমিটি
অভ্যর্থনা কমিটি

আমন্ত্রণে: বাংলা মেলা উদযাপন কমিটি ২০২২

সৈয়দ ইলিয়াস খসরু
আহবায়ক
৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

শহিদুল ইসলাম তুইয়া
প্রধান সমন্বয়কারী
৬৩১-৮২৯-৫৩৩৯

আহমেদ ফয়সল
সদস্য সচিব
৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩

Sponsors

H. Bruce Fisher Esq., P.C.
212-957-3634
917-597-6349
Text 212-212
Personal Injury and Medial Malpractice

Starling Diagnostics
1480 East Ave, The Bronx, NY 10462
(718) 319-1610

রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

Homebridge
Moinul Islam
Realtor
917-535-4131

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ahad Ali, CPA
Tel: 929-371-9915

MEADOWBROOK
Akib Hussain

Khalil Biryani
646-763-5073

Parkchester
Bronx Realty

Asian Driving School
718-828-2742

Mamun's Tutorial
(718) 507-2113

Al Aqsa Restaurant
WE DO DELIVER+CATERING FOR ALL OCCASIONS!
Open 7 Days
2107 Starling Avenue, Bronx, NY 10462

SYLHET MOTORS
(917) 749-5483

ফাতেমা বাদার্স ইনক
917-494-5163

Sarwor Khan
Cell:347-665-7580

PERRY D. SILVER
Attorny at Law
Cell: 917.533.1033

কুইন সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
718-505-8500
2451 East Tremont Ave, Bonx, NY

মেলায় বন্যার্তদের পুণর্বাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অনুদান সংগ্রহ করা হবে

আহাবাব চৌধুরী খোকন
সভাপতি, ৯১৭-৯৬৯-১৯৯১

শুভেচ্ছান্তে

মাকসুদা আহমেদ
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, ৩৪৭-৩৯৩-০৭৬২

আয়োজনে
বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক
Bangladeshi American Cultural Association Inc
501(C) (3) Nonprofit Charitable Organization
প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক: সোহেল আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত
www.bacaus.com



সাহিত্য সাময়িকী

কৌতূহল
রেজাউদ্দিন স্টালিন

তুলে রাখছি বুক পকেটে
অনেক কথার মেঘ,
তুলে রাখছি মন লকেটে
অজানা উদ্বেগ ।

নীল তারারা থাকে কোথায়
পরীর ডানা নীল,
থাকে কোথায় লাল পদ্ম
সাদা শঙ্খচিল ।

থাকে কোথায় নীল কেউটে
পাহাড়ে নিভৃতে,
গুহা কোথায় কোন ঈশানে
অথবা নৈর্ঋতে ।

কোন আকাশে ওড়ে ঈগল
সমুদ্রে দেয় ডিম,
মেঘ ডাকলে কোন কারণে
পাখির হৃদয় হিম ।

কোন সুদূরে রঙধনুটা
বাঁকিয়ে রাখে মুখ,
কোন কারণে মনে এসব
প্রশ্নরা উন্মুখ ।

শিশু যেমন এক পলকে
দেখতে থাকে সব,
আমি তেমন চোখ মেলেছি
শুনছি কলরব ।

ঘোর
রেজা শামীম

এলার্মের শব্দে শেষরাতের ঘুম ভেঙে গেলে
এক চোখে আবছায়া দিন আর অন্য চোখে
অন্ধকার নিয়ে অনিচ্ছুক জেগে উঠি ।

তখন অসমাপ্ত স্বপ্নের পরিণতি দেখার জন্যে
অর্ধেক শরীরকে বিছানায় শুইয়ে রেখে
বাকি অর্ধেক শরীর অভ্যেসবশে হেঁটে যায় বাথরুমে ।

শোবার ঘরে উৎসুক উঁকি দিয়ে
ঘুমন্ত স্ত্রী কন্যার মুখ অপরিচিত লাগলে
নিজেকে মনে হয় অন্যঘরে ঢুকে পড়া ভুলমানুষ ।

সুতরাং অনাহুত আমি দেয়ালে টাঙানো
হ্যাপি হ্যাপি ফ্যামিলি পিকচারের ফ্রেম থেকে
সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসি সন্তর্পণে ।
এই সময়টাতে আমি বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝখানে
পার্টিশন পাঁচিলের উপর ঘোরলাগা হাঁটি ।

কারো কারো এমন ঘোর সারাদিনে কাটে না
কেউ কেউ এই ঘোরে থেকে যায় আজীবন ।

অতলান্তে আছি পর্বতেও আছি
স.ম. শামসুল আলম

খুঁজো না আমাকে সমতটে, সমান্তরালে
খুঁজো না কখনো বনভূমি, মাঠ, আলে, পরিচিত সংসারে
স্বেচ্ছা নির্বাসনও নয়, কোনো এক মৃত্যুকূপে

অন্ধ সেজে অবরুদ্ধ আছি
আমার কপালে ঘাম নেই, বোধের উষ্ণতা নেই অমোঘ শরীরে
চিরায়ত পারিপার্শ্বিকতা ভুলে অন্য এক নিদাঘ অবগাহন
কুচি-করা ঘটিহাতা ফ্রক-বালিকার মতো উৎফুল্ল নই
উদোম বালকের লাটিম ঘুরানোর দিন অপহৃত
আদিম সংঘাতে মেতে থাকা মানুষের অট্টহাসি
খুঁজেও পাবে না আমাকে এইসব কোলাহলে, জনারণ্যে
আমার থাকা না-থাকায় সার্বিক বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত নয়
আবার উপকৃত হবার মতো কোনো উচ্ছ্বাসও দেখাতে পারিনি
তবু আছি, অন্যভাবে আছি, কেন জানি আছি
অতলান্তে আছি, পবর্তেও আছি ।

সৃষ্টির অধিক তুমি স্রষ্টা
জেবুন্নেছা জোৎস্না

পাঁচটি অক্ষর, সাতটি অনুমান আর সাত কাঠামোয়
ব্যর্থ হয়েও যেন তুমি সৃষ্টির অধিক স্রষ্টা!
সূর্যের উষ্ণ ক্ষমতায় ভ্যান গগের কর্তিত কানের রক্তে
আঁকো তাই হলুদ সূর্যমুখী, আর আঁধারে শুঁকতারা!

হঠাৎ ঝুনঝুন শব্দে কাঁপে তোমার বসন্ত জলাভূমি!
ভাবলে, হয়তো এলো পরিযায়ী সাইবেরিয়ান রাজ-শরালি!
ডানার শব্দ কাছে হতেই ঘটে ভ্রমের ভ্রান্তি-
বুঝলে, ওরা বুঝি বন্দুক ঠোঁটে জমিনে পাথর ছোঁড়া
লাখ লাখ আবাবিল পাখির যোদ্ধা বাহিনী!

বসন্তের সেই রাতে চন্দ্র, শুকতারা আর তারাদের
অবস্থান নির্ণয়ে- তুমি মুগ্ধ হয়ে দেখো পিউপলে
ইউক্রেনের আকাশে ঝরে মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্রের বৃষ্টি!

ঈশ্বরের ইচ্ছায় মুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত অজস্র শরীর-
যেন পারমাণবিকতায় বিধস্ত ফুকুশিমা- চেরনোবিল!
তুমি তখন রক্তের তেজস্ক্রিয়তা শুষে নিতে
মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিলে জমিনে সূর্যমুখী বীজ!

তোমার ক্যানভাস জুড়ে হাসে উজ্বল সূর্যমুখী-
তাঁরা কারো পত্নী, কারো ভগ্নী, পিতা-মাতা, সন্তানাদি-
কেবল তুমি আর পুতিন দেখলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি!

সময়টা তোমাদের দখলে বলে
এইচ বি রিতা

শীতল কৌমুদীধারা, বিনয়ী বাতাস, ছেড়েছে শহর
আঁধার গিলে খেয়েছে কাস্তের বাঁকা চাঁদ
মেঘদূতের যক্ষপত্নী-অশ্রুজলে ভিজিয়ে যায় যাকে
তাকেও নিতে হয় অভিশাপ
সময়টা তোমাদের দখলে বলে ।

পাঁজর ফুঁড়ে উঁকি দেয়া ক্যারাপাস হাড়গুলো
আচ্ছাদিত করে যাকে,
তার বুক মাড়িয়ে যাও! এ কেমন প্রতিশোধ বলো-
চাঁদকে গিলে খাবে বলে সমুদ্র জলে
তোমরা নিজেরাই বারংবার ডুবে যাও ।

ভুলে যাও তোমরা ফিনিক্সের নবজন্ম সূত্র, তাই-
আত্মবিলুপ্তির সবটুকুই যোগান দিয়ে যাও ।

বলি, এভাবেই তোমরা বারংবার হেরে যাও ।

অনুভব চাষি
বেনজির শিকদার

ফুটেছে সফেদ বেলি, ঘ্রাণে ভাসে মনপ্রাণ, দোলা লাগে বোধে ।
ফুলেরা মেঘের মতো, শুষে নেয় ঘন ক্ষত, চাপ চাপ রোদে!
গাছেরা ঘুমের ঘোরে সবুজাভ কাছেদূরে; মেলে দেয় পাখা;
পাখিদের মায়াচোখে কতকিছু দেখে লোকে; অনাবিল খাঁখাঁ!

ফাঁকি যদি ধ্রুব হয়; আঁকি তবে কার মুখ? দিনমান ভাবি,
জীবনের মানে নেই, মরণের কাছে তবু সামান্য এ দাবী ।
নিয়ে যেও মায়াপুরে, যেখানে আনন্দ ঘোরে বিষাদের কাছে ।
সেখানে ফুলের ঘ্রাণে, ফুটবো অলীক-টানে নামহীন গাছে ।

অনুমিত ফলাফলে চরণের চলাচলে, বায়ুযোগে দুলি;
আমার আমিত্ব ভরে, স্বরে-সুরে গান ধরে মায়া বুলবুলি!
বিবিধ এ বিশ্বনীতি, জুড়ে আছে দুর্গতি, দ্বিধার শহর ।
মানুষেই ধ্রুবজ্যোতি, মানুষ আপন অতি; হয় তবু পর!

প্রেমের মাধুর্যফুলে জগতের মায়ামূলে, মানুষের হাসি!
বিষাদে বিরহ আঁকি, নীরবে কাছেই থাকি; অনুভব চাষি ।

সাকিব বেটউইনার না ছাড়লে সাকিবকে ছাড়তে পারে বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক: এশিয়া কাপের দল কি আজ ঘোষিত হবে? এসিসির কাছ থেকে পাওয়া বর্ধিত সময়ের হিসাবে আজকের মধ্যেই দল ঘোষিত হয়ে যাওয়ার কথা। তবু প্রশ্নটা করতে হচ্ছে এ কারণে যে কাল রাত পর্যন্ত একটা বড় প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না মিনহাজুল আবেদীনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটিরই–সাকিব আল হাসান কি দলে থাকবেন?

প্রশ্নটা তুলে দিচ্ছে বেটিং প্রতিষ্ঠান বেটউইনারের অঙ্গসংগঠন ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট বেটউইনার নিউজের সঙ্গে সাকিবের করা পণ্যদূতের চুক্তি। বিসিবি মনে করে, সাকিবের এ রকম একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্যদূত হওয়াটা দেশের আইন এবং ক্রিকেট নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বেটিং প্রশ্নে যেহেতু বিসিবির 'জিরো টলারেন্স' অবস্থান, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাকিবের চুক্তি তারা মেনে নেবে না।



সাকিবকে এই বার্তা দিয়ে চুক্তি বাতিলও করতে বলেছে বিসিবি। তাঁকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বেটউইনারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিসিবিকে নিশ্চিত করতে। সেটি জানানোর শেষ সময় ছিল গত মঙ্গলবার। কিন্তু যত দূর জানা গেছে, কাল রাতে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সাকিব তাঁর অবস্থান বদলানোর কোনো সিদ্ধান্ত বিসিবিকে জানাননি। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থান নাকি আগের মতোই। বেটউইনার নিউজ যেহেতু সংবাদভিত্তিক একটি ওয়েবসাইট, তাদের সঙ্গে চুক্তিতে কোনো সমস্যা দেখেন না সাকিব।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করা সাকিবের দেশে ফেরার কথা ১৪ আগস্ট। কিন্তু এশিয়া কাপের দল ঘোষণার জন্য তত দিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয় বলে সাকিবের বর্তমান অবস্থানের ভিত্তিতেই তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিসিবিকে।

সাকিব যদি বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যেও বেটউইনার ছাড়ার সিদ্ধান্ত বিসিবিকে না জানান, তাহলে হয়তো তাঁকে ছাড়াই হবে এশিয়া কাপের দল। অন্তত বুধবার রাত পর্যন্ত বোর্ডের শীর্ষ মহলে চিন্তাটা সে রকমই ছিল। বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান মুঠোফোনে সেই অবস্থানের কথা জানিয়ে বলেছেন, 'আমি আগেই বলেছি, এটা মেনে নেব না। ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে আমার জিরো টলারেন্স অবস্থান। এখন অন্যদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড পরিচালকও বলেছেন একই কথা, 'সাকিব বলেই সিদ্ধান্তটা অনেক বড়। কিন্তু দেশের আইনের কথা, ক্রিকেট বোর্ডের ভাবমূর্তির কথাও আমাদের ভাবতে হবে। এসবের উর্ধ্বে কেউ নয়। ও (সাকিব) যদি ওর সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তাহলে আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্য যারা আছে, তাদের নিয়েই এগোতে হবে।'

জানা গেছে, সাকিবের আগে বেটউইনার নিউজ পণ্যদূত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ দলের আরেক ক্রিকেটারকে। কিন্তু বেটিং-সংগিমঠষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে সেই ক্রিকেটার প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেন। পরে বেটউইনার নিউজ ওই ক্রিকেটারকে দেওয়া প্রস্তাবের প্রায় দ্বিগুণ টাকায় চুক্তি করে সাকিবের সঙ্গে। টাকার অঙ্ক ১০ কোটি টাকার আশপাশে বলে শোনা যাচ্ছে।

বোর্ড সভাপতির নেতৃত্বে বিসিবির শীর্ষ কর্তাদের সাকিবকে নিয়ে আলোচনায় বসার কথা বৃহস্পতিবার দুপুরে। সে আলোচনায় সাকিবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানানোর পরই দল ঘোষণা করবেন নির্বাচকেরা। সেটি হতে পারে আজ বা আগামীকাল। সূত্র জানিয়েছে, শেষ পর্যন্ত যদি সাকিবকে ছাড়াই এশিয়া কাপের দল দিতে হয়, সে ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দেওয়া হতে পারে মাহমুদউল্লাহকে।

এর আগে ৪ আগস্টের বোর্ড সভায় এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি থেকে আগামী দুই বছরের জন্য সাকিবকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করাটা একরকম চূড়ান্তই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেট-উইনারের সঙ্গে তাঁর চুক্তির কারণে অধিনায়কত্বের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা সেদিন আর নেয়নি বিসিবি। তবে সাকিব নাকি এরই মধ্যে বিসিবির কর্তাদের অনুরোধ করেছেন, প্রয়োজনে তাঁকে অধিনায়কত্ব না দেওয়া হোক, তবু যেন বেটউইনার নিউজের সঙ্গে চুক্তিতে বাধা না দেওয়া হয়।

বোর্ড পরিচালকদের কেউ কেউ অবশ্য সাকিবের ব্যাপারে এখনই কঠোর সিদ্ধান্তে যাওয়ার পক্ষে নন। আজ পরিচালকদের সভায় তাই বিকল্প প্রস্তাবও আসতে পারে। সাকিব যেহেতু দু-তিন দিনের মধ্যে দেশে ফিরছেন, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বসে তাঁর চূড়ান্ত মত জানতে চাওয়ার প্রস্তাব আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে 'শর্ত সাপেক্ষে' এশিয়া কাপের দলে থেকেও যেতে পারেন সাকিব।

আরেকটি বিবেচনাও হয়তো আসবে। নুরুল হাসান, লিটন দাস ও ইয়াসির আলীর চোট এমনিতেই ভেঙেচুরে দিয়েছে দলটাকে। এ অবস্থায় সাকিববিহীন বাংলাদেশ আরও দুর্বল হয়ে পড়বে স্বাভাবিক। নুরুলের এশিয়া কাপে না খেলাটা তো নিশ্চিতই হয়ে গেছে, দলে থাকার সম্ভাবনা কম লিটন আর ইয়াসিরেরও। মেরুদন্ডের হাড়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ইয়াসিরের লম্বা সময়ের জন্যই মাঠের বাইরে চলে যাওয়ার শঙ্কা। কাল শেষ হওয়া জিম্বাবুয়ে সিরিজের দলের আর কারও কোনো চোটের সমস্যা আছে কি না, সেটি গত রাতের মধ্যেই নির্বাচকদের জানিয়ে দেওয়ার কথা দলের ফিজিওর।



৪৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বিপাকে জিম্বাবুয়ে

স্পোর্টস ডেস্ক: ৪৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বিপাকে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল। হাসান মাহমুদ, মেহেদি হাসান মিরাজের পর জিম্বাবুয়ে শিবিরে জোড়া আঘাত হানেন পেসার এবাদত হোসেন ও বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম।

২৫৭ রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের শুরু থেকেই সময়ের ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে জিম্বাবুয়ে। প্রথম দুই ওভারে ২ ওপেনারের উইকেট হারায় তারা। ইনিংসের প্রথম ওভারে হাসান মাহমুদের গতির শিকার হয়ে ফেরেন ওপেনার তাকুদজোয়ানাশে কাইতানো। তিনি ৫ বলে শূন্য রানে ফেরেন। আগের ম্যাচেও প্রথম ওভারে এই কাইতানোকে আউট করেন হাসান।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে শেষ বলে জিম্বাবুয়ের অন্য ওপেনার তাদিওয়ানাশে মারুমানিকে সাজঘরে ফেরান মেহেদি হাসান মিরাজ। চার বলে ১ রান করে ফেরেন মারুমানি।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর ম্যাচে অভিষেক হয় পেসার এবাদত হোসেনের। চতুর্থ ওভারে বোলিংয়ে এসে মাত্র ৩ রান খরচ করেন তিনি। ষষ্ঠ ওভারে বোলিংয়ে এসে ৩ রানের খরচায় এবাদত শিকার করেন মাধেভেরে ও সিকান্দার রাজার উইকেট।

এরপর জিম্বাবুয়ে শিবিরে জোড়া আঘাত হানেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম। তার বলে এলবিডবিউ হয়ে ফেরেন ইনোসেন্ট কায়া। তিনি ২২ বলে ১০ রানে ফেরেন। তাইজুলের দ্বিতীয় শিকারে পরিনত হন টনি মুনিয়োঙ্গা (১৩)। তার বিদায়ে ১৩.২ ওভারে ৪৯ রানে ৬ উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে।

বুধবার হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে আফিফ হোসেন ও এনামুল হক বিজয়ের জোড়া ফিফটিতে ভর করে ৯ উইকেটে ২৫৬ রান করল বাংলাদেশ। এদিন উদ্বোধনী জুটিতে স্কোর বোর্ডে ৪১ রান জমা করেন দুই ওপেনার তামিম ইকবাল ও এনামুল হক বিজয়। এনামুলের সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝির কারণে রান আউট হয়ে ফেরেন তামিম ইকবাল।

২৩টা গ্র্যান্ড স্ল্যাম কম কী? কোর্টকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত সেরেনা

স্পোর্টস ডেস্ক: 'যেটা ছিল না ছিল না, সেটা না পাওয়াই থাক। সব পেলে নষ্ট জীবন...।' অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা সেরেনা উইলিমাসের ভাবনার সাথে যেন মিলে যাচ্ছে বাঙালি গায়ক অনুপম রায়ের গানের এই লাইন। সেরেনাও আর মার্গারেট কোর্টের নজির নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করতে চান না।

আর একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেই কোর্টের ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নজির স্পর্শ করতেন। তাই সেরেনার অবসরের ভাবনায় হতাশ টেনিসপ্রেমীরা। তাদের মুখে আক্ষেপ। কোর্টের নজির স্পর্শের দোরগোড়ায় এসে কেন থেমে যাবেন বিশ্বের সাবেক এক নম্বর খেলোয়াড়? কিন্তু সেরিনা নিজেই আর ২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব নিয়ে ভাবতে চাইছেন না। টেনিস জীবনে যা পেয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট তিনি।



২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক বলেছেন, 'কিছু মানুষ হয়তো আমাকে সর্বকালের সেরা মানতে চাইবেন না। কারণ আমি কোর্টের নজির ছুঁতে পারিনি। কোর্ট এই নজির গড়েছিলেন ওপেন যুগের আগে। মানে ১৯৬৮ সালের আগে।' ২০১৭ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন তার শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব। সেরেনা বলেছেন, 'যদি বলি কোর্টের নজির স্পর্শ করতে চাইনি, তা হলে মিথ্যা বলা হবে। অবশ্যই চেয়েছিলাম নতুন নজির গড়তে। কিন্তু একটা সময়ের পর ওই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসেছি। ঠিক করি, কোো গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠতে পারলে তবেই আবার ওই নজিরটা নিয়ে ভাবব। মনে হয় এটা নিয়ে একটু বেশি ভেবে ফেলছিলাম। সেটা আমার কোনো কাজেই লাগেনি।'

আগামী মাসে ৪১ বছর পূর্ণ করবেন সেরেনা। মাতৃত্বকালীন বিরতির পর ২০১৮ সালে কোর্টে ফিরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালেই উঠেছেন। কিন্তু ২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অধরাই থেকে গিয়েছে তার। সেরিনা বলেছেন, 'আমার তো মনে হয়, ৩০টার বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম থাকা উচিত ছিল আমার। সন্তান হওয়ার পর ফিরে এসেও সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। কী করা উচিত ছিল, কী হতে পারত, কী হয়নি- এ সব নিয়ে আর ভাবতে চাই না। কিন্তু আমি ২৩ বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ভালই তো। আসলে এটাও অসাধারণ।'

টেনিসজীবনে ছ'বার ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সেরেনা। আগামী ২৯ অগস্ট শুরু হবে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম। আর এক বার কি চেষ্টা করবেন না? সেরিনা বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি উইম্বলডন জেতার মতো প্রস্তুতি নিতে পারিনি এ বছর। জানি না নিউইয়র্কের জন্য প্রস্তুত হতে পারব কী না। পারলে এক বার চেষ্টা করব।'

অনুরাগীদের প্রত্যাশা নিয়ে বলেছেন, 'জানি অনেকেই ভেবেছিলেন, লন্ডনে কোর্টকে ছুঁয়ে ফেলব আর নিউইয়র্কে তাকে টপকে যাব। তার পর তারা দারুণ একটা উৎসব করবেন। আশা হিসেবে এটা দুর্দান্ত। কিন্তু কোর্টের শেষ মুহূর্তে আমি কোনো উৎসব চাইনি।'



পরাজয়ের ম্যাচে জিম্বাবুয়ের জুটির রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক: নিশ্চিত পরাজয় জেনেও দারুণ ব্যাটিং করেছেন জিম্বাবুয়ের দুই লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যান রিচার্ড এনগারাভা ও ভিক্টর নিয়াউচি। শেষ উইকেটে জিম্বাবুয়ের এই দুই পেসার ৫৮ বলে ৬৮ রানের রেকর্ড জুটি গড়েন।

খেলায় ২২.৬ ওভারে ৮৩ রানে ৯ উইকেট হারানো জিম্বাবুয়ে শতরানের নিচেই অলআউটের শঙ্কায় পড়ে যায়। সেই অবস্থা থেকে দলকে টেনে দেড়শ পার করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এনগারাভা ও নিয়াউচি। এর আগে ২০১০ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শিঙ্গিরাই মাসাকাদজা ও ইয়ান নিকলস ৬০ রানের জুটি গড়ে ছিলেন। তাদের সেই জুটির রেকর্ড ১২ বছর স্থায়ী ছিল। বুধবার হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে হোয়াইটওয়াশ এড়াতে নেমে আফিফ হোসেন (৮০) ও এনামুল হক বিজয়ের (৭৬) জোড়া ফিফটিতে ভর করে ৯ উইকেটে ২৫৬ রান করে বাংলাদেশ।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৩২.২ ওভারে ১৫১ রানে অলআউট হয় স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশ দলের হয়ে ১৭ রানে ৫ উইকেট নেন মোস্তাফিজুর রহমান।

চিত্রে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক'র বনভোজন-২০২২





























নিউ ইয়র্কে ৮৬ এসএসসি ব্যাচে সদস্যদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ-নিউ ইয়র্কে এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এসএসসি ৮৬ ব্যাচের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩১ জুলাই রোববার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ৮৬ ব্যাচের প্রায় অর্ধশতাধিক সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। পরিবার পরিজন নিয়ে প্রবাসের ব্যস্ত যান্ত্রিক জীবনে অনুষ্ঠানকে ঘিরে সবাই মেতে উঠেছিল আনন্দ আড্ডায়।

অনুষ্ঠানে শুরু হয় কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডঃ জাহাঙ্গীর কবির, শিলা, কানিজ রাজ্জাক সহ অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আগত ব্যাচ সদস্যদের পরিচিতি ছাড়াও তারা তাদের স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে পুরনো দিনের কথা তুলে ধরেন। এ সময় অনেকেই ছিলেন নস্টালজিক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

উল্লেখ্য যে ৮৬ ব্যাচের মাধ্যমে প্রতি বছর এধরনের পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

‘মাকাল ফল’ হতে চাইলে আপনাকে পস্তাতেই হবে

মো. ছানাউল্লাহ

যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম (১৯১৩-২১) প্রেসিডেন্ট ছিলেন থমাস উড্রো উইলসন। রাজনীতিকের পাশাপাশি একাডেমিশিয়ান হিসেবেও পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত কিছু উক্তি রয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে অন্যতম হলো চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করে করা একটি উক্তি। তিনি বলেছেন, ‘যদি তুমি তোমার সম্পদ হারাও, (মনে রেখো) তুমি কিছুই হারাওনি; যদি তোমার স্বাস্থ্য হারায়, (যেনে রেখো) তুমি অল্প কিছু হারিয়েছ; কিন্তু যদি তুমি তোমার চরিত্র হারাও, (তবে মনে রেখো) তুমি তোমার সব হারিয়েছ।’

স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তাহলে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) তাঁর স্বভাবকবিতায় চরিত্রের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এভাবে, ‘গোলাপ কুঁড়ি পাপড়ি খুলি/ ছতরে দেখায় রূ-পরাশি/ উদার হিয়ায় সুবাস বিলায়/ সবায় সমান সম্ভাষি। মাকাল ফলটা হিঙুল বরন/ দেখতে বড়ই চমৎকার/ অন্তরে তার পুরীষ পোরা/ বদবু সহে সাধ্য কার। সরল সুজন জীবন যাঁদের/ করেন সবার হিতসাধি/ দুর্মতিজন স্বার্থ খুঁজে/ ন্যায় কাজে হন ঘোরবাদি।’ কবি এখানে গোলাপের সঙ্গে হিতকামী তথা ভালো মানুষের তুলনা করেছেন। গোলাপ যেমন জাত-পাতনির্বিশেষে সবার জন্য সমানভাবে তার সুগন্ধ বিলিয়ে বেড়ায়, তেমনি ভালো মানুষেরা সবার কল্যাণ করেন। অন্যদিকে মাকাল ফল দেখতে লাল টকটকে হলেও এর ভেতরটা দুর্গন্ধময়। মাকালের মতো অন্তর পোড়া মানে হলো চোখ দর্শনধারী খারাপ মানুষেরা। এঁদের প্রথম দেখায় ভালো মনে হলেও এঁরা নিজেদের স্বার্থের জন্য ভালো কাজেরও ঘোর বিরোধিতা করে থাকেন।

আমাদের সমাজে এখন মাকালমার্কা মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মাঠে-ঘাটে, হাটে-পাঠে, অন্দরে-বন্দরে, পাড়াগাঁ-মসনদ, সরকারি-বেসরকারি, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, রোগী-চিকিৎসক, বাদী-বিবাদী, শিশু-বয়োজ্যেষ্ঠ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছাত্র-শিক্ষক, কমজাস্তা-সবজাস্তা–সর্বত্রই এ ধারা বিরাজমান। বিশ্বায়নের এ ধারা দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সমানভাবে বিরাজমান।

নৈতিকতা হলো একজন মানুষের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যদি ঠিক না থাকে তাহলে বহুতল ভবনের মতো একদিন তা মুখ থুবড়ে পড়বেই। নিজ নিজ খাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁদের আত্মীয়-পরিজন গর্ব করে থাকেন। তাঁদের পরিচয়ে তাঁরা বুক ফুলিয়ে চলে থাকেন। কিন্তু এই এ মানুষগুলোর পরিচয় যখন অমানুষ হিসেবে সামনে চলে আসে, তখন এই নিকটজনেরা তাঁদের পরিচয়ে আর পরিচিত হতে চান না। তাঁরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেন তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বজনের সম্পর্ক অস্বীকার করতে বা লুকিয়ে রাখতে।

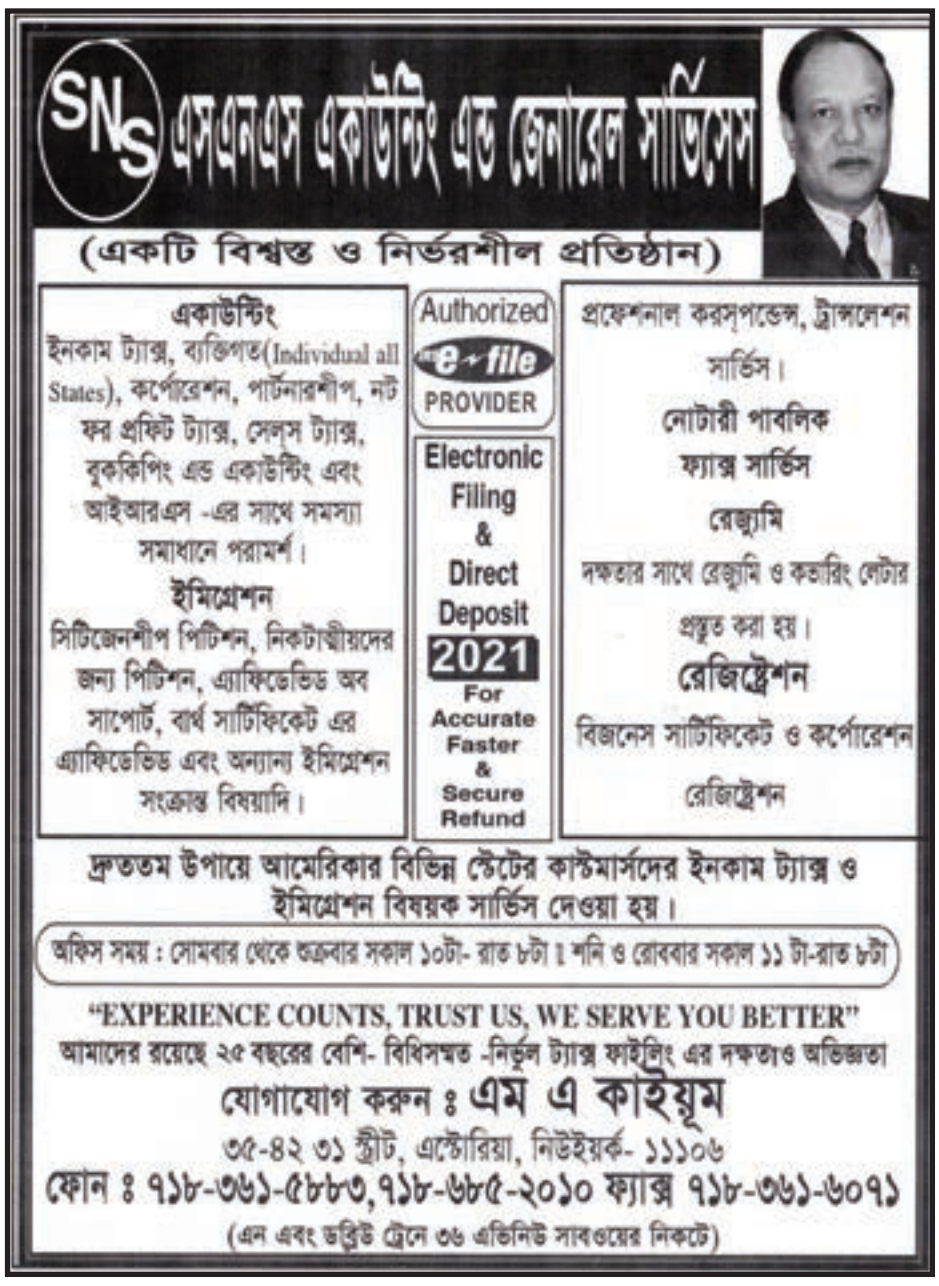
পত্রিকার পাতা ওলটালে ও টিভি খুললে হালকা বিরতিতে সামনে আসছে নয়া নয়া মহারথীর নাম। যাঁরা খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে ধপাস করে তলানিতে পৌঁছে গেছেন শুধু চারিত্রিক ত্রুটির কারণে। উদাহরণ হিসেবে আমরা, শাহেদ-সেব্রিনা, ওসি প্রদীপ-ডিআইজি মিজান, পদচ্যুত সংসদ সদস্য শহীদ, কারাগারে যাওয়া সংসদ সদস্য হাজি সেলিম, ক্যাসিনো-কান্ডের সম্রাট গংদের কথা বলতে পারি। আরও বড় বড় নাম বলা যাবে। তবে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণে এখন তা বলা যাচ্ছে না। ডেসটিনি, হলমার্কসহ কয়েকটি ব্যাংক ও ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান কেলেঙ্কারিও এই কাতারে রয়েছে। দেশ ছাপিয়ে প্রতিবেশী দেশের পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথাও এ উদাহরণ থেকে বাইরে রাখা যাবে না।

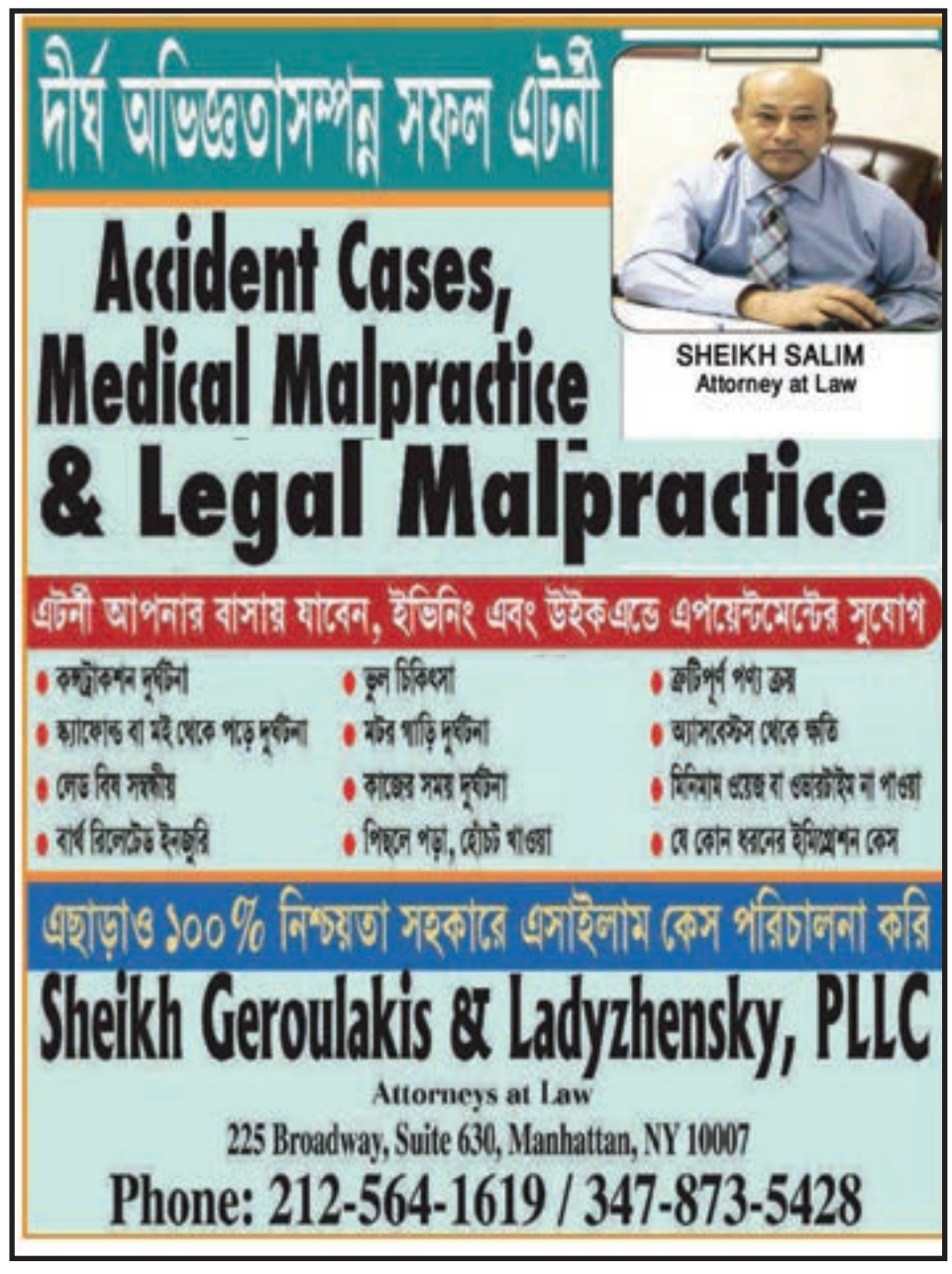
শুধু নৈতিক স্খলনের জন্য এই মানুষগুলো এখন পস্তাচ্ছেন। আমাদের জন্য এখান থেকে ঢের শিক্ষা নেওয়ার আছে। কারণ, নৈতিকতা হলো একজন মানুষের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যদি ঠিক না থাকে তাহলে বহুতল ভবনের মতো একদিন তা মুখ থুবড়ে পড়বেই। নিজ নিজ খাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁদের আত্মীয়-পরিজন গর্ব করে থাকেন। তাঁদের পরিচয়ে তাঁরা বুক ফুলিয়ে চলে থাকেন। কিন্তু এই এ মানুষগুলোর পরিচয় যখন অমানুষ হিসেবে সামনে চলে আসে, তখন এই নিকটজনেরা তাঁদের পরিচয়ে আর পরিচিত হতে চান না। তাঁরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেন তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বজনের সম্পর্ক অস্বীকার করতে বা লুকিয়ে রাখতে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পরিমল-সানিদের মতো যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের কথা। আচ্ছা, পরিবারের সদস্যরা কি উঁচু গলায় তাঁদের পরিচয় আর সামনে আনবে? সন্তানের পরিচয় কি সমাজে উঁচু করে বলবেন বুয়েটের আবরার ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবায়ের হত্যাকান্ডে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের মা-বাবা-রা? খুব বাধ্য না হলে সন্তানের পরিচয় কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে দেবেন বিশ্বজিতের হত্যাকারীদের অভিভাবকেরা? কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন হালের হেলমেটবাহিনীর সদস্যদের পরিবারের সদস্যরা, যাঁরা নিউমার্কেটে সংঘর্ষে নাহিদের মতো খেটে খাওয়া তরুণের প্রাণ নিয়েছেন? নিশ্চয় সন্তানদের পরিচয় নিয়ে চরম অস্বস্তিতে রয়েছেন সিলেটের এমসি কলেজে তরুণীকে ধর্ষণকারীদের মাবাবারা।

পরিশ্রম করলে মানুষ একদিন না একদিন একটা জায়গায় পৌঁছায়ই। কিন্তু সেই পরিশ্রমের সঙ্গে যদি নৈতিকতা না থাকে তাহলে দিন শেষে তা ব্যর্থ বলেই গণ্য হবে। কারণ, আমার উপার্জিত সম্পদ যদি আমি নিজে বা সমাজ ভোগ না করতে পারে তাহলে লাভ কী? লাভ নেই। মৃত্যুর পরও মানুষ আমাকে ঘৃণাভরেই দেখবে। আমার পরিচয় নিয়ে মুখ লুকাবেন স্বজনেরা। তাই আসুন, আমরা আমাদের মূল ভিত্তি নৈতিকতা শক্ত করি, চরিত্র গঠন করি। না হলে একদিন না একদিন পস্তাতেই হবে।

লেখক: প্রথম আলো’র সহ সম্পাদক





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল

শোকাবহ আগস্ট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর গুরুত্বপূর্ণ

জয়ন্ত ঘোষাল

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল বলেছেন, যুদ্ধ কখনো সভ্যতার সংকট সমাধানের রাস্তা হতে পারে না। শুধু কিউবা ও ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেই নয়, ১৯৬২ সালের শেষের দিকে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘাত যাতে যুদ্ধ এবং সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে না যায়, তার জন্য রাসেলের উদ্বেগের শেষ ছিল না। তিনি জওয়াহেরলাল নেহরু ও চৌ এন লাইকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নিতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি নেহরুকে চিঠি লিখেছিলেন এবং নেহরু সেই চিঠির জবাবও দিয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে সীমান্ত যুদ্ধে সাফল্য সত্ত্বেও চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণাকেও রাসেল অভিনন্দিত করেছিলেন। রাসেলের লেখা 'আনআর্মড ভিক্টরি' গ্রন্থ থেকে এ ব্যাপারে সবিস্তার জানা যায়। রাসেল বলেছেন, 'ভারত-চীন বিবাদ এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে ক্ষুদ্র সীমান্ত সংঘর্ষ ক্রমে একটা বড় আকার নিয়ে নিতে পারে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অস্ত্র সাহায্যের আবেদন করে ভারত তার স্বাধীন শক্তির মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। এখনো অবধি অনুমান করা যাচ্ছে না যে ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে কি না। যুদ্ধ হতেও পারে। সে ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে চীন তার বিরোধ মিটিয়ে হয়তো লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবে। তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো অনিবার্য হয়ে যাবে।' চিন্তিত ছিলেন রাসেল।

রাসেল বারবার বলেছেন, জনসাধারণের মধ্যে এই 'যুদ্ধংদেহী' ভাবটা থাকে না। সরকারপক্ষ এই বিদ্বেষ তৈরি করে। এমনকি দুই দেশের কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংবাদিক, যাঁরা সরকারপক্ষের নীতি সমর্থন করে অনেক সময় আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে পাঠককুলকে উত্তেজিত করে লিখে চলেছেন, তাঁদেরও সমালোচনা করে রাসেল বলেছেন, তাঁরা আসলে কাপুরুষতার প্রতীক। কেউ কি ভাবতে পারেন যে এই সাংবাদিকরা সবাই যুদ্ধ কামনা করে তাঁদের পাঠকদের সঙ্গে নিজেরাও বিলুপ্ত হতে চান? আজকের এই পরিস্থিতিতে রাসেলের লেখাটা বড় বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে।

একটা ত্রস্ত সময়ের মধ্য দিয়েই আমাদের এখন জীবনযাপন। ইউক্রেনকে নিয়ে রাশিয়া আর আমেরিকার যুদ্ধ তো চলছেই। তার মধ্যে আমেরিকার প্রতিনিধিসভার স্পিকার তাইওয়ান পৌঁছে যাওয়ায় চীন তাঁকে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরির একটা কারণ দর্শাচ্ছে। চীন কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। তাইওয়ানের সীমান্ত সিল করে দিচ্ছে। জাপানের অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনের সেনাবাহিনী ঢুকে পড়ছে। কী ভয়ংকর একটা পরিস্থিতি!

এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা। আমি মনে করি, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হবে, ততই আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে আফগানিস্তানে বিন লাদেনের হত্যার ১১ বছর পর তাঁর প্রধান উপদেষ্টা, যিনি ছিলেন আল-কায়েদার প্রধান কান্ডারি, সেই আইমান আল জাওয়াহিরিকে ড্রোনের মাধ্যমে হত্যা করেছে। আবার এই জাওয়াহিরির কাবুলের সেফ হাউসে থাকা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে তালেবান সরকার তাসখন্দে গিয়ে সাংহাই কো-অপারেশনের বৈঠকেও যেসব কথা বলছে বা দাবি করছে, তা সত্য নয়। এখনো তারা সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং রাষ্ট্রসংঘের পরামর্শ তারা শুনছে না। এমনকি দোহার যে ঘোষণা, সেই ঘোষণা পর্যন্ত তারা অমান্য করছে।

আজকে পাকিস্তান যদি আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে, তাহলে সেখানে ভারতের অবস্থানটা কী হবে? ভারত তো কখনোই চাইবে না যে আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব হোক। আবার এটাও ঘটনা, নরেন্দ্র মোদি যেভাবে সংঘাতের পথে যাচ্ছিলেন, সেখানে এখন যা পরিস্থিতি তাতে প্রতিটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তত একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ দরকার। এ কারণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গেও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল যোগাযোগ রাখছেন।

এই পরিস্থিতিতে কাবুলে যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে তালেবান সরকার। কিন্তু সন্ত্রাসের সমর্থন করবে কে? চীন এখনো পাকিস্তানের পাশে। পাকিস্তান কাবুলের পাশে। রাশিয়া তালেবান সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রয়েছে। তাহলে পরিস্থিতিটা দাঁড়াচ্ছে কী? তাহলে এই অবস্থায় ভারতের অবস্থানটা কী হবে এই উপমহাদেশে? ভারত যদি এই উপমহাদেশে দুর্বল হয়, তাহলে তো মুশকিল।

ভারতের জন্য পরিস্থিতিটা কিন্তু বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, আফগানিস্তানের নতুন তালেবান সরকার ভারতের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় বলে জানিয়েছিল এবং ভারত একটি টেকনিক্যাল টিমও কাবুলে পাঠিয়েছিল। এমনকি তালেবান সরকার কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা নিয়েও বলেছে যে ওটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্যু। সুতরাং তালেবান সরকারও এখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো করতে চায়। তাই রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে ভারত তালেবানের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা বৈঠক করে। তালেবান সরকার আসার পর ভারতের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার কথা ছিল, সেটা হয়নি। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল মুনশিয়ানার সঙ্গে সেই আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আফগানিস্তান সরকারকে পাকিস্তানের থেকে আলাদা করতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছেন।

এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সেই পাকিস্তানের সঙ্গেও ভারত আলোচনায় যেতে চাইছে। তবে এক্ষুনি একটা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা না হলেও আগামী দিনে সেই আলোচনা হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। তার কারণ নরেন্দ্র মোদিকে যদি কাশ্মীরে নির্বাচন করতে হয়, তাহলে সেখানে যুদ্ধের দামামা না বাজিয়ে শান্তির আলোচনা করে মুসলিম দুনিয়ার কাছে নরেন্দ্র মোদিকে একটি নতুন বার্তা দিতে হবে।

এমনটাও শোনা যাচ্ছে, জাওয়াহিরিকে হত্যা করার পেছনে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তথ্য সরবরাহ করেছে। পাকিস্তান সেটা করেছে, তার কারণ পাকিস্তানের চূড়ান্ত আর্থিক সংকট। কাজেই পাকিস্তান এখন আমেরিকাকে খুশি করতে ব্যস্ত। বিশেষত পাকিস্তান সেনাবাহিনী মরিয়া হয়ে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছে। তার কারণ পাকিস্তানের অর্থনীতি কার্যত ভেঙে পড়ায় এই উপকারটির জন্য আমেরিকা আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার থেকে পাকিস্তানকে প্রভূত ঋণ দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, চীনের কাছ থেকে পাকিস্তান যে অস্ত্রগুলো পাচ্ছে, সেই অস্ত্রগুলোর গুণগত মান যথেষ্ট ভালো নয়। এ বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীও অভিযোগ করছে। এদিকে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমেরিকা তাদের প্রতিরক্ষা খাতে সাহায্য করা বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে এখন অস্ত্র ও অন্যান্য বিস্ফোরকদ্রব্য পাঠানো বন্ধ আছে। পাকিস্তান সেই কারণে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কটার উন্নতি ঘটাতে চাইছে। তাদের জন্য এখন আইএমএফের ঋণ পাওয়া খুব জরুরি। সে কারণে এই কাজটা করে আমেরিকাকে তুষ্ট করাটাও পাকিস্তানের একটা বড় কাজ। কিন্তু আমেরিকাকে তুষ্ট করার প্রক্রিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার পছন্দ করছে না। পাকিস্তান যদি আমেরিকার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক করে ফেলে এবং পাকিস্তানের পেছনে আবার যদি আমেরিকা এসে দাঁড়ায়, তাহলে কী হবে? যেমন–পাকিস্তান চীনের প্রধান অক্ষ বলে বাইডেন এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

আজকে পাকিস্তান যদি আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে, তাহলে সেখানে ভারতের অবস্থানটা কী হবে? ভারত তো কখনোই চাইবে না যে আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব হোক। আবার এটাও ঘটনা, নরেন্দ্র মোদি যেভাবে সংঘাতের পথে যাচ্ছিলেন, সেখানে এখন যা পরিস্থিতি তাতে প্রতিটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তত একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ দরকার। এ কারণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গেও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল যোগাযোগ রাখছেন। এমনকি সেপ্টেম্বর মাসে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও যদি একটা শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক হয়ে যায়, তাহলে আমি বিস্মিত হব না।

এ রকম একটা জটিল পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে আসছেন। আবার চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সদ্য ঢাকা সফর করে গেছেন। সুতরাং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সফরে শেখ হাসিনার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি শুধু নয়, গোটা দেশের বাণিজ্য এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে। সেখানে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে তিস্তা চুক্তি পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে ভারতের এখন বাংলাদেশের মতো বন্ধুরাষ্ট্রকে পাশে পাওয়া আরো বেশি করে প্রয়োজন। বাংলাদেশের শেখ হাসিনাকে যাঁরা দুর্বল করতে চাইছেন এবং মৌলবাদী শক্তি ভারত বিরোধিতার তাস খেলে বাংলাদেশের মাটিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে শেখ হাসিনাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছেন, আর যাই হোক, তাঁরা বাংলাদেশেরও ভালো চান না, ভারতেরও ভালো চান না। এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও কিন্তু বুঝতে ভুল করছেন না। তাই এই মুহূর্তে ভারত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে শেখ হাসিনার ভারত সফরের জন্য।

লেখক: সাংবাদিক, নয়াদিল্লিতে কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী খাসমাংস রাইস	$ 17.99
আমিল খাসমাংস রাইস	$ 17.99
আমিল শাকসবজিসহ রাইস	$ 9.99
স্পেশাল খাসমাংস রাইস	$ 18.99
পাকার খাসমাংস রাইস	$ 13.99
মুলতানা খাসমাংস রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কোনো পেশাই ছোট নয়

আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে একে অপরকে ছাড়া কখনোই কেউ পরিপূর্ণ হতে পারে না। এখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ পরস্পরের সহায়ক, বেঁচে থাকার অবলম্বন। তাই কোনো পেশাকেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কাজকে যদি ভালোবেসে নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়, তাহলে সব কাজই সম্মানজনক। কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের এবং দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখেন।

বলা বাহুল্য, প্রায় সব ক্ষেত্রেই পেশার সঙ্গে পেশার, পেশাজীবীর সঙ্গে পেশাজীবীর নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটি অচল। সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্পর্ক গভীর হয়েছে। একটি দালান শুধু ইট-বালি দিয়েই নির্মাণ করা যায় না; সিমেন্ট, রড, শ্রম, অর্থসহ অনেক জিনিসের প্রয়োজন হয়। একটি অফিস শুধু ম্যানেজার একাই পরিচালনা করতে পারেন না, অন্যান্য সহকর্মীরও দরকার হয়। ছোট একটি বাসেও যেমন ড্রাইভারের পাশাপাশি হেলপার ও কন্ডাক্টরের প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি একটি দেশ পরিপূর্ণ হতে হাজারো পেশার মানুষের প্রয়োজন হয়।

বিশ্বে অনেক মনীষী ছিলেন সাধারণ পেশাজীবী পরিবারের সন্তান। কৃষক, মুচি, ঝাড়ুদার ও সমাজের ক্ষুদ্র পেশা থেকে প্রেসিডেন্ট, বিশ্ববিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন-এমন অসংখ্য নজির রয়েছে। আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন নয় বছর বয়সে তার মাকে হারান। খুব অল্প বয়সেই দরিদ্র পরিবারের হাল ধরেন। কখনো নৌকা চালিয়ে, আবার কখনো কাঠ কেটেও সংসার চালিয়েছেন তিনি। তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের অতীতে শরবত বিক্রি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চা বিক্রি, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর ফার্নিচারের দোকানের কর্মচারী থাকা, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বাস চালানো, ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের খেতমজুরের কাজ ইত্যাদির কথা সবারই জানা।

বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিশে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, যা সব পেশা ও মানুষকে সম্মান করতে শেখায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধসহ সময়ের প্রয়োজনে জাতীয় স্বার্থে আমাদের দেশের সব পেশাজীবী মানুষেরই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। সব পেশার মানুষের চাহিদা, চাওয়া ও পাওয়া ছিল অভিন্ন। এসব বিবেচনায়ও কোনো পেশা ও মানুষকে ভিন্ন চোখে দেখার সুযোগ নেই।

জীবিকা অন্বেষণের সাধনায় কোনো পেশাই ছোট নয়। বৈধ উপায়ে আত্মকর্মসংস্থানের নির্দেশ দিয়ে মহান স্রষ্টা বলেন, 'সালাত সম্পন্ন হলে তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ো। আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (সূরা জুমআ, আয়াত-১০)। আল্লাহ্ আরও বলেন, 'তোমাদের উপার্জিত পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো' (সূরা বাকারা, আয়াত-২৬৭)। যুগে যুগে সব নবি-রাসূলেরই কোনো না কোনো পেশা ছিল, তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতেন না। কোনো কাজকেই ছোট করে দেখতেন না।

আমার বাবা সরকারি চাকরিকালে একটি ছেলেকে খুঁজে পেয়েছিলেন; ধরা যাক তার নাম ছিল 'মাসুদ' (প্রকৃত নাম নয়)। সে মূলত গলায় ঝুলিয়ে বাক্সে করে পান-সিগারেট বিক্রি করত। ১১-১২ বছর বয়সে পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে কখনোই তার স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। আমাদের দুই ভাইয়ের লেখাপড়ায় সেও একটু একটু লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মাসুদকে তখন বই, খাতা, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার পেনসিল কিনে দেই। আমাদের নিজ নিজ ক্লাস, প্রাইভেট পড়া এবং টিউশনির ফাঁকে ফাঁকে তাকে টুকটাক লেখা-পড়া করাই। দুই-তিন মাস বাদে সে নিজের নাম-ঠিকানা লিখতে শেখে এবং পত্রিকার হেডলাইন পড়তে শেখে। এক সময় সে তার সবকিছু নিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। এরপর অনেকদিন তার আর কোনো খোঁজ পাইনি। একদিন হঠাৎ আমার ব্যক্তিগত নম্বরে ফোন আসে এবং অপর প্রান্ত থেকে বলে 'ভাইয়া, আমি মাসুদ'। সে কোথায় জানতে চাইলে আমার অফিসের সামনে আছে বলে জানায়। ঢাকার তেজগাঁও থেকে ট্রাক নিয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিল।

ফেরার পথে কুমিল্লা বিশ্বরোডে গাড়ি রেখে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দীর্ঘ প্রায় একযুগ পর দেখা। ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া ট্রাক চালায় বলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইনে ফরম ডাউনলোড করে মাসুদকে দেই। এরপর সে চলে যায়। গাজীপুর মেট্রোপলিটনে চাকরি করতে এসে মাসুদকে আবার খুঁজে পাই এবং ছোট গাড়িতে কাজের সুযোগ করে দেই।

ঢাকায় চাকরিকালে আমার বাসার নিচে এক দারোয়ান দম্পতি থাকত। দারোয়ান সফিক (প্রকৃত নাম নয়) বয়সে আমার থেকে ছোটই হবে। তাদের সংসারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে। সবাই অনেক ছোট ছিল। ওদের বই, খাতা, পেনসিল, স্কুলব্যাগ, স্কুলড্রেস, জুতা ও অন্যান্য খাবার-দাবার কিনে দিতাম। আমাদের বিল্ডিংয়ে আট-দশটা পরিবার থাকত।

সেখানে দারোয়ান হিসাবে মাসে বেতন পেত, আবার টু-কিটাকি হাতখরচ অনেকেই দিত। তার স্ত্রী কয়েকটা বাসায় গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করত। নিচতলায় গ্যারেজের পাশে একটা কক্ষে থাকত, ভাড়ারও প্রয়োজন হতো না। সফিক লেখাপড়া জানত না। তার সন্তানের সঙ্গে তাকেও একটু-আধটু পড়তে, লিখতে উৎসাহ দিলাম। কিছুদিন পর সে নিজের নাম-ঠিকানা লিখতে এবং অল্প অল্প পড়তে শেখে। তার জন্য ভালো কিছু করে দেওয়ার চিন্তা করি। কিন্তু কোথায় চাকরি দেব, প্রতিযোগিতার যুগে সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতা কোনোটাই সফিকের নেই।

তবে সে মারাত্মক কায়িক শ্রম দিতে পারে। তখন ট্রাফিক বিভাগে কাজ করার সুবাদে তাকে ড্রাইভিং শেখায় আগ্রহী করে তুললাম। দারোয়ানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে খুব ভোরে গিয়ে ড্রাইভিং শেখে। যথারীতি ড্রাইভিং পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে লাইসেন্স হাতে পায় সে। সফিক তখন আরও ভালো কিছুর আশায় দারোয়ানের চাকরি ছেড়ে পাশেই বস্তিতে বাসা ভাড়া নেয়। ফাঁকে ফাঁকে ছোট পিকআপ গাড়ি চালায় এবং তার স্ত্রী কয়েকটা বাসায় কাজ করে।

গাজীপুরে চাকরি করতে এসে পরিচয় হয়েছে করিমের (প্রকৃত নাম নয়) সঙ্গে; বয়স ১১-১২ হবে। মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে বের হয়েছে। মাঝেমধ্যে লোকাল বাস সার্ভিসে হেলপার (চালকের সহকারী) হিসাবেও কাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাফিক বিভাগের সদস্যরা করিমকে নিয়ে এসেছে ট্রাফিক পুলিশ বক্সে। একে তো শিশু, তার ওপর অটোরিকশা নিয়ে মহাসড়কে।

করিমের সংসারে বাবা নেই, অনেক আগেই ওদের ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করে চলে গেছে। ওর মা আবার বিয়ে করেছে। কিন্তু সেখানেও সৎবাবা ঠিকমতো সংসারে খেয়াল রাখে না। মাকে মারধর করে অন্য কোথাও চলে গেছে। ঘরে মা অসুস্থ, তার ওপর ছোট এক ভাই। মালিকের দুইশ টাকা জমা বকেয়া রেখে অটোরিকশা নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে নিতান্তই সংসার চালানোর জন্য, মায়ের ওষুধ কেনার জন্য।

তবে সে মারাত্মক কায়িক শ্রম দিতে পারে। তখন ট্রাফিক বিভাগে কাজ করার সুবাদে তাকে ড্রাইভিং শেখায় আগ্রহী করে তুললাম। দারোয়ানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে খুব ভোরে গিয়ে ড্রাইভিং শেখে। যথারীতি ড্রাইভিং পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে লাইসেন্স হাতে পায় সে। সফিক তখন আরও ভালো কিছুর আশায় দারোয়ানের চাকরি ছেড়ে পাশেই বস্তিতে বাসা ভাড়া নেয়। ফাঁকে ফাঁকে ছোট পিকআপ গাড়ি চালায় এবং তার স্ত্রী কয়েকটা বাসায় কাজ করে।

করিমকে সংসারের কয়েকদিনের বাজার ও মালিকের জমা টাকাটা দিয়ে ঘরে পৌঁছে দেই। তার নিরাপদ জীবন ধারণের কথা বিবেচনা করে আমরা প্রয়োজনীয় মালামাল ও কিছু পুঁজি দিয়ে তার পরিবারকে একটা ছোট চায়ের দোকান করে দেই।

এমন অসংখ্য মাসুদ, সফিক, করিম আছে, যাদের বেড়ে ওঠা কঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগে চাকরির কারণে এ বিষয়ে আরও গভীরে দেখার সুযোগ হয়েছে। পরিবহণ শ্রমিকদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখেছি, অনেকেই ছোটবেলায় বাবা-মা উভয়কেই কিংবা বাবা অথবা মাকে হারিয়েছে। সংসারের অভাব-অনটনের কারণে লেখাপড়ার সুযোগ তেমন একটা পায়নি। অনেক সময় ভিন্ন পরিবেশে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে অনাদর, অবহেলা আর অযত্নে বড় হতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিকমতো খাবারও পায়নি।

এমন পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিতে কিংবা কাজ শিখে নিজের জীবন চালাতে অনেকটা বাধ্য হয়ে গ্যারেজে, ওয়ার্কশপে কাজ নিতে হয়েছে। কেবল নিজের জন্য নয়, অসুস্থ বাবা-মা কিংবা নির্ভরশীল ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্যও এমনটা করতে হয়েছে। এভাবেই অনেকে কাজ করতে করতে হেলপার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে গণপরিবহণে কিংবা পণ্যপরিবহণে দায়িত্ব পালন করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চালকের ভূমিকায় নিজেকে আবিষ্কার করে। একপর্যায়ে পেশাদার চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সহস্র মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদিতপ্রাণ হিসাবে নিয়োজিত রাখে। চলার পথে কারও কারও ভূমিকা বিতর্কিত বা সমালোচিত হলেও তা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

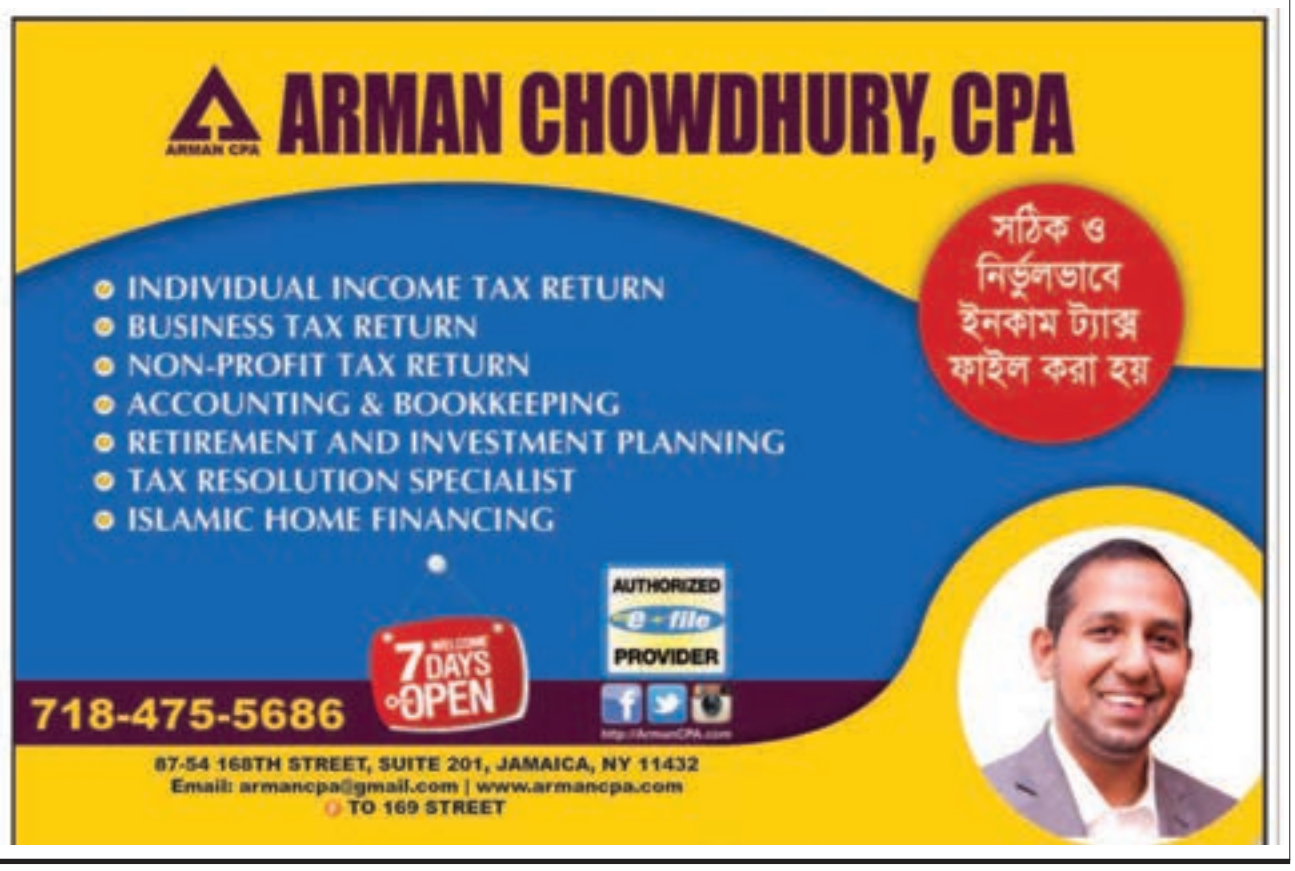
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে এক ব্যক্তি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেছিল, 'মি. লিংকন, আপনার ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে আপনার বাবা আমার পরিবারের জন্য জুতা তৈরি করত।' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'স্যার, আমি খুব ভালো করেই জানি আমার পিতা আপনার পরিবারের জন্য জুতা তৈরি করতেন।

শুধু আপনার কেন, এখানে এ রকম অনেকেই আছেন, যাদের পরিবারের জন্য বাবা জুতা তৈরি করতেন। জুতা তৈরিতে তিনি ছিলেন একজন জিনিয়াস। তিনি এমন এক অদ্ভুত নির্মাতা ছিলেন যে আজ পর্যন্ত তার নির্মাণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি বা কেউ অভিযোগ করেনি। আপনার কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে বলুন, আমি আপনার জন্য আরেক জোড়া জুতা তৈরি করে দেব। আমি নিজেও জুতা বানাতে পারি।' লিংকন আরও বলেন, কোনো কাজ ছোট নয়। ছোট সে, যে কাজকে ছোট ভেবে অহেতুক বিদ্রুপ করে।

ইরানী সাহিত্যিক ও দার্শনিক শেখ সাদী এক রাজার আমন্ত্রণে খুবই সাধারণ পোশাকে রাজদরবারে যাওয়ার পথে রাত হয়ে গেলে এক বাড়িতে আশ্রয় নেন। তার পোশাক দেখে তারা তাকে সাধারণ পেশার মানুষ মনে করে সাধারণ খাবার ও সাধারণভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন। পরদিন রাজার কাছ থেকে বিভিন্ন উপঢৌকন ও দামি পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার পেয়ে রাজকীয় হালে ফেরার পথে আবারও সেই বাড়িতে আশ্রয় নিলে তারা তাকে উচ্চমর্যাদার পেশাজীবী মনে করে ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেন। এভাবে আমাদের সমাজেও অনেকে আছে, যারা পোশাক-পরিচ্ছদ ও পেশার মাপকাঠিতে ব্যক্তির মূল্যায়ন করে থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

লেখক: উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশযুগান্তর





জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি কতটা যৌক্তিক



ড. মাহবুব উল্লাহ্

বাংলা ভাষায় 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' বলে একটি কথা আছে। অকল্পনীয়ভাবে কোনো বিপদ এলে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়। জনগণ বুঝতে পারল না, জানতে পারল না, এমনই এক অবস্থায় বাড়ানো হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক পণ্য জ্বালানি তেলের দাম। জ্বালানি তেলের মধ্যে কিছু প্রকারভেদ আছে। গত ৫ আগস্ট ২০২২, শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ছিল ৮০ টাকা।

শুক্রবার রাত ১২টার পর থেকে ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪ টাকা হয়েছে। দাম বৃদ্ধির হার ৪২.৫ শতাংশ, প্রতি লিটার কেরোসিনের দাম ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১১৪ টাকা। দাম বৃদ্ধির হার ৪২.৫ শতাংশ। অকটেনের দাম ছিল লিটার প্রতি ৮৯ টাকা, এই দাম বৃদ্ধি করে নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩৫ টাকা। মূল্যবৃদ্ধির হার ৫১.৬৮ শতাংশ।

পেট্রোলের দাম ছিল প্রতি লিটার ৮৬ টাকা, এই দাম বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৩০ টাকা। দাম বৃদ্ধির হার ৫১.১৬ শতাংশ। গড়ে ৪৭ শতাংশেরও বেশি দাম বাড়ানো হয়েছে। জনগণ এমনিতেই খাদ্যসামগ্রী এবং ওষুধের দাম বৃদ্ধিতে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল। এখন জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো। জ্বালানি তেলের দামবৃদ্ধিতে ভোক্তাদের সামান্য সচ্ছলতাও যদি অবশিষ্ট ছিল, সেটাও ছিনতাই হয়ে গেছে।

বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও করোনা মহামারি জীবনকে প্রায় স্তব্ধ করে ফেলেছিল। অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এদের মধ্যে দেশের জ্ঞানী-গুণী লোকদের সংখ্যাও খুব কম নয়। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। কলকারখানায় উৎপাদন কমে গিয়েছিল। অনেকে চাকরি-বাকরি হারিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যরেখা অতিক্রমকারীদের একটি বড় অংশ আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুরু করে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় অংশ জীবন সংকটে পড়ে যায়। এমনই এক কঠিন সময়ে দুঃস্বপ্নের মতো এসেছে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি।

জ্বালানি তেল এমন একটি পণ্য যার ব্যবহার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সর্বব্যাপক। বলা হচ্ছে ভর্তুকি কমাতে এবং পেট্রোবাংলার লোকসান কমাতে এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন আইএমএফের ঋণের শর্ত পূরণের জন্য এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলো বলছে আইএমএফ এমন ধরনের কোনো শর্ত দেয়নি। জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে সরকার ভালো খোকাটি সাজতে চেয়েছে। এ রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা আইএমএফকে বলতে পারবে, আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোরতম সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা পিছপা হয়নি। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমছে। বছর শেষে এই দাম আরও কমবে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এমনই এক সময়ে জ্বালানি তেলের দামে বৃহৎ উল্লম্ফন ঘটানো হলো। সংবাদপত্র সূত্রে জানা গেছে, অর্থনৈতিক চাপে পড়ে জ্বালানি খাতে আর ভর্তুকি দিতে রাজি নয় সরকার। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বেশি দামে কিনে কম দামে বিক্রয় করার ফলে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তার পুরোটাই সমন্বয় করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ভোক্তার ওপর।

এক নাগারে ছয় মাস ধরে লোকসান করছে জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। এর মধ্যে সংস্থাটি নিজস্ব তহবিল থেকে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি বাড়তি খরচ করেছে তেল আমদানির জন্য। চাপে পড়ে অর্থ বিভাগে সহায়তা চেয়েও তা পায়নি সংস্থাটি। শুল্ক ও কর কমাতে রাজি হয়নি রাজস্ব বিভাগ (এনবিআর)। তাই বাধ্য হয়ে দাম বাড়াতে হয়েছে।

দাম বাড়ানোর সরকারি ব্যাখ্যা বলছে, প্রতি মাসে বিপিসির গড় আয় ৫ হাজার কোটি টাকা। জুলাইয়ে খরচ দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। জ্বালানি তেল আমদানিতে ২ মাসের সমপরিমাণ টাকা চলতি মূলধনে রাখতে হয়। এতে করে প্রয়োজন হয় ২ হাজার কোটি টাকার। কিন্তু বিপসির হিসাবে জমা আছে ২২ হাজার কোটি টাকা। যার ফলে আগস্টের পর জ্বালানি তেল আমদানি করা সম্ভব হবে না।

জাতীয় বাজেটেও বিপিসির জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। বিপিসি সূত্র বলছে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে টানা ৭ বছরে বিপিসি মুনাফা করেছে ৪৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত বছর বিশ্ববাজারে দাম বাড়তে থাকলে নভেম্বরে ডিজেলের দাম এক দফা বাড়ায় সরকার। এতে জানুয়ারি পর্যন্ত মুনাফায় ছিল বিপিসি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর গত ফেব্রুয়ারি থেকে লোকসান শুরু হয়।

আগের মুনাফা দিয়ে একাধিক প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে বিপিসি। এছাড়া প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একটি জ্বালানি তেল শোধনাগার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে বিপিসির তহবিল থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ হিসাবে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে সরকার (সূত্র : প্রথম আলো)।

আমরা জানতাম বিপিসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। যখন দেখা যায় সংস্থাটি নিয়মিত জ্বালানি তেল আমদানিতে সমস্যায় পড়েছে, তখন প্রশ্ন উঠল বিপিসির বিশাল পরিমাণ অর্থ কোথায় গেল? সরকার অর্থকষ্টে পড়লে ধার করে সংকট সময় অতিক্রম করতে চায়। সরকারের অর্থ বিভাগ খোঁজ নিয়ে জানতে চায় কোন সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় উদ্বৃত্ত আছে। এই হিসাব দেখে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কোন সংস্থার কাছ থেকে কত টাকা ঋণ করবে। বেশ ক'মাস আগে দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর আমার নজর কাড়ে।

সরকার খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছে বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা আছে। এই সংস্থাগুলোর একটি হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সুযোগ্য নেতৃত্ব পেলে এবং সরকারের সহযোগিতা পেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশীয় শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে তা এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত আছে। কিন্তু সরকার পাঁয়তারা করছিল উদ্বৃত্ত অর্থ কেটে নেওয়ার জন্য।

বিভিন্ন সূত্রে খবর দেখে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, বিপিসির উদ্বৃত্ত অর্থ বা মুনাফালব্ধ অর্থ সরকার অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন করে নিয়ে গেল কিনা, কী পরিমাণ অর্থ এভাবে বিপিসির হাত ছাড়া হয়েছে তার তথ্য আমার জানা নেই। তবে প্রথম আলো থেকে জানা গেল ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে বিপিসির তহবিল থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ হিসাবে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে সরকার। সরকারের রাজস্ব বিভাগ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। যদি এই লক্ষ্যমাত্রা সৃজনশীলভাবে অর্জন করা সম্ভব হতো, তাহলে সরকারকে হয়তো অনেক কম মাত্রায় ঋণ করতে হতো। এরকম ভালো কর্মকান্ড সরকারের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।

বিপিসির প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা কোথায় গেল এই প্রশ্ন এখন অনেকের। সহজ জবাব দেওয়া হচ্ছে, ভর্তুকিতে ক্রমাগত লোকসান গুণে বিপিসি প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই পরিস্থিতি ঠেকানোর জন্য জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ৫০ ভাগের বেশি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু খোদ সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, বিগত ৮ বছর ধরে বিপিসির জ্বালানি তেল বিক্রয় করে লোকসান নয়, বরং মুনাফা করেছে। এই মুনাফার পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা।

২০১৩ সালে প্রতি ব্যারেল তেলের মূল্য ছিল ৯৪ ডলার। এই দাম কমতে কমতে ২০১৬ সালে ৪০ ডলারের নিচে নেমে আসে। কিন্তু সে সময় আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের সঙ্গে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করা হয়নি বলে উদ্বৃত্ত অর্থের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ২০১৬ সালের এপ্রিলে কেরোসিন ও ডিজেলের দাম লিটারপ্রতি ৩ টাকা কমানো হয়েছিল। তবুও কম দামে তেল কিনে তা দেশের বাজারে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রির কারণে বিপিসি প্রতি বছরই হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

এ কারণে ৮ বছরে বাজেট থেকে বিপিসিকে তেল কেনা বাবদ কোনো ধরনের ভর্তুকি সরকার প্রদান করেনি। চলতি অর্থবছরের বাজেটেও তেল কেনা বাবদ বিপিসির নামে ভর্তুকির জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গত শুক্রবার বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছে দাবি করেছেন, গত ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত ছয় মাসে ৮ হাজার কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে বিপিসি।

খোদ অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের ২২ মে পর্যন্ত বিপিসি মুনাফায় ছিল। অর্থাৎ গেল ২০২১-২২ অর্থবছরের মে ২২ পর্যন্ত বিপিসি মুনাফা করেছে ১ হাজার ২৬৩ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। এসব দেখে ও শুনে আমরা ধাঁধায় পড়ে যাই। সরকারি পরিসংখ্যান কতটুকু সত্য বলছে তা নিয়েও পরিসংখ্যান ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনাস্থা বিদ্যমান। অথচ কে না জানে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলে সঠিক পরিকল্পনাও করা সম্ভব হয় না।

সব মিলে গত ৮ বছরে বিপিসির ৫০ হাজার কোটি টাকার মুনাফার অর্থ কোথায় গেল তা নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন আছে। মুনাফার একটি অংশ যা প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা, তা এক আইনি ক্ষমতা বলে অর্থ মন্ত্রণালয় নিয়ে গেছে এবং মুনাফার আরও একটি অংশ বিপিসির কিছু 'বিলাসী' উন্নয়ন প্রকল্পে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও মুনাফার প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বিপিসির হাতে থাকার কথা।

সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, এই টাকা কোথায় গেল তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। দৈনিক বণিক বার্তার ৮ আগস্ট ২০২২ সংখ্যা থেকে জানা যায়, দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যাংক গ্রাহক প্রতিষ্ঠান হলো বিপিসি। সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, গত বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোয় ১৩ হাজার ৫৪৬ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদি আমানত হিসাবে জমা রেখেছে বিপিসি। আর দেশের বেসরকারি ২১টি ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি আমানত হিসাবে জমা রাখা হয়েছে ২ হাজার ৭৯৭ কোটি টাকা। এর বাইরেও জ্বালানি তেল বিক্রি বাবদ ১৫ হাজার ৮২২ কোটি টাকা নগদ ছিল বিপিসির বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে। সব মিলিয়ে গত বছরের ৩০ জুন বিপিসির বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে জমা থাকা অর্থের পরিমাণ ছিল ৩২ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটির ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং বিপিসি দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নয়।

এই মুহূর্তে বিশ্বের অনেক দেশ উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তত ৫০ শতাংশ বিশ্বায়িত। এরকম একটি দেশে বিশ্ব অর্থনীতির প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, তা এক রকম অনিবার্য মনে করা যায়। মূল্যস্ফীতি দু'রকমের বলে অর্থনীতিবিদরা বলছেন। অতিরিক্ত চাহিদা মূল্যস্ফীতির কারণ হয়। এই ধরনের মূল্যস্ফীতিকে বলা হয় ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন।

অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দেখা দেয় কস্টপুশ ইনফ্লেশন। জ্বালানি তেলের দাম ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়বে। বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি আরও বেগবান হবে। আইএমএফের দৃষ্টিতে বিশ্বের দেশে দেশে দামের স্তর ঊর্ধ্বমুখী থাকায় মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এই মূল্যস্ফীতি সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য মারাত্মক একটি হুমকি। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে মূল্যস্ফীতি এখন গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

এই মূল্যস্ফীতি থেকে রক্ষার জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ অর্থনৈতিক মন্দাকে আলিঙ্গন করার পরামর্শ দিয়েছেন। পরিস্থিতি দেখলে মনে হয় বিশ্ব অর্থনীতি, বিশেষ করে সবচেয়ে ধনী দেশগুলো স্ট্যাগফ্লেশন-এর কবলে পড়েছে। এর অর্থ হলো যুগপৎ মন্দা ও মূল্যস্ফীতির দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এরকম সময়ে সামান্য পরিমাণে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হলেও কর্মসংস্থান হয় না। একে বলে জবলেস গ্রোথ।

এই মূল্যস্ফীতি থেকে রক্ষার জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ অর্থনৈতিক মন্দাকে আলিঙ্গন করার পরামর্শ দিয়েছেন। পরিস্থিতি দেখলে মনে হয় বিশ্ব অর্থনীতি, বিশেষ করে সবচেয়ে ধনী দেশগুলো স্ট্যাগফ্লেশন-এর কবলে পড়েছে। এর অর্থ হলো যুগপৎ মন্দা ও মূল্যস্ফীতির দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এরকম সময়ে সামান্য পরিমাণে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হলেও কর্মসংস্থান হয় না। একে বলে জবলেস গ্রোথ।

বিশ্বব্যাংক মনে করে, বিশ্বের অনেক দেশ এই পথে হাঁটছে। বিশ্ব অর্থনীতির এই ধরনের টালমাটাল অবস্থায় বাংলাদেশও আক্রান্ত। জ্বালানি, খাদ্যশস্যসহ সব ধরনের পণ্যের দাম বাড়ায় আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে। কমেছে প্রবাসী আয়। খোলাবাজারে ডলারের দামের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত দামের পার্থক্য থাকার ফলে প্রবাসীরা হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানো লাভজনক মনে করছে।

ফলে আইনি চ্যানেলে প্রবাসী আয় কম আসছে। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতি আয়ে ঘাটতি ১ হাজার ৮৬৯ কোটি ৭০ লাখ ডলার। এই ঘাটতি গত ৫০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বৈদেশিক মুদ্রায় আয় কমে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে ডলারের সংকট। কমছে টাকার মূল্যমান। এতে চাপ বেড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের ওপর। সব মিলিয়ে বাড়ছে মূল্যস্ফীতি। এরকম এক পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করার ফলে মূল্যস্ফীতির চাকায় গ্রিজ যুক্ত হয়ে মূল্যস্ফীতি আরও বেগবান হচ্ছে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কখনো বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় থাকে, আবার কখনো হ্রাসমান প্রক্রিয়ায়। এ কারণে অনেকে মনে করেন, জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করা উচিত। এই সমন্বয় হতে পারে দাম বাড়ার সময়ের গড় মূল্যে একটি রেট নির্ধারণ করা এবং একইভাবে দাম কমতে থাকার সময়ে গড় মূল্যের হারে আরেকটি রেট নির্ধারণ করা। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার সময় জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দাম হ্রাসের সময় দাম না কমানো কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা জ্বালানি তেলের দামে সমন্বয় দেখে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ











বঙ্গমাতার জন্ম না হলে স্বাধীনতার ইতিহাস ভিন্ন হত

(শেষের পাতার পর)

আগস্ট ২০২২ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে। কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্পীকার ছাড়াও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, এমপি, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবদুল মুহিত, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি স্পীকারের নেতৃত্বে বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে দিবসটির তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গমাতার বহুমাত্রিক অবদান তুলে ধরে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বঙ্গমাতার জন্ম না হলে হয়ত স্বাধীনতার ইতিহাস ভিন্ন হতে পারত মন্তব্য করে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টিসহ বহুমাত্রিক গুনাবলীর বিষয়ে আলোকপাত করেন । তিনি বলেন, দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী বঙ্গমাতা বাঙালীর সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেপথ্যে থেকে বঙ্গবন্ধুকে প্রতিটি পদক্ষেপে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, নির্লোভ ও শাশ্বত বাঙালী নারী হিসেবে তিনি অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। জাতির পিতা কারাগারে থাকাকালীন বঙ্গমাতা একদিকে যেমন দলের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন এবং দলকে সংগঠিত করতেন অন্যদিকে শক্তহাতে পরিবারের হাল ধরে মূল্যবোধ, শিক্ষা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে সন্তানদের গড়ে তোলেন। তিনি বঙ্গমাতাকে 'বিরল ব্যক্তিত্ব' ও 'সাধারণের মাঝেও অসাধারণ' অভিহিত করে তাঁকে নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। বঙ্গমাতার আদর্শ ও চেতনা সকল নারীদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে- উল্লেখপূর্বক তিনি সকলের কাছে সেগুলো তুলে ধরার আহ্বান জানান। তাঁরই অনুপ্রেরণা ও অনুরোধে বঙ্গবন্ধু কারাবন্দী অবস্থায় লেখালেখি শুরু করেন এবং অসমাপ্ত আত্মজীবনীর মতো অমর গ্রন্থ রচনা করেন বলে তিনি যোগ করেন। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, এমপি, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় এবং শহীদ হাসান, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ফাহিম রেজা নূর, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, এমডি, ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামসুদ্দিন আজাদ, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি আইরিন পারভিন, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে ডেপুটি কন্সাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান এবং কাউন্সেলর আয়েশা হক।

বঙ্গমাতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট এবং ১৯৭১-এর সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ১৮ সেপ্টেম্বর

(শেষের পাতার পর)

সোমবার (৮ আগস্ট) বিকালে সোসাইটির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের পুনঃতফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি। এসময় কমিশনের সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে মোহম্মদ এ. হাকিম মিয়া, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, কাওসারুজ্জামান (কয়েস) এবং রুহুল আমিন সরকার উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জামাল আহমেদ জনি বলেন, আদালতের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে উঠে নির্বাচন করতে আপাতত আর কোনো বাধা নেই। নির্বাচন আয়োজনে বিভিন্ন মহলের চাপ রয়েছে। এজন্য নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে যে অর্থ রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। এজন্য আরো ৪৭ হাজার ডলারের প্রয়োজন। কার্যকরী কমিটির কাছে এই অর্থ চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পুনঃতফসিলে নতুন তারিখ আর একটি কেন্দ্রের পরিবর্তন ছাড়া পূর্বের তফসিলের সবকিছু বলবৎ থাকবে। নির্বাচনী বিধি আগেরটাই বহাল থাকবে।

তিনি জানান, ঘোষিত পুনঃতফসিল অনুযায়ী আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে কুইন্সে উডসাইডের গুলশান টেরেস এবং জ্যামাইকায় ইকরা পার্টি সেন্টার, ওজোনপার্কে দেশি সিনিয়র সেন্টার, ব্রুকলীনে কনি আইল্যান্ডের পাঞ্জাব রেস্টুরেন্ট পার্টি হল এবং ব্রঙ্কসে গোল্ডেন প্যালেস।

সংবাদ সম্মেলনে জামাল আহমেদ জনি কমিশনের পক্ষ থেকে 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' প্যানেল সহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকলকে সহযোগিতার আহবান জানান। একইসঙ্গে তিনি ভোটারদের সর্বাত্নক সহযোগিতা কামনা করেন। পরবর্তীতে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে জামাল আহমেদ জনি বলেন, আমাদের হাতে থাকা ভোটার লিষ্ট দিয়েই ভোট গ্রহন করা হবে। ভোটার ব্যাপারে আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে জামাল আহমেদ জনি বলেন, আগের দুটি নির্বাচনের প্রস্তুতিতে প্রায় দুই লাখ ডলার ব্যয় হয়েছে। তবে সর্বশেষ প্রস্তুতি থেকে কিছু অর্থ সাশ্রয় হবে। সেই অর্থের সঙ্গে আরো ৪৭ হাজার ডলারের প্রয়োজন হবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে। নির্বাচন শেষ না হলে পরিপূর্ণ হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

বলিহারি বিরোধী দল!

(শেষের পাতার পর)

নির্দেশনা। আমার তো মনে হয় নেতারা খবরের কাগজ পড়েন না সোস্যাল মিডিয়াও দেখেন না। টিভি নিউজ সে কয় সেকেন্ডই দেখেন যে কয় সেকেন্ড নিজের ফুটেজ থাকে! ইন্টারনেটের যুগ, মূহুর্তের মধ্যে খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আপডেট থাকতে প্রতি মুহুর্তে দেশী বিদেশী টিভি পর্দা সোস্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখতে হয়। একটা মিস হয়ে গেলে পিছিয়ে যেতে হয়। কোন কোন নেতার বক্তৃতা ভাষন শুনলে বোঝাই যায় কে কতটা আপডেট।

কিছুদিন আগ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল বিএনপির মুল দাবী ছিল উন্নত চিকিৎসার জন্য বেগম জিয়াকে বিদেশে পাঠানো আর তারেক রহমানের মামলা তোলা বা দেশে ফিরে আসার পথ করে দেওয়া। সরকারের পদত্যাগের দাবী সবাই মিলে আগে থেকেই জানিয়ে আসছিল। হালে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে এক হয়েছে। নতুন শ্লোগান 'শেখ হাসিনার সরকার, আর নাই দরকার'। ভাল কথা। '৭৪এর দূর্ভিক্ষের পর এ যাবৎকালের সবচাইতে ভয়াবহ সংকটে পড়েছে দেশ। অর্থনীতির সঠিক অবস্থান পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কথা কাজে মিল না থাকায় ধোঁয়াশা ঘনীভূত হচ্ছে। নিরুপায় হয়েই তেলের দাম বাড়াতে হয়েছে- এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সরকারের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। অথচ বিরোধী দল এখনও আছে সেই পুরনো কোরাসে, পদত্যাগ করে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিন। যেন আওয়ামী লীগ সরকার থেকে চলে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। রাতারাতি তেলের দাম কমে যাবে জিনিষের দাম নেমে যাবে, রেমিটেন্স বেড়ে যাবে ফরেন কারেন্সির ঢল নামবে! সমস্যা তো এখন এগুলো। মানুষ বিরোধী দলের কাছ থেকে এসব বিষয়ে শুনতে চায়। বলতে তো হবে আওয়ামী লীগ চলে গেলে এই সংকট থেকে উত্তরণ কিভাবে হবে। স্যালভেশন প্ল্যান কি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কি। এমন তো না আওয়ামী লীগ ব্যাংকে লক্ষ কোটী ডলার রেখে যাবে। আমদানী ব্যয় কিভাবে নির্বাহ হবে, কিভাবে রাজস্ব আয় বাড়বে, রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়বে, বিদেশী ঋণের কিস্তি কিভাবে শোধ হবে বা বেইল আউটের টাকা পাওয়াটা নিশ্চিত হবে! রাজনৈতিক দলগুলো তো নয়ই, এ পর্যন্ত কোন একজন অর্থনীতিবিদের কাছ থেকে বাস্তবভিত্তিক কোন কমপ্রিহেন্সিভ বেইল আউট পান দেখতে পেলাম না। নেতাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় উনারা আছেন ধানের শীষে কে কয়টা সীট পাবেন আর জাতীয় সরকারে কে কোন মন্ত্রীত্ব নেবেন তার ভাগ বাটোয়ারায়।

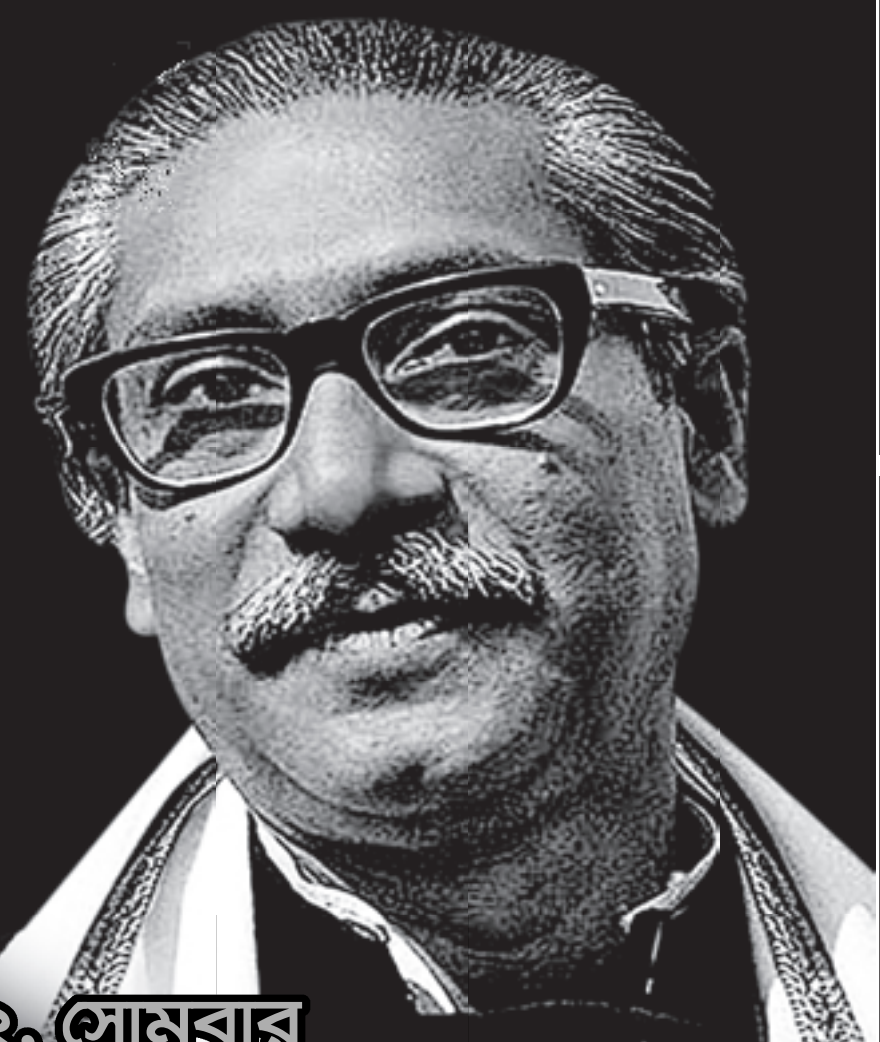
জনগনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এত নিস্পেষিত তবুও তারা রাস্তায় নামে না। রাস্তায় নামবেটা কেন! কোন আদর্শটা আপনারা পরিষ্কার করতে পেরেছেন, দেশ পরিচালনায় বাস্তবভিত্তিক কোন পরিকল্পনাটা উপস্থাপন করেছেন! জনগনকে তো বুঝতে হবে এরা চলে গেলে আপনারা এসে একই কাজ শুরু করবেন না! ছয় দফার পক্ষে মানুষ নেমে এসেছিল কারন কর্মসূচীগুলো স্পষ্ট করে বলা ছিল, নেতারা দফাগুলো বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, মানুষও বিশ্বাস করেছিল ছয় দফা বাস্তবায়ন হলেই তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরবে। সেই আমলের মানুষ যদি অতটা সচেতন হয়ে থাকে আজকের জনগোষ্ঠীকে নির্বোধ ভাবার কোন কারন আছে কি!

যেভাবেই হোক সমস্যাগুলো সরকার তৈরী করে ফেলেছে। এ সমস্যা এখন শুধু সরকারের না- দেশের, গোটা জাতির। উত্তরনের চেষ্টা সরকারই করবে। যদি মনে করেন সরকারের সে চেষ্টা সফল হবে না বা ভুল পথে হাঁটছে তাহলে আপনাদের উচিত হবে সঠিক পথটা তুলে ধরা। অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ বিশেষজ্ঞদের সাথে বসে বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা, বাস্তবায়নের পদ্ধতিগুলো জমসম্মুখে তুলে ধরা। ক্ষমতায় গেলে কি কি করবেন, জ্বালানীর দাম কততে নামিয়ে আনতে পারবেন, চালের দাম বা দ্রব্যমূল্য কতটা কমাতে পারবেন, অফিসে অফিসে ঘুষ দূর্নীতি হয়রানি কিভাবে বন্ধ করবেন, লুট হয়ে যাওয়া ব্যাংকের টাকা কিভাবে ফেরত আনবেন- প্রতিটি বিষয় বিশ্বাষযোগ্যভাবে ব্যখ্যা করুন। জনগণ যদি মনে করে আপনারাই সঠিক, আপনারাই পারবেন- রাজনীতির মাঠে তাদেরকে পাবেন। বহু ঠকেছে। যে লাউ সেই কদুর জন্য আর জান বাজী রাখতে কেউ রাজী হবে কি!

লেখক: টিভি ব্যক্তিত্ব, লেখক-সাংবাদিক



১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস



১৫ আগষ্ট ২০২২, সোমবার

বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল তবারক বিতরন

স্থানঃ ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রীট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়ঃ দুপুর ৪.০০টা থেকে রাত১০.০০টা

সভাপতি	আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল মিয়া	মীর নিজামুল হক	সোহেল গাজী	মোঃ আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়কঃ মোঃ এ আজাদ, আব্দুল হামিদ, যুগ্ম সদস্য সচিবঃ মোঃ মাহবুব রহমান, হাজী এনাম

তত্বাবধায়নেঃ শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারীঃ মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ আসিফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যানঃ মামুন মিয়াজী চেয়ারপার্সনঃ বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপার্সনঃ সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষকঃ তারেক হাসান খান, ফাহাদ সোলাইমান, জেড আর চৌধুরী (লিটু), নুরুল আজিম, আহসান হাবিব

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান। মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম,মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া,গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, আব্দুল মালেক, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল এবং মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদঃ হারুন ভূঁইয়া, এম এ আজিজ, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদিপ সাহা, কাজী শাম-সুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, পিয়ার আহমেদ, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ফাহাদ সোলায়মান, ইকত্তারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং নূরুল আমিন বাবু।

সহযোগিতায়ঃ মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেষ্টুরেন্ট, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আমিন বাবু, এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, মেজবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণা, ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, শাহ নেওয়াজ, সি কে (অভি) , মনসুর চৌধুরী (হাটবাজার), প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেষ্টুরেন্ট, ফরহাদ রেজা, হাসান জিলানী, সান্টু ভাই, লাবনিয়া, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূঁইয়া, আক্তারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, আহসান হাবীব, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ এবং ডা. তৌহিদ শিবলী,

আয়োজনেঃ

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND
EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

টি-টোয়েন্টিতে ৬০০ উইকেট ব্র্যাভোর

(শেষের পাতার পর)

তিনি ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ৬০০ উইকেট নিয়েছেন। ইংল্যান্ডে দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে নর্দার্ন সুপার চার্জার্সের হয়ে ওভাল ইনভিনসিবলসের বিপক্ষে তিনি এই ইতিহাস গড়লেন। ওভাল ইনভিনসিবলসের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্র্যাভোর উইকেট ছিল ৫৯৮টি।

রাইলি রুশোকে আউট করে ৫৯৯তম উইকেট নেন ব্র্যাভো। তারপর স্যাম কারেনকে আউট করে ৬০০তম উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন। ৫৪৫তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে ৬০০ উইকেট নিলেন ব্র্যাভো। এই ফরম্যাটে উইকেট শিকারে দ্বিতীয় স্থানে আছেন আফগান স্পিনার রশিদ খান। এখনও পর্যন্ত ৩৩৯টি ম্যাচে তার শিকার ৪৬৬ উইকেট।

২০০৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিষেক হয় ব্র্যাভোর। এখনও পর্যন্ত ২৫টির বেশি দলের হয়ে এই ফরম্যাটে খেলেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৯১টি ২০ ওভারের ম্যাচে ব্র্যাভোর শিকার ৭৮টি উইকেট। বাকি ৫২২টি উইকেট নিয়েছেন ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ম্যাচ এবং বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে। আইপিএলেও সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ব্র্যাভো। ১৬১টি আইপিএল ম্যাচে ঝুলিতে পুরেছেন ১৮৩টি উইকেট।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

১৪ আগষ্ট রোববার কানেকটিকাটের ইন্ডিয়ান ওয়েল ষ্টেট পার্ক।

বরুড়া উপজেলা এসোসিয়েশ ইউএসএ'র বনভোজন ও মিলনমেলা ১৪ আগষ্ট রোববার হেমষ্টেট লেক ষ্টেটপার্কে।

ব্রহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা'র বনভোজন ১৪ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ এইসেন-াওয়ার পার্কে। 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ ১৫ আগষ্ট সোমবার বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে (২৭-২২ ৭৩ ষ্ট্রীট)।

'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্লাব ইউএসএ আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ ১৫ আগষ্ট সোমবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে (২৭-২২ ৭৩ ষ্ট্রীট)।

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্ক'র সদস্য পদ গ্রহনের শেষ তারিখ ১৬ আগষ্ট মঙ্গলবার।

প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র বনভোজন ও ঈদ পূণর্মিলনী ২০ আগষ্ট শনিবার নিউইয়র্কের হেকশার ষ্টেট পার্ক (প্যাভেলিয়ন-৩)

গাইবান্ধা সোসাইটি অব ইউএসএ'র বনভোজন ২১ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের ওয়েষ্ট বেবীলনের ৬২৫ বেলমন্ট।

কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি কর্তৃক প্রথমবারের মতো আয়োজিত 'বাংলাদেশ গেমস ইউএস-২০২২' ২৭ আগষ্ট শনিবার নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্ক ট্রাক এন্ড ফিল্ড।

মধুতেই কুপোকাত

(শেষের পাতার পর)

তবে কেবল তার জন্যই এ জিনিস খোঁজে না মানুষ। মূলত নেশার দ্রব্য হিসেবে জনপ্রিয় ম্যাড হানি হাজার বছর ধরে। এমনকি যা প্রাণঘাতীও হতে পারে।

ম্যাড হানির রাসায়নিক নাম গ্রায়ানোটক্সিন। নাম থেকেই আন্দাজ করা যায় এর মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে। প্রধানত রডোডেনড্রন ফুলের মধুতে থাকে এই গ্রায়ানোটক্সিন। আরো বেশ কিছু পাহাড়ি ফুলে থাকে এই বিষাক্ত উপাদান; যাকে বলে গ্রায়ানোটক্সিন পয়জনিং বা রডোডেনড্রন পয়জনিং। জেনে শুনে এই বিষই পান করেন রসিক। যার পর স্বাভাবিক মানসিক পরিস্থিতি হারায়। দুনিয়াদারী ভুলে যায় মানুষের মস্তিষ্ক। আর ঠিক এ কারণেই অন্য শক্তিশালী মাদকের মতোই ঝুঁকিপূর্ণ ম্যাড হানি অতিরিক্ত পান করা।

পাগল করা এই মধু অতিরিক্ত খেলে মারাত্মক ঝিম ধরা ভাব হতে পারে। এ ছাড়াও বমি, মাথা ধরা, শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া, অস্বাভাবিক হারে রক্তচাপ কমে যাওয়া, পেশির দৌর্বল্য, ঝাপসা দৃষ্টি, পারকিনসন-হোয়াইট-সিনড্রোম পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। এমনকি পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে। একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ম্যাড হানির অতিরিক্ত সেবন মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আরেক দলের বক্তব্য, ততটাও মারাত্মক নয়। আসল কথা এত ভয়, দুশ্চিন্তার পরও ম্যাড হানি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মধুগুলোর একটি। স্থানীয়রা যা গ্রহণ করে আসছেন গত এক হাজার বছর ধরে।

নেপালের গুরুঙ্গ উপজাতির অন্যতম পেশা হলো পাহাড়ের খাঁজ থেকে ম্যাড হানি সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা। আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা যে মধুকে চিকিৎসার কাজে লাগায়। আলসারসহ বিভিন্ন ধরনের পেটের সমস্যা, হাইপার টেনসন ও যৌন রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে 'বিষাক্ত' মধু। জানা যায়, একটা সময় শত্রু বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয়রা ব্যবহার করতেন এই মধু। একবার শত্রুপক্ষকে খাইয়ে দিতে পারলেই নেশার ঘোরে নাস্তানাবুদ হতো তারা!



মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান
OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer
APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates
ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি
We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER
৩৭-৬৬ ৭৪ ষ্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



নিউজার্সীতে ১৯তম নজরুল সম্মেলন ১৩-১৪ আগস্ট

(শেষের পাতার পর)

নজরুল ভক্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতিথি হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। সম্মেলনটি সফল করতে ইতিপূর্বে মোহাম্মদ কবীর কিরণ-কে কনভেনর ও হাসান আমজাদ খান-কে সদস্য সচিব করে নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি (এনএএনসিসি)-এর একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান এম মোশাররফ হোসাইন।

১৯তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনের কনভেনর মোহাম্মদ কবীর কিরণ বার্তা সংস্থা ইউএনএ-কে জানান, বাংলাদেশর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্রবাসে তুলে ধরার লক্ষ্যে সবার সহযোগিতায় আমরা এবারের সম্মেলন করতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এতে নিউইয়র্ক ও নি-উজার্সী রাজ্য সহ উত্তর আমেরিকার ১২টি সংগঠন অংশ নিচ্ছেন। আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। দু'দিনের এই সম্মেলনের কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে কবি নজরুলের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা, সেমিনার, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন বেলা ২টায় কনফারেন্স কক্ষ খোলা হবে এবং আড়াইটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে চলবে রাত ১০/১১টা পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পীদের গান ছাড়াও বিশেষ অকর্ষণ থাকবে নিউইয়র্ক ঢাকা ড্রামার প্রযোজনায় কাজী নজরুল ইসলামের ছোট গল্প অবলম্বনে নাটক "রাক্ষুসী"। এর নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় রয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শিরীন বকুল। নজরুল সম্মেলনটি সফল করতে সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছে নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি (এনএএনসিসি)।

সম্মেলনের কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে: প্রতিদিন বেলা ২টায় দ্বার উন্মোচন, কবির উপর তত্যচিত্র, সেমিনার, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান চলবে রাত ১১টা পর্যন্ত।

লাইফ সাপোর্টে অভিনেত্রী অ্যান হেচে, বাঁচার সম্ভাবনা কম!

(শেষের পাতার পর)

অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতির মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়। প্রকাশিত বিবৃতি অনুসারে, অ্যান হেচে কোমায় গুররুতর অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে বর্তমানে সম্ভাব্য অঙ্গ দানের জন্য লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। তাঁর বেঁচে থাকার আশা করা কঠিন। দীর্ঘদিন ধরেই মৃত্যু-পরবর্তী নিজের অঙ্গ দান করার ইচ্ছা ছিল এই অভিনেত্রীর। এ জন্য কোনো অঙ্গ কার্যকর কি না তা নির্ধারণ করতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হচ্ছে তাঁকে।

বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) পুলিশ বলেছিল যে তারা অ্যানের গাড়ি চালানোর বিষয়ে তদন্ত করছে। পরোয়ানাসহ গোয়েন্দারা তাঁর রক্তের নমুনা নিয়েছে এবং তাঁর নমুনায় মাদকদ্রব্য খুঁজে পেয়েছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে এখনো প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলে তারা প্রসিকিউটরদের কাছে একটি মামলা উপস্থাপন করবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট সকালে অভিনেত্রীর গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে প্রতিবেশীর একটি অ্যাপার্টমেন্ট গ্যারেজে ধাক্কা মারে। সেখান থেকে বের হওয়ার সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা। অ্যানের গাড়িতে আগুন জ্বলে যায়। সেই দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার পর থেকেই লস অ্যাঞ্জেলেসের উত্তরে ওয়েস্ট হিলস হাস-পাতালে ভর্তি রয়েছেন আমেরিকান এই অভিনেত্রী। হলিউডে অ্যান হেচে জনপ্রিয় একটি মুখ। 'সিক্স ডেজ সেভেন নাইটস', 'ডনি ব্রাস্কো'র মতো জনপ্রিয় হলিউড মুভিতে কাজ করেছেন তিনি। 'কোয়ান্টিকো' সিরিজে প্রিয়াংকা চোপড়ার সঙ্গেও অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী। সূত্র : এবিসি নিউজ।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com







৯ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন সহযোগিতা কামনা

(শেষের পাতার পর)

কেন্দ্র স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় বেইজমেন্ট সহ তিনতলার এ মসজিদ ভবণটি সহ ক্রয়কৃত খালি জায়গা নিয়ে সিটির অনুমোদন সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে বহুতল ভবণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী মরহুম আলহাজ গিয়াস উদ্দিনের প্রচেষ্টায় ব্রঙ্কসে বাঙালীদের অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় ২০১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর ভাড়া বাড়িতে বাংলাবাজার জামে মসজিদের যাত্রা শুরু হয়। পরের বছরের মাঝামাঝি ৫ লাখ ১০ হাজার ডলার মূল্যে মসজিদের বর্তমান নিজস্ব ভবণটি ক্রয় করা হয়।

মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে এবং ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া ও মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদের পরিচালনায় ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ফান্ডরেজিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার, ফান্ডরেজিং কমিটির উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারের সাবেক খতীব মাওলানা মাশহুদ ইকবাল, সিংগেরকাচ আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা এ কে এম আবদুন নুর, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা জুবাইর রাশিদ, সাবেক খতীব মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, শাহজালাল দারুস সুন্নাহ জামে মসজিদের সভাপতি হাফিজ ইবাদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সিপিএ আহাদ আলী, উপদেষ্টা ইফতেখার সিরাজ, আলতাফ আলী, সহ সভাপতি মো. আহসান রাসুল নাসির, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন, সহ কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু সাঈদ, কার্যকরী সদস্য ওয়ালিউর রহমান, শামিম উদ্দিন, আক্তার খান রাজু, আজিজুল হক ও সোহেল চৌধুরী, ফান্ডরেজিং কমিটির সদস্য সোনার বলাই প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মসজিদের কার্যকরী, উপদেষ্টা ও ফান্ডরেজিং কমিটি, মুসল্লী সহ সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কোরআন ও হাদিসের আলোকে পবিত্র কাবা শরীফ, আল আকসা মসজিদ সহ বিভিন্ন মসজিদ নির্মানের বিস্ময়কর ঘটনা তুলে ধরে বলেন, ইবাদত বন্দেগীর সর্বশ্রেষ্ট স্থান হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদ। বক্তারা নতুন জায়গায় বহুতল মসজিদ ভবণ নির্মাণের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, স্থান সংকুলানের অভাবে বর্তমানে মসজিদে জুমার নামাজে দু'টি পৃথক জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় মুসল্লীদের বাইরে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়। তারা মসজিদ নির্মাণে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মুসল্লীর অংশগ্রহণে দোয়া-মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মাশহুদ ইকবাল। দোওয়া-মোনাজাতে বাংলাবাজার জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ গিয়াস উদ্দিন সহ দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। পরে ডিনার সরবারহ করা হয়।

মসজিদ কমিটির সভাপতি ডা. আবদুস সবুর এবং সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদ ফান্ডরেজিং অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাবাজার মসজিদের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা : বাংলাবাজার জামে মসজিদ ইনক, ১৩৫১, ওডেল স্ট্রিট, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২, ফোন : ৩৪৭-২৯৩-৫৮৫৮।

বাংলাবাজার জামে মসজিদ ইনক্ ব্যাংক হিসাব নং : চেজ ব্যাঙ্ক এনএ ১৭৮ ৭৩২ ৯০৬, রাউটিং নং : ০২১০০০০২১ এবং gofundme, Zelle : banglabazarjmasjid@gmail.com, www.banglabazarjamemasjid.org.

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে
বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত
লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

উৎসবমুখর পরিবেশে 'টাঙ্গাইল সোসাইটি'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

(৪৭ পাতার পর)

সংগঠনের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

দুপুরে জোহরের নামাজের পর এবং মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতীর পর অনুষ্ঠিত হয় শিশু-কিশোর-কিশোরীদের দৌড়, লাল আর সবুজ দলের ফুটবল আর মহিলাদের মিউজিক্যাল পিলো। আরো ছিলো যেমন খুশী তেমন সাজ। বিকেলে ছিলো দই-রসগোল্লার পর চা-পানের পাশাপাশি প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রাজীব-এর একক সঙ্গীত। মধ্যহ্ন ভোজে ছিলো জ্যামাইকার সুপরিচিত সাগর রেষ্টুরেন্টের মুখরোচক খাবার।

বিকেলে মনোজ্ঞ র‍্যাফল ড্র'র আগে অতিথিদের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ল অফিস অব মাইকেল গাসি ইএসকিউ এন্ড এসোসিয়েটস পিসি'র কাজী জামান ও জিয়া হক এবং বেঙ্গল হোম কেয়ারের কর্ণধার জামিল আহমেদ। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও পরিচালনায় ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন। সাংস্কৃতিক পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন আবৃত্তিকার গোপন সাহা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, দেওয়ান আমিনুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান খান আপেল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মজিবর রহমান, মির্জা নূর-এ আলম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন কাউছার আহমেদ মন্টু, কাজী গোলাম মোস্তফা কিসলু, শহীদুল ইসলাম শহীদ, ইমরুল আলম শাহেদ, আজাদ আলী খান, আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্দ আলী, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, ইউনুস আলী মাস্টার, মোহাম্মদ সোহেল রানা রিপন, রাম কৃষ্ণ সাহা, লিটন সেন সাগর প্রমুখ।

র‍্যাফল ড্র'র উল্লেখযোগ্য পুরষ্কারের মধ্যে প্রথম পুরষ্কার স্বর্ণের অলংকার প্রদান করেন রাইট কেয়ার ফার্মেসী'র কর্ণধার ড. ইকবাল রাশেদ রানা, দ্বিতীয় পুরষ্কার ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটের বিমানের টিকিট প্রদান করেন ল অফিস অব মাইকেল গাসি ইএসকিউ এন্ড এসোসিয়েটস পিসি, তৃতীয় পুষ্কার ছিলো ৬০ ইঞ্চি কালার টিভি আর চতুর্থ পুরষ্কার ছিলো আবাসিক হাউজিং প্রতিষ্ঠান 'পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ ইউএসএ' প্রদত্ত স্বর্ণের চেইন। এছাড়াও আরো ১১টি পুষ্কার ছিলো র‍্যাফল ড্র-তে।

'টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন সফল করায় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ সকল প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সহ অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।



কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব
আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের
বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক কৌশল ফাঁস ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি

ঢাকা ডেস্ক, ১২ আগস্ট : রুশ বাহিনীকে মোকাবিলায় নিজেদের সামরিক কৌশল ফাঁস হওয়া নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। বৃহস্পতিবার সামরিক কৌশল ফাঁসে জড়িত কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু করেছে দেশটি।

সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে নিজেদের সামরিক কৌশল প্রকাশ না পায় এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। খবর রয়টার্সের।

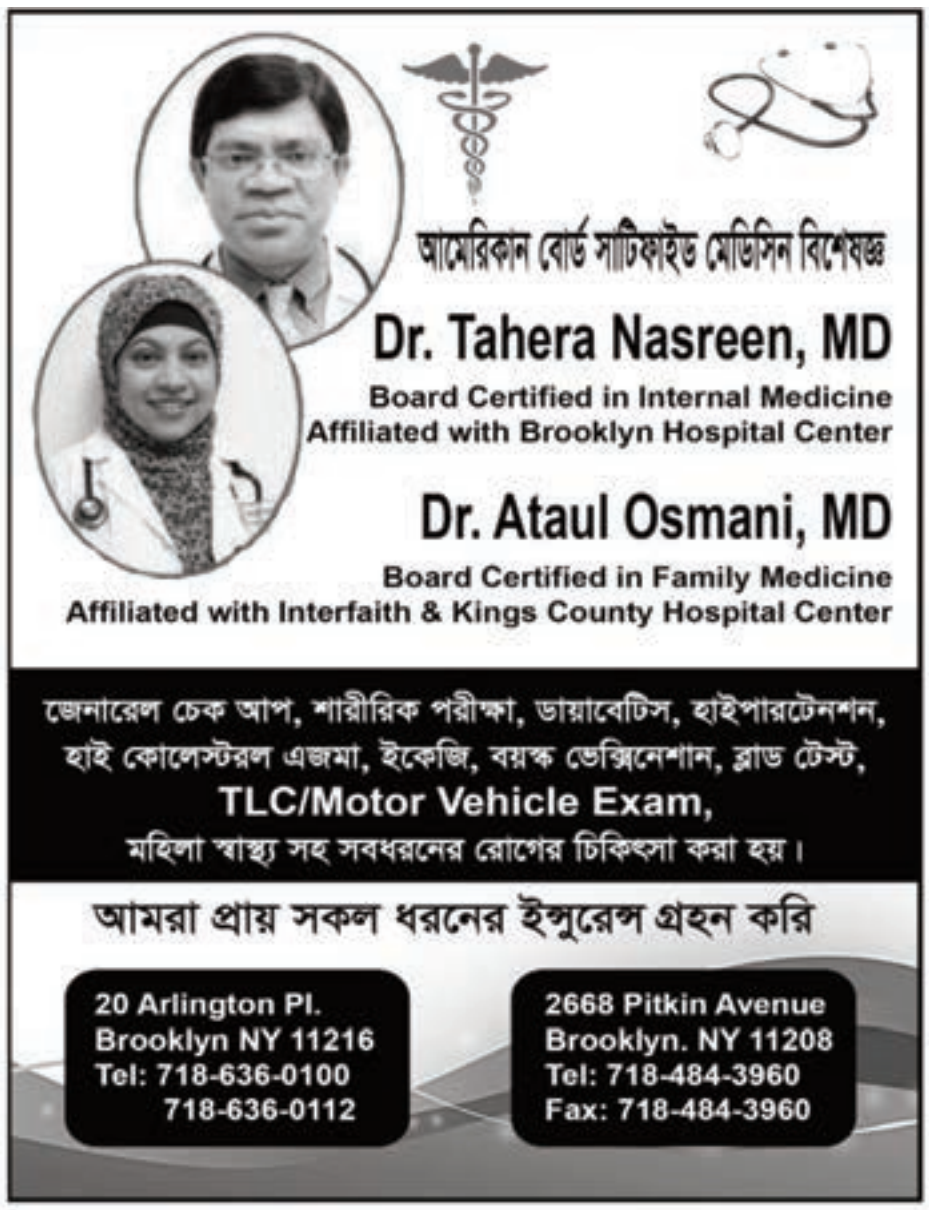
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিয়েভের সামরিক কৌশল সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। সামরিক কৌশল নিয়ে বাইরে মন্তব্য করা 'স্পষ্টতই দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলেও উল্লেখ করেছেন পূর্ব ইউরোপের এ দেশটির প্রেসিডেন্ট।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মঙ্গলবার রুশ অধিকৃত ক্রিমিয়ায় একটি রাশিয়ান বিমানঘাঁটিতে বিস্ফোরণের পর মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্ট অজ্ঞাতপরিচয় কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে জানায়, ইউক্রেনীয় বাহিনী এ বিস্ফোরণের পেছনে রয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেন এই বিস্ফোরণের পেছনে জড়িত কিনা তা বলতে অস্বীকৃতি জানায় কিয়েভের সরকার।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, 'যুদ্ধের সময় অবশ্যই অহংকার ও উচ্চস্বরে বিবৃতি দেওয়া যাবে না। আপনি আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে যত কম তথ্য প্রকাশ করবেন, সেই প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য এটি তত ভালো হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আপনি যদি উচ্চস্বরে কোনো শিরোনাম তৈরি করতে চান, তবে সেটি এক জিনিস, যা স্পষ্টতই দায়িত্বজ্ঞানহীন। আর আপনি যদি ইউক্রেনের জন্য জয় চান, তবে এটি অন্য জিনিস। প্রতিরক্ষা বা পাল্টা হামলার বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনি যে কথা বলেন, তার প্রতি আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।'

ফেসবুকে ইউক্রেনের উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী হান্না মালিয়ার লিখেছেন, 'সামরিক কৌশলের তথ্য এই ভাবে ফাঁস করা হলে তা ইউক্রেনীয় সশস্ত্র বাহিনীর পরিকল্পনাকে ব্যাহত করে। কারণ এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শত্রুরা







BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

দুটি রুম ভাড়া

১ আগস্ট থেকে এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ৯ স্ট্রিটের একটি এপার্টমেন্টে সাবলেট একটা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে (দুইটা রুম) শেয়ারে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।
যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ ষ্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ-কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

রুম ভাড়া

হিলসাইডে f train সাবওয়ের সাথে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর তৃতীয় তলায় সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২ জন রুম মেট আবশ্যক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
মান্নান -৩৪৭-৪২০-২৬৯২

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ ষ্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫। মে-১৬/২৩

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

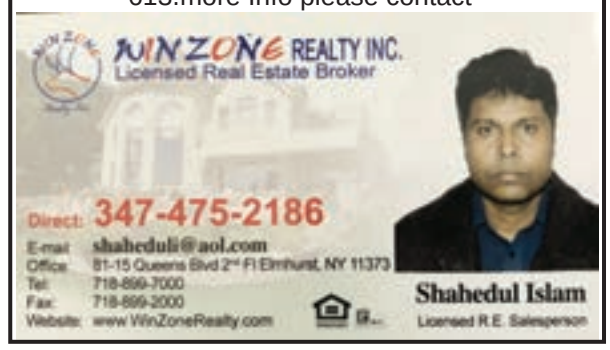
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444













‘প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ বনভোজন’

(শেষের পাতার পর)

প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন বলে আয়োজকদের দাবী। তাদের কারো কারো আরো দাবী এই বনভোজন ‘প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ বনভোজন’। তারা মনে করছেন আড়াই হাজারের মতো লোক নিয়ে একটি বনভোজন আয়োজন করার খবর তাদের জানা নেই। উল্লেখ্য, জনশ্রুতি আছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে দেশের ৬৪ জেলার মানুষদের মধ্যে সন্দ্বীপ উপজেলার লোক সর্বাধিক। আর এই অধিক সংখ্যক সন্দ্বীপবাসীদের মধ্যে বেশীরভাগ মানুষের বসবাস নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন।

পাহাড় ঘেরা নিউইয়র্কের রকল্যান্ড লেক ষ্টেট পার্কে গত ৩০ জুলাই শনিবার আয়োজিত সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ ইনক’র বনভোজন আড়াই হাজার নরনারীর সমাবেশে রূপ নিয়েছিল ছোট একটি সন্দ্বীপে। জানা গেছে, ১৮ টি বড় বাস ও প্রায় ৫০০ প্রাইভেট গাড়ী নিয়ে সকাল ৯ টা থেকে একের পর এক সবাই জড়ো হতে থাকে প্রকৃতি ঘেরা এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে। প্রবাসী সন্দ্বীপবাসীদের আন্তরিকতায়, আর্থিক সহায়তায় আর উৎফুল্ল অংশগ্রহনে সুন্দরভাবে সফল সমাপ্তি ঘটে এই বনভোজন অনুষ্ঠানের। বনভোজনস্থলে মিনিটে মিনিটে দূর দুরান্ত থেকে পরিচিতজনদের উপস্থিতি সবাইকে আনন্দিত ও উচ্ছসিত করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সবাই ভুলে গিয়েছিল নিউইয়র্ক শহরের যান্ত্রিক ও চ্যালেঞ্জিং কর্মময় দিনগুলোর কথা। পরস্পর কুশল বিনময়, স্মৃতিচারন, চুটকি কাটা, আড্ডা, দেশী ও সন্দ্বীপ্পা আর চাটগাঁইয়া সংস্কৃতি চর্চায় ডুবে ছিল সবাই সারাদিন। আয়োজকদের সার্বক্ষণিক তদারকি ও একের পর এক রকমারী পদ দিয়ে আতিথেয়তা ছিল লক্ষনীয়। সভাপতি আব্দুল হান্নান পান্না ও সাধারণ সম্পাদক এস এম আলাউদ্দিন এবং বনভোন আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ফসিউল আলম ও সদস্য সচিব কাউসার সরদার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম আলাউদ্দিন জানান, এবারের আয়োজন ছিল বড় চ্যালেঞ্জিং। মহামারী করোনার কারনে গত দু’বছর বনভোজন না হওয়ায় এবারের উপস্থিতি যে এতো বিশাল হবে তা ছিল অনুমেয়। কারন দলমত নির্বিশেষে সবাই মুখিয়ে থাকে সন্দ্বীপ সোসাইটির বনভোজনের জন্য। সন্দ্বীপ সোসাইটির ইতিহাসে এটাই ছিল সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে বনভোজন। তিনি জানান, র‍্যাফল ড্র’তে ছিলো ২৯টি পুরষ্কার।

বনভোজন অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিক, কুইন্স ডেক্রেটিক পার্টির লীডার ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী ছাড়াও সন্দ্বীপের কৃতি সন্তানদের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সমাজসেবী ও নিউইয়র্কে হোম কেয়ার ব্যবসায় অগ্রদূত আবু জাফর মাহমুদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক লুৎফুল করীম, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন, এমলাক হোসাইন ফয়সাল, ফিরোজ আহমেদ, মাস্টার ইদ্রিস আলম, মোহাম্মদ ফরহাদ সিপিএ, মোদাচ্ছের মিয়া, রফিকুল মওলা, মাকসুদুর রহমান, আমিনুর রসুল জামশেদ, ইকবাল হায়দার, আলমগীর হোসাইন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বনভোজনের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো সকালের নাস্তা, দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ, হরেক রকমের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, র‍্যাফল ড্র প্রভৃতি।

দু’আ কবুলের সময় স্থান, আদব ও শর্ত

(শেষের পাতার পর)

আল্লাহ তা’আলা বলেন,“তোমাদের রব বলছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্জিত হয়ে।”(সুরা আল মু’মিন:৬০) আল্লাহ তা’আলা বলেন, “একমাত্র তাঁকেই ডাকা সঠিক। আর অন্যান্য সত্তাসমূহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে এ লোকেরা ডাকে, তারা তদের প্রার্থনায় কোন সাড়া দিতে পারে না।” (সুরা রা’আদ: ১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,“যদি কোন ব্যক্তি কষ্ট-অভাবে পতিত হয়ে তার অভাবের কথা মানুষের কাছে পেশ করে তাহলে তার অভাব মিটবে না। আর যদি সে তার বিপদ আল্লাহর নিকট পেশ করে তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তি বা দুরবর্তী রিযক প্রদান করবেন।”(তিরমিযি: কিতাবুয যুহদ, বাব ফিল হাম্মি ফিদ্দুনিয়া, আবু দাউদ: কিতাবুয যাকাত)

যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় আল্লাহকে ডাকা যায়। হযরত ইউনুস আ: গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত মাছের অন্ধকার পেট থেকে আল্লাহকে ডেকেছেন। তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। তথাপি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’আ কবুলের জন্য কিছু কিছু সময় ও স্থানকে হাদীসে উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে বা স্থানে দু’আ করলে দু’আ কবুল হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

শেষ রাতের তাহাজ্জুদের দু’আ:-

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,“মহামহিম রব প্রতি রাতে, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন নিকটবর্তি আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন: কেউ যদি আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কেউ যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করবো। কেউ যদি আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করবো।”(বুখারী:১১৪৫, তাওহীদ পাব: কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাবু দু’আ ওয়াস সালাত... বুখারী: ৬৩২১ ও ৭৪৯৪, মুসলিম: কিতাব সালাতিল মুসাফিরিন, বাব তারগীব ফাদ দু’আ)

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: সারা রাতের মধ্যে এমন একটি বিশেষ সময় আছে যে সময় কোন মুসলিম আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন। আর ঐ বিশেষ সময়টি প্রত্যেক রাতেই থাকে।”(মুসলিম: ১৬৫৫, হা: একাডেমী, কিতাবুস সালাতিল মুসাফিরিন... বাবু ফি লাইলি সা’আতান....., ইফা: ১৬৪০, ই.সে.১৬৪৭)

কদরের রাতের দু’আ:-

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রা: বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদাতের জন্যে দাঁড়ালো তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয়েছে।”

আযান ও ইকামাতের মধ্য সময়ের দু’আ:-

আবাদুল্লাহ ইবনে আমর রা: বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, মুয়াযিনগণ আমাদের চেয়ে বেশী মর্যাদা অর্জন করছেন। তখন তিনি বললেন,“মুয়াযিনগণ যা বলবে তুমি তা বল (আযানের জবাব দাও)। যখন শেষ করবে,তখন আল্লাহর কাছে চাও; তুমি যা চাইবে তোমাকে তা দেয়া হবে।”হাদীসটি হাসান (আবু দাউদ: কিতাবুল জুমআ, বাব ইজা সামিয়া আল মুয়াযিন ও আলবানী সহীহুত তারগীব)

জুমাবারের দু’আ:-

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেছেন, সেই মহুর্তটি হলো সুর্যাস্তের পূর্বমহুর্ত। এ সময় দু’আ কবুল হয়। কেউ বলেছেন, ইমামের খুৎবা থেকে সালাতের সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,“নিশ্চয় শুক্রবারে একটি সময় আছে, যে সময় কোন মুসলিম দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে যে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা প্রদান করবেন।”(বুখারী: ৯৩৫, তাওহীদ পাব: কিতাবুল জুমআ, বাবুস সাআতিল্লাতি ফি..., বুখারী: ৫২৯৪,৬৪০০, মুসলিম:কিতাবুল জুমআ, বাব বাবুস সাআতি..)

সিজদাহ এর সময় দু’আ:

ইবনে আব্বাস রা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাঁর ওফাত দিবসের ফযরের সময়) তাঁর ঘরের পর্দা তুলে দেখলেন সাহাবীগণ আবু বকর রা: এর পিছে কাতারবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছেন। তখন তিনি বলেন,“হে মানুষেরা, নবুয়্যতের সুসংবাদগুলোর আর কিছুই বাকি থাকল না শুধুমাত্র নেক স্বপ্ন ছাড়া, যা মুসলিম দেখে বা তার বিষয়ে দেখা হয়। শুনে রাখ, আমাকে রুকু ও সাজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকু অবস্থায় তোমরা তোমাদের রবের মর্যাদাবাচক প্রসংশা পাঠ করবে। আর সাজদারত অবস্থায় তোমরা খুব বেশী করে দো’আ করবে, কারণ এ সময় দু’আ কবুল হওয়ার সম্ভবনা খুবই বেশী।” (মুসলিম:৯৬১,হাদীস একা: ইফা:৯৫৬, ই.সে.৯৬৭, কিতাবুস সালাত, বাবুন নাহি আন ক্বিরাআতিল কুরআন ফির রুকুয়ে ওয়াস সিজদাহ)

বৃষ্টির নীচে দাঁড়িয়ে দু’আ:-

বৃষ্টির সময় দু’আ কবুল হয়। সুতরাং এই সময় দু’আ করার সুযোগটি হাতছাড়া করবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,“দু’টি সময় দু’আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। আযানের পরের দু’আ এবং বৃষ্টির সময় দু’আ।” (মুসতাদরিক আল হাকিম, হাদীসটি সহিহ)

এছাড়াও নিম্নলিখিত সময় ও স্থানে দু’আ কবুল হয়। প্রত্যেকটি সময় ও স্থানের স্বপক্ষে হাদীস রয়েছে।

ফরয সালাতের পরের দু’আ:-সালাতের পর মাসনুন তাসবীহ ও যিকর করার পর দু’আ করতে হবে।

ইফতারের পূর্ব মহুর্তের দু’আ:

আরাফার ময়দানের দু’আ:

মুযদালিফার ময়দানের দু’আ:

মাতাফে তাওয়াফের সময়ের দু’আ:- কা’বার চারদিকে তাওয়াফ করার সময় দু’আ করলে কবুল হয়।

মিযাবের নীচে দাঁড়িয়ে দু’আ:-কা’বার ছাদ থেকে নালা দিয়ে পানি যেখানে নির্গত হয়, সেখানে দু’আ করা।

মুলতাযিমের দু’আ:-হাজরে আসওয়াদ থেকে কা’বার দরজা পর্যন্ত ওয়ালকে মুলতাযিম বলা। মুলতাযিম অর্থ এঁটে দেয়া। অর্থাৎ ঐ স্থানে নিজের সারা শরীরকে ওয়ালের সাথে এঁটে দিয়ে দু’আ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করতেন।

যমযমের পানি পান করার পরের দু’আ:

দু’আর আদব:

ওজু করে দু’আ করুন।

কা’বার দিকে ফিরে দু’আ করুন।

দরুদ পড়ে দু’আ শুরু করুন।

প্রয়োজনে হাত দু’টো প্রসারিত করে দু’আ করুন।

আল্লাহর সিফাতি নামগুলো আবেগের সাথে উচ্চারণ করে দু’আ করুন।

নিজেকে ছোট করুন এবং আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করুন।

দু’আ কবুলের ৫টি শর্ত:

হালাল রিযিক ভক্ষণ করতে হবে।

শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে: কোন মানুষের মাধ্যম বা উসিলা ছাড়া।

আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে:- দু’আ কবুল হয়েছে এই আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে।

আল্লাহর রাসুলের ওপর দরুদ পড়ে দু’আ করতে হবে।

দু’আর সাথে সাথে দাওয়াও লাগবে। অর্থাৎ আপনি ঘরে বসে বসে আল্লাহর কাছে রিযিক চাইবেন, হবে না। আপনাকে কাজ করতে হবে। আপনাকে ঔষধ সেবন করতে হবে এবং দু’আও করতে হবে। সাবধানতা অবলম্ভন করতে হবে, আল্লাহর উপর ভরসাও করতে হবে।



স্থায়ী মিশনে শেখ ফজিলাতুন নেছা'র ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতার সকল সংগ্রাম ও সঙ্কটে বঙ্গমাতা ছিলেন এক অকুতোভয়, বিশ্বস্থ ও নির্ভিক সহযাত্রী - রাষ্ট্রদূত মুহিত



নিউইয়র্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গত ৮ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা ও বঙ্গমাতাসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের বুলেটে নির্মমভাবে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন ও কর্মের উপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় অনুষ্ঠানের এ পর্বে।

আলোচনা পর্বের শুরুতে মহীয়সী নারী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উদযাপনকে জীবন ও কর্ম এবং দেশ ও জাতিগঠনে তাঁর অসমান্য অবদানের নানা দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। দিবসটির প্রতিপাদ্য "মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা : অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা" উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, "বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব শুধু জাতির পিতার সহধর্মীনিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন জাতির পিতার সুদীর্ঘ সংগ্রামে ও সকল সঙ্কটে এক অকুতোভয়, বিশ্বস্থ ও নির্ভিক সহযাত্রী"। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুকে মনের কথা তুলে ধরতে পরামর্শ দিয়েছিলেন বঙ্গমাতা। বঙ্গমাতা কীভাবে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে দলীয় কর্মকান্ড সচল রাখতে ভূমিকা রেখেছেন, কীভাবে অবলীলায় দলীয় কর্মী এবং দলের প্রয়োজনে তাঁর সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেছেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বঙ্গবন্ধুকে অটল থাকতে কীভাবে সাহস যুগিয়েছেন, অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেও হাসিমুখে কীভাবে সংসার আগলে রেখেছেন, ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে কিভাবে নির্লোভ ও সাধাসিধে জীবন যাপন করেছেন তার নানা দিক উঠে আসে স্থায়ী প্রতিনিধির বক্তব্যে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, উদারতা, মানবিক হৃদয় এবং সাদামাঠা জীবন যাপনের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "বঙ্গমাতার আদর্শ থেকেই এমন গুনাবলী অর্জন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী"। বাংলাদেশের নারীরা বঙ্গমাতার জীবনাদর্শ ও মুল্যবোধে উজ্জীবিত দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত মুহিত।

উন্মুক্ত আলোচনায় মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচকগণ বঙ্গমাতাকে জাতির পিতার রাজনৈতিক সাফল্যের অনন্য উৎস বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরতে পরতে বঙ্গমাতার ভূমিকা এবং তাঁর আদর্শ যুগে যুগে কালে কালে বাঙালি নারীদের জন্য আলোর দীপ শিখা হয়ে অনুপ্রেরণা যোগাবে মর্মে উল্লেখ করেন আলোচকগণ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের সভাপতি হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদকে ব্রিফ করলেন রাষ্ট্রদূত

নিউইয়র্ক: শান্তিবিনির্মাণ কমিশন (পিবিসি) এর সভাপতি হিসেবে সোমবার (৮ আগষ্ট) নিরাপত্তা পরিষদ আয়োজিত 'আফ্রিকাতে শান্তি ও নিরাপত্তা: টেকসই শান্তির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের উন্মুক্ত বিতর্কে বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

উন্মুক্ত বিতর্কটিতে শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রদূত মুহিত। তিনি আফ্রিকার শান্তি বিনির্মাণ অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা জোরদার করার ক্ষেত্রে পিবিসি'র প্রসারিত সহায়তা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। টেকসই উন্নয়ন, অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের সমান অংশগ্রহণ, যুবদের ক্ষমতায়ন এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক শান্তি বিনির্মাণ উদ্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে পিবিসির অতীত এবং চলমান কর্মকান্ড সমূহ তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত মুহিত। আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক আর্থিক সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং আফ্রিকার জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান পিবিসি'র সভাপতি। তিনি আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। আফ্রিকায় সক্ষমতা তৈরিতে সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত মুহিত।



রাষ্ট্রদূত মুহিত আফ্রিকায় শান্তি বিনির্মাণ ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তার ক্ষেত্রে শান্তিবিনির্মাণ তহবিলের অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি দেন এবং শান্তিবিনির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত, অনুমানযোগ্য এবং টেকসই অর্থায়নের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

পিসবিল্ডিং কমিশন (পিবিসি) হল ৩১ সদস্যের একটি আন্তঃসরকারি উপদেষ্টা সংস্থা যা সংঘাত-আক্রান্ত দেশগুলিতে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 15 // 2022

এফবিআইয়ের কার্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা, অস্ত্রধারী নিহত

ঢাকা ডেস্ক, ১২ আগস্ট : যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা-এফবিআইয়ের কার্যালয়ে অস্ত্র নিয়ে ঢোকার চেষ্টার পর পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। এ ঘটনায় দেশটিতে বেশ আলোচনার সৃষ্টি করেছে। বৃহস্পতিবার মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ওহাইওর সিনসিনাটি শহরের ব্যুরো অফিসে প্রবেশের চেষ্টা করেন অস্ত্রধারী এক ব্যক্তি। এ সময় অ্যালার্ম বেজে উঠলে এবং এফবিআইয়ের সশস্ত্র এজেন্টরা পদক্ষেপ নিলে পালিয়ে যায় অস্ত্রধারী। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তি গাড়িতে করে পালিয়ে যাওয়ার আগে একটি নেইল গান ফায়ার করেন এবং এআর-১৫ ধরনের রাইফেল উঁচিয়ে ধরেন। এ বিষয় পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, পুলিশ গাড়িটি ধাওয়া করে শহরের একটি এলাকায় গিয়ে থামায়। পুলিশ ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণে রাজি হননি। এর পর ওই ব্যক্তি অস্ত্র তাক করলে পুলিশ গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায় অস্ত্রধারী।







ড. নুরুন নবী'র 'ঘুংঘুর সম্মাননা লাভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক, বিজ্ঞানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবীকে 'ঘুংঘুর সম্মাননা-২০২২' প্রদান করা হয়েছে। গত ১ আগস্ট সোমবার নিউইয়র্কেও জ্যাকসন হাইটসের 'নবান্ন পার্টি হলে' 'ঘুংঘুর' নিউইয়র্ক বইমেলা সংখ্যা ২০২২ এর প্রকাশনা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী শিরিন বকুলের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্বে ছিল 'ঘুংঘুর' এর মোড়ক উন্মোচন। আর দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'ঘুংঘুর সম্মাননা ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠান। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘুংঘুর এর সম্পাদক ও বিশিষ্ট লেখক হুমায়ুন কবির। তিনি ঘুংঘুর এর নয় বছরের পথচলা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

এই পর্বে ঘুংঘুর ও লিটল ম্যাগাজিনের পথচলা নিয়ে কথা বলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আহমাদ মাযহার। তিনি সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা ও আজকের কর্পোরেট শাসিত সাহিত্যবাজার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। এছাড়াও ঘুংঘুর নিয়ে আলোকপাত করেন চলতি সংখ্যার অতিথি সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক আবেদীন কাদের। তিনি এই সংখ্যায় প্রকাশিত ভালো ও মন্দ লেখাগুলো নিয়ে কথা বলেন।

প্রথম পর্বে সাহিত্য ও চিত্রকলা নিয়ে কথা বলেন নন্দিত টিভি তারকা ও চিত্রশিল্পী বিপাশা হায়াত। তিনি বলেন, 'আমরা সৃজনে বিশ্বাস করি। আমরা জানার আগ্রহ নিয়ে পড়ি। সেই আলো প্রজন্মের মাঝে ছড়ানোর জন্য কাজ করেই এগোতে চাই'।

সম্পাদক হুমায়ুন কবিরের লেখা 'বাবা বলতেন' কবিতাটি আবৃত্তি করেন, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার গোপন সাহা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বায়ক কবি মিশুক সেলিম। নিউইয়র্কের সাহিত্য চর্চা ও 'সাহিত্য একাডেমি'র পথচলা নিয়ে বক্তব্য দেন সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিল্পপতি ও ৩১তম নিউইয়র্ক বইমেলার আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূঁইয়া।

পরবর্তী আয়োজন ছিলো ঘুংঘুর সম্মাননা প্রদান। এই পর্বের প্রথমেই সূচনা বক্তব্য দেন 'ঘুংঘুর' সম্পাদনা পরিষদের সদস্য কবি ফকির ইলিয়াস। তিনি ড. নুরুন নবীর সহধর্মিনী ড. জিনাত নবীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই সাহসী নারী ছায়ার মতো পাশে থেকে তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েই চলেছেন।

ড. নবীর পরিচিতি উপস্থাপনকালে সাপ্তাহিক বাঙালী'র সম্পাদক কৌশিক আহমেদ বলেন, ড. নবী আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা। তিনি এই সংগ্রাম আজও করেই যাচ্ছেন তার লেখালেখির মাধ্যমে। তাঁর এ পর্যন্ত ১৭টি বই বেরিয়েছে। এগুলো ইংরেজিতেও অনূদিত হয়েছে। তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স বুক হিসেবে পঠিত হচ্ছে। তিনি প্রজন্মের কাছে সত্য ও আলোকিত কথাগুলোই জানিয়ে যাচ্ছেন লেখনীর মাধ্যমে। উত্তর প্রজন্ম জানতে পারছে মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক না'জানা কথা।

অনুষ্ঠানে ড. নবী'র সংগ্রামী জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কথা বলেন বিশিষ্ট ছড়াকার ও লেখক লুৎফর রহমান রিটন। গত বছর ঘুংঘুর সম্মাননা প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম বক্তব্য রাখেন ড. নবীর জীবন ও আদর্শ নিয়ে। তিনি বলেন, এই গুণী ও ত্যাগী মানুষটির কাছে আমরা সবাই ঋণী। এই সমাজ ও প্রজন্ম বিনির্মাণে ড. নবী যে ত্যাগ ও চেতনা বিলিয়েছেন-তা কালে কালে স্মরণ করা হবে, এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বিশিষ্ট চিন্তক বেলাল বেগ।

সম্মাননা প্রদান পর্বে গীতিকার ও শব্দজন ইশতিয়াক রুপু ফুলের তোড়া তুলে দেন ড. নুরুন নবীর হাতে। তার পরেই বেলাল বেগ, তাজুল ইমাম, লুৎফর রহমান রিটনসহ অন্য অতিথিরা সম্মাননা পদক তুলে দেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও লেখক মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবীর হাতে।

ড. নবী বলেন, 'আমার পিতা আমাকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছিলেন। ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার সাহস দিয়েছিলেন। আমি সেই আলোকেই জীবন পরিচালিত করেছি'। তিনি ড. জিনাত নবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর সমর্থন ও সাহায্য ছাড়া আমার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না'।

উল্লেখ্য, এর আগে 'ঘুংঘুর সম্মাননা' পেয়েছেন বিশিষ্ট চিন্তক বেলাল বেগ, লেখক-সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস ও শিল্পী তাজুল ইমাম।

ড. নুরুন নবী এর আগে একুশে পদক পেয়েছেন এবং তিনি আমেরিকার মূলধারার রাজনীতির একজন হিসেবে নিউজার্সীর প্লেইন্সবরো সিটির কাউন্সিল নির্বাচিত হয়ে পঞ্চম মেয়াদের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে আরও ছিলেন, অভিনেতা-চলচ্চিত্র নির্মাতা তৌকির আহমেদ, বিজ্ঞানী ড. জিনাত নবী, শহীদ সন্তান ফাহিম রেজা নূর, অঙ্কুর প্রকাশনীর মেজবাহ উদ্দিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ে ছিলেন শব্দজন খালেদ সরফুদ্দীন, লেখক আবু সাঈদ রতন, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি, কবি সৈয়দ মামুনুর রশীদ, কবি আহমেদ ছহুল, কবি মাসুম আহমদ প্রমুখ।













ছয় শতাধিক প্রবাসীর অংশগ্রহণ : সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরার করার উপর গুরুত্বারোপ

উৎসবমুখর পরিবেশে 'টাঙ্গাইল সোসাইটি'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইল জেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩১ জুলাই রোববার গাছ-গাছালিতে ঘেরা সবুজ চত্বর নিউইয়র্কের বিশাল ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড কাউন্টি পার্কে এই বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের দাবী এতে আমন্ত্রিত অতিথিসহ ছয় শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সপরিবারে অংশ নেন। ফলে বনভোজনস্থল হয়ে উঠে এক টুকরো 'টাঙ্গাইল জেলা'। টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ভাষায় আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, সুখ-দু:খের আলাপ, বিভিন্ন খেলাধুলা, মধ্যাহ্ন ভোজ, সঙ্গীত প্রভৃতি কর্মকান্ডে মুখরিত হয়ে উঠে 'টাঙ্গাইল সোসাইটি'র বনভোজন। এতে অংশগ্রহণকারীরা প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির অদূরে প্রায় দেশ ঘন্টা দূরত্বে ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড কাউন্টি পার্কে সকাল ১০টা থেকেই প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীরা প্রাইভেট কারযোগে সমবেত হতে থাকেন। আগতদের স্বাগত জানান আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ সহ কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাগণ। বেলা ১১টার দিকে লাইনে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করা হয় জ্যাকসন হাইটসের কথা রেষ্টুরেন্টের তৈরী নাস্তা। দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজন ও র‍্যাফল ড্র'র টিকিট বিক্রি উদ্বোধন করেন সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান। এসময় (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

নিউইয়র্কে স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

বঙ্গমাতার জন্ম না হলে স্বাধীনতার ইতিহাস ভিন্ন হতো



বঙ্গমাতা জন্ম উৎসবে বক্তব্য রাখছেন স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর অংশগ্রহণে 'মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা : অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা' প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৮ **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

সংবাদ সম্মেলনে ইসি'র ঘোষণা

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ১৮ সেপ্টেম্বর

বিশেষ প্রতিনিধি: একের পর এক মামলা-মোকদ্দমার কারনে স্থগিত হওয়া বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন এই দিন নির্ধারণ করেছেন। কমিশনের প্রত্যাশা সবার সহযোগিতায় পুন: নির্ধারিত এই দিনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জামাল আহমেদ জনি

বাংলাবাজার জামে মসজিদের নতুন জায়গা ক্রয়ে ফান্ড রেইজিং

৯ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন সহযোগিতা কামনা

বিশেষ প্রতনিধি: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার জামে মসজিদের নতুন জায়গা ক্রয়ের জন্য ফান্ডরেজিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত ৭ আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় স্থানীয় গোল্ডেন প্যালেসে এ ফান্ডরেজিং অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ পরিচালণা কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান, বাংলাবাজার জামে মসজিদের জন্য ১ দশমিক ৫২৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মসজিদ লাগোয়া ৫ হাজার স্কয়ারের খালি জায়গা ১ দশমিক ৫২৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ক্রয় চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়। ইতোমেধ্যে ৪৭২,০০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছে। ক্রয় সম্পাদন করতে আরও ৯ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। তারা জানান, ব্রঙ্কসে বাঙালীদের অন্যতম ব্যবসা **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**



দু'আ কবুলের সময় স্থান, আদব ও শর্ত

জাফর আহমাদ

আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। দু'আ করলে আল্লাহ খুশি হন। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

নিউজার্সীতে ১৯তম নজরুল সম্মেলন ১৩-১৪ আগস্ট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আগামী ১৩-১৪ আগষ্ট যথাক্রমে শনি ও রোববার নিউজার্সীতে অনুষ্ঠিতব্য ১৯তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। নিউজার্সীর ইষ্ট ব্রুন্সউইকস্থ জেএমপিআর্ট সেন্টারে আয়োজিত দুদিনব্যাপী এবারের সম্মেলনের শ্লোগান হচ্ছে 'চির উন্নত মম শির'। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন হচ্ছে শতদল। খবর ইউএনএ'র। এবারের উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনে কবি নাতনী খিলখিল কাজী, বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা, সালাহউদ্দিন আহমেদ, সুজিত মুস্তফা ও লীনা তাপসী সহ দেশ-বিদেশ ও প্রবাসের নজরুল গবেষক, **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

খেলার খবর

টি-টোয়েন্টিতে ৬০০ উইকেট ব্র্যাভোর

স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইতিহাস গড়ে ফেললেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্র্যাভো। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে **(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়**

সাঈদ তারেকের কলাম

বলিহারি বিরোধী দল!



বাংলাদেশের সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কথা কি আর বলবো। কোন একটা ইস্যুই ক্যাশ করতে পারে না। কোন ইস্যুতে সময়োপযোগী বক্তব্যও দিতে পারে না। তোতা পাখির মত একই বুলি। একই ভাঙা রেকর্ড। না দেখি কোন প্লানিং না কোন দিক**(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ'র আয়োজন

'প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ বনভোজন'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত চট্টগ্রামের সন্দীপ উপজেলাবাসীদের প্রাণের সংগঠন সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন ব্যাপক আয়োজনে সম্পন্ন হয়েছে। এবারের আয়োজনে আড়াই হাজারোধীক **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা ১৩ আগষ্ট শনিবার বিকেল সন্ধ্যা ৭টায় জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে। শতদল আয়োজিত উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন ১৩-১৪ আগষ্ট নিউজার্সীর জেএমপি আর্ট সেন্টার। প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক'র বনভোজন **(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)**

কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রস্থ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার প্রবাসীদের বৃহৎ সংগঠন কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের নর্ব নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি ও নবগঠিত উপদেষ্টা পরিষদের ১ম যৌথ সভা গত ৭ আগষ্ট সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক'র এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউয়ের বৈশাখী রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। **(বাকি অংশ ০৩ পাতায়)**

হেলথ টিপস

মধুতেই কুপোকাত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাজারে যে মধু মেলে, তার স্বাদ, হাজারও ঔষধি গুণের কথা সবার জানা। নেপালের 'ম্যাড হানি'রও তেমন গুণ রয়েছে। **(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)**

বিনোদন

লাইফ সাপোর্টে অভিনেত্রী অ্যান হেচে, বাঁচার সম্ভাবনা কম!

বিনোদন ডেস্ক: আমেরিকান অভিনেত্রী অ্যান হেচে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন এবং তার অবস্থা **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com